কিতাবুয যুহদে

চিরস্থায়ী আখেরাতের পাথেয়

কুরআন-হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরাম ও জগৎখ্যাত বুযুর্গদের দৃষ্টিতে-

ইমাম আবু বকর বিন আবিদ্দুনিয়া

কিতাবুয যুহদে

চিরস্থায়ী আখেরাতের পাথেয়

কুরআন-হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরাম ও জগৎখ্যাত বুযুর্গদের দৃষ্টিতে

দুনিয়া কী এবং কেন ?

(কিতাবুয যুহদে গ্রন্থের অনুবাদ)

মূল

ইমাম আবু বকর বিন আবিদ্দুনিয়া

অনুবাদ

মাওলানা আলমগীর হুসাইন

মুহাদ্দিস, জামি'য়াতুস সুন্নাহ

শিবচর, মাদারীপুর

আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স

(বিজ্ঞানময় কুরআনিক ইল্‌মের বিশুদ্ধ প্রকাশনা)

১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০

ফোন : ০১৮১৯৪২৩৩২১, ০১৯১৫৫২৭২২৫

প্রকাশক: আ খ ম ইউনুস
প্রকাশকাল: মার্চ -২০১১, রবিউস সানি-১৪৩২
প্রচ্ছদ: আমিনুল ইসলাম, বাংলাবাজার, ঢাকা
মুদ্রণ: বরাত প্রিন্টার্স, ২২ ঋষী দাস লেন, ঢাকা

ISBN- ৯৮৪-৭০১৮৬ - ০০০৫ - ৮

মূল্য : ১২০.০০ (এক শত বিশ টাকা) মাত্র
U.S. $. 4 only.

পরিবেশক
ইসলামিক বুক ফাউন্ডেশন
১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ০১৯১৫৫২৭২২৫

অনুবাদকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! সপ্রশংস শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহর।

গ্রন্থটির মূলভাষা আরবী। নাম *কিতাবুয যুহদ*। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর এক যুগশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের হাতে রচিত। তাঁর নাম ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ কুরাইশী বাগদাদী (রহ)। তবে সর্বমহলে তিনি ইবনে আবিদ দুনিয়া নামে প্রসিদ্ধ। আলেম সমাজের কাছে তিনি অতি পরিচিত। ২০৮ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইন্তেকাল করেন ২৮১ হিজরিতে। বাগদাদ তাঁর জন্মস্থান। তিনি জগৎখ্যাত একজন উঁচুমানের আলেম এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় লেখকদের অন্যতম। জীবনে তিনি অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। উলামায়ে কেরাম তাঁর প্রাজ্ঞ রচনায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আল্লামা ইবনে শাকের বলেন, তিনি ছিলেন বড় মাপের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক, তাঁর রচিত কিতাবের সংখ্যা শতাধিক। ইবনে কাছীরও এরূপ বলেছেন। ইমাম জাহাবী (রহ) *সিয়ারু আলামিন নুবালা* গ্রন্থে তাঁর বিশটি গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। ইবনু নাদীম বলেন, তিনি বড় আবেদ, মুত্তাকী ও যাহেদ আলেম ছিলেন। তিনি বড় মুহাদ্দিসও ছিলেন। তাঁর থেকে অনেকে হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন।

একটি অবিস্মরণীয় এবং হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ *কিতাবুয যুহদ*। দুনিয়ার হাকীকত, স্বরূপ, চিত্র, অবস্থা, তাৎপর্য অতি চমৎকার ও নিপুণভাবে এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এই খ্যাতিমান আলেম। দুনিয়া সম্পর্কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনসহ সোনালী যুগের উলামায়ে কেরাম ও বিজ্ঞজনদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব মূল্যায়ন এ গ্রন্থে বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তাই এ গ্রন্থের বাংলা নামকরণ করা হয়েছে *দুনিয়া কী এবং কেন?*

'দুনিয়া নয় আখেরাতই মুমিনের মূল লক্ষ্য'– এ শ্লোগানই উচ্চারিত ও উচ্চকিত হয়েছে এ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি শিরোনামে। মানুষের আসল ঠিকানা আখেরাত। তাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে আখেরাতের পাথেয়

সঞ্চয় করার জন্য মাত্র। কিন্তু মানুষ শয়তানের চক্রান্তে এবং দুনিয়ার মোহে মূল লক্ষ্য ভুলে গিয়েছে। আখেরাতের পথে বড় বাঁধা ও অন্তরায় হয়ে সামনে এসেছে 'দুনিয়া'। দুনিয়ার রূপ-সৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ, আনন্দ-বিলাস ইত্যাদিতে মজে গিয়েছে মানুষ। আখেরাত ভুলে সে আজ দুনিয়ার পিছে ছুটে বেড়ায়। ফলে মৃত্যুর পর তার জন্য নেমে আসবে সর্বনাশ। দুনিয়ার মোহের কারণে সে নিজেকে নিজে পরকালে দেখতে পাবে আগুনের অতল গহবরে (জাহান্নামে) নিমজ্জিত। মানুষ যাতে এ আত্মঘাতী পথে পা না বাড়ায়, আখরাতকে মূল লক্ষ্য বানিয়ে তার জন্য মেহনত করে এবং দুনিয়ার মরীচীকার ধোঁকায় পড়ে আখেরাত নষ্ট না করে তার জন্যই এ গ্রন্থের অবতারণা। এই একই কারণে গ্রন্থটি অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুটি যেমনি চমৎকার তেমনি গুরুত্বপূর্ণও বটে। তাই ভাষান্তরে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সঠিক মর্ম সাবলীলভাবে উপস্থাপন করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। কুরআন, হাদীস ও উলামায়ে কেরামের কওল-আছর যথাসম্ভব উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। অধিকাংশ স্থানে হাওলা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এর মর্ম এই নয় যে, হাওলায় উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ হতে লেখক এ সমস্ত তথ্য আহরণ করেছেন। এ গ্রন্থগুলো তাঁর সময়ের পরে লেখা। তাঁর গ্রন্থ হতে পরবর্তীতে যারা নিজেদের কিতাবে এ তথ্যগুলো সংকলণ করেছেন বা আর কোন্ কোন্ গ্রন্থে এ তথ্যগুলো আছে তা প্রকাশ করাই এ হাওলার উদ্দেশ্য।

আল্লাহপাক এ গ্রন্থটিকে কবুল করে নিন এবং একে আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের নাজাতের উসিলা করুন। আমিন।

মুহাম্মাদ আলমগীর

১৪ শা'বান, ১৪২৯

মনিরামপুর, যশোর

সূচিপত্র

এ বইটি পিডিএফ হিসেবে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য হল ইসলামের দাওয়াহকে আর বেশী করে প্রচার ও প্রসার করা। ইসলামিক জ্ঞান কপিরাইটেড করা আর তা অনুমতি নিয়ে বা অনুমতি ছাড়া ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি ইখতিলাফপূর্ণ।

সে ব্যাপারে আমি আর বেশিদূর না গিয়ে পাঠকদের এটাই নাসিহাহ করতে পারি, আপনারা ট্রাই করবেন এ ধরনের পিডিএফ হওয়া উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে, তবে তা নিজেরা কিনে ঘরে এক কপি রাখবেন নিজেদের জন্য নাসিহাহ হিসেবে আর অন্যদের দাওয়াহ'র উদ্দেশ্যে। আর নিজেদের প্রিয়জনদেরকে ইসলামিক ইলমে ভরা চমৎকার কিছু বই গিফট দেওয়ার মতো কল্যাণকর কাজ তো আমাদের মিস করা উচিত হবে না, তাই না ?

আপনারা এই বইটির হার্ডকপি অনলাইনে কিনতে ভিজিট করুন -

http://www.kitabghor.com/books/donia-ki-abong-keno.html

আর অবশ্যই দুআ করতে ভুলবেন না বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য।

বইটির পিডিএফ তৈরির কাজ করেছে -

thegreatestnation.wordpress.com

facebook.com/thegreatestnation.ever.2

نَفْسِي بِيَدِهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ عَلَى
أَهْلِهَا .

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মৃত ছাগলের পার্শ্ব অতিক্রমকালে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'য়ালার কসম দিয়ে বলছি যে, মালিকের কাছে এই ছাগলটির যেমন কোনো মূল্য নেই, তেমনি আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে এই দুনিয়ারও বিন্দুমাত্র মূল্য নেই, বরং অত্যন্ত তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট (মাযমাউয যাওয়ায়েদ-১০.৩৭০)

দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা কাফেরের জন্য জান্নাত

হযরত সালমান (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : দুনিয়া মুমিনের কারাগার, কাফেরের জন্য জান্নাত। (মাযমাউয যাওয়ায়েদ ১০.৩৭৩)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত। (তিরমিযী - ২৫৮)

দুনিয়ার বাকী অংশ জাহান্নামে

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : يُجَاءُ
بِالدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ : مَيِّزُوْا مَا كَانَ مِنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَيُمَازُ وَيُرْمَى سَائِرُهُ فِي النَّارِ

মূর্তিপূজার নতুন সংস্করণ দুনিয়া পূজা

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে প্রেরিত হলে শয়তানদের দল তাদের নেতা ইবলীসের কাছে এসে বলল, সর্বশ্রেষ্ঠ এক নবী দুনিয়ায় এসেছেন এবং তাঁর উম্মতও সৃষ্টি হয়েছে। ইবলীস জানতে চাইল, সে উম্মতের মধ্যে কি দুনিয়ার মহব্বত আছে? তারা জবাব দিল, হাঁ, দুনিয়ার মহব্বত তাদের মধ্যে আছে। তখন ইবলীস বলল,

যদি তাদের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত থাকে, তাহলে আমার এর কোন পরোয়া নেই যে, তারা মূর্তির পূজা করবে না। আমি দিন-রাত তাদেরকে তিন কাজে রত রাখব। (১) অন্যায়ভাবে অর্থ আয় করা (২) অন্যায়ভাবে ব্যয় করা এবং (৩) যথাস্থানে ব্যয় না করা আর সমস্ত অন্যায় ও অপকর্মের মূল এই তিন কাজ। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৬)

হুজুর (স)এর দুনিয়া বিতাড়ন

হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু লোক হযরত আবু বকর (রা)-এর পাশে বসা ছিলাম। তিনি পানি চাইলে মধু মিশ্রিত পানি দেয়া হল। পানি মুখের কাছে নিয়ে যখন তাতে মধুর ঘ্রাণ পাইলেন, তখন এত বেশি কাঁদলেন যে, তার কান্না দেখে উপস্থিত লোকজনও কাঁদতে থাকল। কিছুক্ষণ পর মানুষের কান্না থেমে গেলেও তাঁর কান্না থামল না। কেউ আরেকবার ঐ পানি তাঁর মুখের কাছে আনলে তিনি আবার কাঁদতে শুরু করলেন। অত্যধিক কান্নার কারণে জিজ্ঞাসাও করা যাচ্ছিল না যে, তিনি কেন এভাবে কাঁদছেন। বেশ কিছুক্ষণ কাঁদার পর যখন তিনি চোখ মুছলেন, তখন লোকজন জিজ্ঞাসা করল, সম্মানিত খলীফা! আপনি এভাবে কাঁদলেন কেন? তিনি জবাবে বললেন, আমি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। আমি দেখলাম, নবীজী যেন তার সামনে থেকে কাউকে হটিয়ে দিচ্ছেন, অথচ তাঁর সামনে কেউ ছিল না। আমি বিস্মিত হয়ে নিবেদন করি, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কী সরিয়ে দিচ্ছেন? তিনি জবাবে বললেন, দুনিয়া আমার সামনে এসেছিল। আমি তাকে বললাম, তুমি আমার থেকে দূর হয়ে যাও। সে (দুনিয়া) এ কথা বলতে বলতে চলে গেল যে, আপনি আমার থেকে বেঁচে গেলেও আপনার

জগত উহাকে আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। (বায়হাকী, হিলয়াতুল আওলিয়া)

দুনিয়া আখেরাতের কণাতুল্যও নয়

হযরত মুসতাওরিদ ফিহরী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا تَرْجِعُ -

মহাসমুদ্রে আঙ্গুল ডুবিয়ে উঠালে ঐ আঙ্গুলে মহাসমুদ্রের তুলনায় যতটুকু পানি থাকে আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া ঠিক ততটুকু অর্থাৎ দুনিয়া আখেরাতের কণাতুল্যও নয়। (তিরমিযী-২.৫৮)

হযরত মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) বলেন:

وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ اِلَّا كَنَفْجَةِ اَرْنَبٍ -

আল্লাহর কসম! আখেরাতের বিবেচনায় দুনিয়া হলো খরগোশের এক লাফের মত। (কানযুল উম্মাল : হাদীস নং-৮৫৫৯)

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, যদি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দুনিয়ার দাম মশার ডানা সমানও হত, তাহলে ফেরাউনকে এক ঢোক পানিও পান করতে দেয়া হত না।

দুনিয়া তার ঘর, আখেরাতে যার ঘর নেই

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন :

اِنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ -

দুনিয়া তার ঘর, (আখেরাতে) যার কোনো ঘর নেই, তার সম্পদ (আখেরাতে) যার কোনো সম্পদ নেই। দুনিয়াতে সেই সঞ্চয় করে, যার বুদ্ধি জ্ঞান নেই। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৪:২৭১)

দুনিয়ার স্বরূপ

কিছু লোক একবার হযরত আলী (রা)কে অনুরোধ করে বললেন, হুজুর দুনিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলুন। তিনি জানতে চান, বিস্তারিত বলব, না সংক্ষেপে বলব? তারা বলেন, সংক্ষেপেই বলুন। তখন তিনি বলেন :

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عَذَابٌ

দুনিয়ার যা কিছু হালাল তার হিসেব দিতে হবে আর যা কিছু হারাম তা জাহান্নামে নিয়ে যাবে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৬)

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা)কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, দুনিয়ার হাকীকত সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন :

وَمَا أَصِفُ لَكَ مِنْ دَارٍ مَنْ صَحَّ فِيْهَا أَمِنَ وَمَنْ سَقِمَ فِيْهَا نَدِمَ وَمَنِ افْتَقَرَ فِيْهَا حَزِنَ وَمَنِ اسْتَغْنَى فِيْهَا فُتِنَ حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا النَّارُ-

আমি ঐ ঘর সম্পর্কে তোমাকে কি বলব, সেখানে যে সুস্থ সে নিরাপদ, যে অসুস্থ সে অনুতপ্ত, যে মুখাপেক্ষী সে চিন্তিত, যে ধনী সে পরীক্ষায় নিপতিত। দুনিয়ার হালাল জিনিসের হিসেব দিতে হবে আর হারামের কারণে জাহান্নামে যেতে হবে। (কানযুল উম্মাল : হাদীস ৮৫৬৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক বিরান এলাকা দিয়ে গমনকালে সাহাবীদেরকে বলেন :

এসো তোমাদেরকে দুনিয়ার স্বরূপ দেখাই। অতঃপর তিনি বিরান (কবরস্থান) এলাকা থেকে কিছু টুকরো কাপড় এবং নষ্ট হাড় হাতে উঠিয়ে বললেন, এই হলো দুনিয়া। (ইতহাফ ২:৮২)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ
كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا وَ اتَّقُوْا النِّسَاءَ

দুনিয়া বড়ই সুস্বাদু (আকর্ষণীয়) ও সবুজ-শ্যামল স্থান। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এই দুনিয়ায় প্রতিনিধি করবেন। যাতে তিনি দেখেন, তোমরা কিভাবে আমল কর (চল)। অতএব, দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক (তার মোহে জড়িয়ে পড় না) এবং মহিলাদের থেকেও সাবধানে থেক (মুসলিম)

দুনিয়ার উদাহরণ

হযরত ইউনুস ইবনে উবাইদ (র) দুনিয়ার উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন :

দুনিয়া ঐ ব্যক্তির মত যে ঘুমিয়েছিল আর স্বপ্নে ভাল-মন্দ দেখছিল এবং এই দেখতে দেখতেই জেগে যায়। (ইহয়াউ উলুমুদ্দীন-৩:২৯৪)

এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বলুন তো আপনার দৃষ্টিতে দুনিয়া কিসের মত? জবাবে তিনি বলেন : اَحْلَامُ نَائِمٍ অর্থাৎ ঘুমন্ত ব্যক্তির আজেবাজে স্বপ্নের মত। প্রাগুক্ত)

হযরত হাসান বসরী (র) দুনিয়ার উদাহরণ তুলে ধরেছেন একটি কবিতার ছত্রে। তিনি বলেন :

اَحْلَامُ نَوْمٍ اَوْكَظِلٍّ زَائِلٍ * اِنَّ اللَّبِيْبَ بِمِثْلِهَا لَا يُخْدَعُ

দুনিয়া সে তো স্বপ্নের খেলা
নয়তো পড়ন্ত ছায়া,
জ্ঞানীজন বাস্তু না ধোঁকা
জড়িয়ে এর মায়া।

(ইহয়াউ উলুমুদ্দীন ৩ ২৯৪)

দুনিয়া অপসৃয়মান ছায়ামাত্র

নবী দৌহিত্র হযরত হাসান (রা) দুনিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করতে প্রায়ই একটি কবিতার পংক্তি আওড়াতেন।

يَا أَهْلَ لَذَّاتِ دُنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا * إِنَّ اغْتِرَارًا بِظِلٍّ زَائِلٍ حُمُقٌ

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রেমিকরা
শোনো বলি আমি,
পড়ন্ত ছায়ার ধোঁকায় পড়ে
কেউ করোনা বোকামী।
(ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩ ২৯৪)

একবার এক লোক এক মহল্লায় গিয়ে মেহমান হন। এলাকাবাসী তাকে আহার করতে দিলে তিনি আহার গ্রহণ করেন। আহার শেষে এক তাঁবুতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। লোকজন এক সময় তাঁবু উঠিয়ে ফেলে। যার ফলে লোকটির শরীরে সূর্যের তাপ পড়ে। তাপ বেশি পড়লে তিনি জেগে যান এবং নিদ্রা থেকে উঠে বলেন :

أَلَا إِنَّمَا الدُّنْيَا كَظِلِّ ثَنِيَّةٍ * وَلَا بُدَّ يَوْمًا أَنَّ ظِلَّكَ زَائِلٌ

দুনিয়াটা ছায়ার মত
নেই তার ভরসা,
ছায়ার মত সেও জেনো
শেষ হবে সহসা। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩ ২৯৯)

মুহাম্মাদ বিন আনাস আসাদী বর্ণনা করেন, একদল লোক এক সাথে সফর করছিল। হঠাৎ তারা একটি গায়েবী আওয়াজ শুনতে পায়। আর [illegible] আওয়াজটি ছিল এরূপ :

দুনিয়াকে যে বানিয়েছে লক্ষ্য
হয় তাতে খুশি,
ধারণ করে আছে সে
মিথ্যা-ধোঁকার রাশি।

দুনিয়ার সাথে হযরত ঈসা (আ)-এর কথোপকথন

একবার হযরত ঈসা (আ) দুনিয়াকে সুসজ্জিত ও কুৎসিত এক বৃদ্ধা মহিলার রূপে দেখেন। তখন তাদের মধ্যে নিম্নরূপ আলাপ হল-

হযরত ঈসা (আ) : তুমি এ পর্যন্ত কতজন স্বামী ছেড়েছ?

বৃদ্ধারূপী দুনিয়া : অনেক, সংখ্যা মনে নেই।

হযরত ঈসা (আ) : তারা মারা গেছে নাকি তোমাকে তালাক দিয়েছে?

বৃদ্ধারূপী দুনিয়া : কেউ মরেওনি আবার কেউ আমাকে তালাকও দেয়নি; বরং উল্টো আমি তাদের সকলকে নিজ হাতে হত্যা করেছি

হযরত ঈসা (আ) : বর্তমানে তোমার যে সমস্ত স্বামী আছে তাদের ধ্বংস হোক! তারা তোমার পূর্ববর্তী স্বামীদের পরিণতি দেখে কেন শিক্ষা নেয় না? তুমি তাদেরকে সারা জীবন তোমার মায়াবী চেহারার পিছনে ঘুরিয়ে শেষে একে একে নির্মমভাবে হত্যা ও ধ্বংস করেছ অথচ তার পরেও হতভাগারা তোমার পিছু ছাড়েনা। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৯৪, আল ইতহাফ-৮:১০৭)

দুনিয়ার আসল চেহারা

হযরত আলী ইবনে যিয়াদ আদাবী একজন উচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন তিনি নিজের ঘটনা বলেন, আমি একদিন স্বপ্নে এক থুথুরে বুড়িকে দেখি। অধিক বার্ধক্যের দরুণ তার সারা শরীরের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল তবে তার সারা দেহ অলঙ্কারে ভরা ছিল, বার্ধক্য সত্ত্বেও অলঙ্কারে সুসজ্জিত থাকায় তাকে অপরূপ দেখাচ্ছিল। অনেক লোক তার চারপাশে বসা ছিল তারা তাকে লোভনীয় দৃষ্টিতে দেখছিল। আমি বুড়ির কাছে এগিয়ে গেলাম তাকে ঘিরে জনতার এই ভিড় দেখে আমার বড়ই বিস্ময় লাগে। আমি বুড়িকে বলি, এই বুড়ি! তুমি কে? বুড়ি বলে, আপনি আমাকে চেনেন না? আমি বলি, আমি তোমাকে কিভাবে চিনব? বুড়ি বলে, আমারই নাম দুনিয়া। আমি বলি, তোমার অনিষ্ট হতে আমি আল্লাহর পানাহ চাই। বুড়ি বলে, যদি সত্যই আপনি আমার অনিষ্ট হতে বাঁচতে চান, তাহলে টাকা পয়সা, অর্থ সম্পদকে কখনো ভালবাসবেন না। (হিলয়াতুল আওলিয়া ২:২৪৩)

হযরত আবু বকর বিন আইয়াশ (র) একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও কারী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে এক কদাকার কুৎসিত বুড়ি দেখি। তার মাথায় এলোমেলো চুল ছিল। বুড়ি দু'হাতে তালি দিচ্ছেন আর তার পিছু পিছু

অসংখ্য মানুষও তাকে তালি দিতে দিতে এবং নাচতে নাচতে চলছিল। বুড়ি আমার পাশ অতিক্রমকালে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, যদি তুমি আমার অধীনে এসে যাও, তাহলে তোমার অবস্থাও ঐরূপ করব যেমন এদের করেছি। আমার স্বপ্নে দেখা এই বুড়ি ছিল দুনিয়ার আসল চেহারা (হিলয়াতুল আওলিয়া-৮:৩০৪)

দুনিয়ার ব্যাপারে হযরত ঈসা (আ)-এর নসিহত

হযরত ঈসা (আ) ইরশাদ করেন :

তোমরা দুনিয়াকে মা'বুদ বানাইও না, নতুবা সে তোমাদেরকে গোলাম বানিয়ে নিবে নিজেদের পুঁজি তার কাছে জমা কর, যিনি তা বিনষ্ট করবেন না। দুনিয়ার কোষাধ্যক্ষের কাছে রাখলে বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে কিন্তু আল্লাহর কোষাধ্যক্ষের কাছে রাখা হলে বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৭৮, ইতহাফ-৮:৮২)

হযরত ঈসা (আ)কে আসমানে উত্তোলনের পূর্বে তিনি তাঁর অনুগত সাথীদের উদ্দেশে বলেন :

হে সাথীগণ! আমি দুনিয়াকে আছড়ে ফেলেছি। তোমরা তাকে আমার পরে দাঁড় করাবে না। কেননা তাতে কোনো মঙ্গল নেই, যাতে আল্লাহর নাফরমানি করা হয়। ঐ ঘরেও কোনো কল্যাণ নেই, যা ছেড়ে আখেরাত অর্জন করা হয়। দুনিয়াকে পারাপারের বস্তু বানাও, তাকে আবাদ করো না। মনে রেখ, প্রত্যেক অনিষ্টের মূল দুনিয়ার মহব্বত। অনেক চাহিদা এমন আছে, যা পুরা করতে গেলে দীর্ঘদিন পেরেশান হতে হবে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৭৮-২৭৯, ইতহাফ-৮:৮২)

আরেক স্থানে হযরত ঈসা (আ) বলেন :

দুনিয়া তোমাদের জন্য স্বীয় পিঠ বিছিয়ে দিয়েছে আর তোমরা তার পিঠে চেপে বসে আছ। তোমাদের দুনিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু বাদশা আর নারী। তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে বাদশাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে না। তোমরা দুনিয়াকে তাদের দিয়ে দিবে, তাহলে তারা তোমাদের বিরোধিতা করবে না। আর নামায রোযার মাধ্যমে তোমরা মহিলাদের নাগপাশ এড়িয়ে থাকবে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৭৯, ইতহাফ ৮:৮২)

দুনিয়াকে ভালবাসা মানে বিপদে ফেঁসে যাওয়া

হযরত ঈসা (আ) আরও বলেন, যার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা স্থান পাবে, তার অন্তর তিন বিষয়ে ফেঁসে যাবে। (১) সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা, যার থেকে সে কোনো সময় নিস্তার পাবে না। (২) সার্বক্ষণিক অভাব বোধ করবে, কখনও অভাবমুক্ত হবে না। (৩) বিরাট বিরাট আশা করবে, যা কখনও পূরণ হবে না। তিনি আরও বলেন :

اَلدُّنْيَا طَالِبَةٌ وَمَطْلُوْبَةٌ فَطَالِبُ الْاٰخِرَةِ تَطْلُبُهُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَسْتَكْمِلَ فِيْهَا رِزْقَهُ وَطَالِبُ الدُّنْيَا تَطْلُبُهُ الْاٰخِرَةُ حَتّٰى يَجِيْءَ الْمَوْتُ فَيَأْخُذَ بِعُنُقِهِ

দুনিয়া কাউকে অন্বেষণ করে আবার কেউ দুনিয়াকে অন্বেষণ করে। দুনিয়া আখেরাত অন্বেষীকে তালাশ করতে থাকে, এমন কি সে দুনিয়াতে তার রিযিক পূর্ণ করে। এর বিপরীতে আখেরাত দুনিয়া অন্বেষীর অপেক্ষায় থাকে। যখন তার মৃত্যু হয়, তখন আখেরাত তার গলা এঁটে ধরে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৭৯, তারীখে দেমাস্ক-২০:১২০)

চার বস্তু দুর্ভাগ্যের লক্ষণ

হযরত মালেক বিন দীনার (র) হযরত হাসান বসরী (র) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, চার বস্তু দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। (১) অন্তর কঠিন হওয়া। (২) চোখ পাথর হওয়া অর্থাৎ তা হতে অশ্রু বের না হওয়া। (৩) দুনিয়ায় বড় বড় আশা রাখা। (৪) দুনিয়ার প্রতি মায়া ও লোভ অন্তরে পোষণ করা।

হযরত মুয়াজ বিন যাবাল (রা) বলেন, বন্ধুগণ! এই দুনিয়ার কাছ থেকে তোমরা ভাল কিছু পাবার আশা করো না। কেননা সে দিন-রাত তোমাদের ক্ষতির চিন্তায় থাকে। আল্লাহ যার অন্তরকে দুনিয়া হতে বিমুখ করে দিবেন সেই মূলত সফলকাম হবে। এই দুনিয়া কাউকে কোনো দিন উপকার করেনি আর করবেও না।

আল্লাহর ভালবাসা দুনিয়া ছাড়ার মধ্যে নিহিত

হযরত কাতাদা বিন নু'মান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي

سَقِيمَهُ الْمَاءَ-

আল্লাহ তা'য়ালা যখন কাউকে ভালবাসেন, তখন তাকে দুনিয়া হতে ঐ ভাবে দূরে রাখেন, যেমনভাবে তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে পানি হতে দূরে রাখ। (মুসনাদে আহমাদ ৪:২১০, সহীহ ইবনে হিব্বান-২:৪৪৪)

হযরত জাফর বিন সুলাইমান (র) বলেন, আমি হযরত মালেক বিন দীনার (র)কে বলতে শুনেছি: তোমরা এই জাদুকর থেকে বাঁচ! এই জাদুকরের হাত থেকে বাঁচ! এ এমন সাংঘাতিক জাদুকর যে, উলামায়ে কেরামের অন্তরকেও জাদুগ্রস্ত করে দেয়। আর তা হলো, এই দুনিয়া। (হিলয়াতুল আওলিয়া-২:৩৬৪, সফওয়াতুস সফওয়া ৩:২৮৩)

দুনিয়া সবচেয়ে নিকৃষ্ট বস্তু

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا هُوَ أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا

نَظَرَ إِلَيْهَا مُنْذُ خَلَقَهَا بُغْضًا لَهَا-

আল্লাহ তা'য়ালা দুনিয়া হতে অধিক নিকৃষ্ট বস্তু আর কিছু সৃষ্টি করেননি, দুনিয়া এত নিকৃষ্ট ও বিকৃত যে, তাকে সৃষ্টি করার পর একটিবারের জন্যও তার দিকে ফিরে তাকান নি। (আল জামিউস সগীর, হাদীস নং ১৭৮০, জামউল ফাওয়াইদ-২:৩৫৫, বাযযার)

দুনিয়া শয়তানের মধুর

গিয়াদ নামক এক ব্যক্তি জনৈক শায়খের শাগরেদদের দ্বীন তা'লীম ও শিক্ষা দিতেন। একবার গিয়াদ শায়খকে খুশি মনে করে তার ছাত্রদের সামনে দুনিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করেন। এতে শায়খ গিয়াদকে ডেকে

বলেন, তুমি আমার বান্দাদের সামনে দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে তাদের উপর রহমতের গম্বুজ নির্মাণ করে দিয়েছ। এখন আল্লাহর দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে ঐ গম্বুজ ধ্বসিয়ে দাও।

দুনিয়ার মোহ বুদ্ধি-জ্ঞান হ্রাস করে

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহর কসম! কেউ পার্থিব সচ্ছলতা লাভ করার পর যদি তার মধ্যে এই ভাবনার উদয় না হয় যে, তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, তাহলে বুঝবে তার বিবেক ও বুদ্ধি-জ্ঞান লোপ পেয়েছে এবং তার সঠিক চিন্তা চেতনার যোগ্যতা হারিয়ে গেছে। অনুরূপ যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুনিয়াকে সংকীর্ণ করে আনা হচ্ছে, সে যদি এটাকে তার জন্য মঙ্গলজনক না বুঝে তাহলে তারও বুদ্ধি জ্ঞানে ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং সঠিক বিষয় বুঝার যোগ্যতা লোপ পেয়েছে।

হযরত বেলাল বিন সা'দ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : আল্লাহর কসম! গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া থেকে যতই দূরে রাখতে চান আমরা ততই তার প্রতি ঝুঁকে পড়ছি। এতদিন যারা ছিল দুনিয়া বিমুখ এখন তারাও দুনিয়ামুখী হয়ে পড়ছে। যারা দ্বীনের জন্য কুরবান ছিল তারা বিলাসিতায় গা এলিয়ে দিচ্ছে। এতদিন যারা আলেম বলে পরিচিত ছিলেন তারা মূর্খের মত দুনিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। (হিলয়াতুল আওলিয়া-২:৩১৩)

দুনিয়া আদমের মলমূত্র ত্যাগের জায়গা

হযরত আদম ও হাওয়া (আ)কে আল্লাহ মলমূত্র ত্যাগের নিমিত্তে বেহেশত হতে দুনিয়াতে স্থানান্তর করেছিলেন। জান্নাতে যে সমস্ত খাদ্য দ্রব্য ও ফল মূল আছে তা খেলে পায়খানার বেগ হয় না। কেননা জান্নাতের সমস্ত স্থান পবিত্র। সেখানে পায়খানা করার মত কোনো কোনো জায়গা নেই। তাই খাদ্য দ্রব্য এমন করা হয়েছে যাতে পায়খানা করার প্রয়োজন না হয়। কিন্তু একটি গাছ ছিল ব্যতিক্রম। তার ফল খেলে পায়খানা এর চাপ হওয়ার মত ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)কে জান্নাতের যথা ইচ্ছা বেড়ানোর ও যা ইচ্ছা খাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু এই নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করেন, যাতে পায়খানার বেগ না হয়। কিন্তু হযরত আদম (আ) শয়তানের প্ররোচনায় সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। একটু পরেই

তার পেটে গণ্ডগোল শুরু হয় এবং তিনি পায়খানা করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তিনি পায়খানা করার মত জায়গা খুঁজতে এদিক ওদিক ছুটতে লাগলেন। আল্লাহ পাক ফেরেশতা পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বললেন যে, তিনি এভাবে ঘুরছেন কেন? কী তার প্রয়োজন? ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলে হযরত আদম (আ) জানান, তার পেটে গণ্ডগোল হচ্ছে; তিনি পায়খানা করতে চান। ফেরেশতাকে বলা হলো, তুমি তার কাছে জিজ্ঞাসা কর, জান্নাতের কোথাও কি এমন জায়গা আছে, যেখানে পায়খানা করা যায়? পায়খানা যদি একান্ত করতেই লাগে তবে দুনিয়ায় চলে যাও। অতঃপর তিনি দুনিয়ায় চলে এসে এখানে বাথরুম সারেন।

একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা হযরত সুলাইমান (আ)-এর সাম্রাজ্য থেকে বেশি

আবু ইমরান জুনী (র) বলেন, হযরত সুলাইমান (আ) একবার তাঁর সৈন্য সামন্ত সহকারে বাতাসে এমনভাবে উড়ে যাচ্ছিলেন যে, পক্ষীকুল তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করে ছিল। তিনি ডানে বামে মানুষ ও জিন দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি এভাবে স্বসৈন্যে যেতে যেতে বনী ইসরাঈলের জনৈক আবেদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করেন। আবেদ তাঁর শান শওকত দেখে বিস্মিত হয়ে বলেন, আল্লাহর কসম! হযরত সুলাইমান (আ)কে আল্লাহ তা'আলা সুবিশাল সাম্রাজ্য ও ব্যাপক প্রতিপত্তি দিয়েছেন। হযরত সুলাইমান (আ) আবেদের এই কথা শুনে বলেন :

لَتَسْبِيحَةٌ فِي صَحِيفَةِ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِمَّا أُعْطِيَ ابْنُ دَاوُدَ

فَإِنَّ مَا أُعْطِيَ ابْنُ دَاوُدَ يَذْهَبُ وَالتَّسْبِيحَةُ تَبْقَى

মুমিনের আমলনামায় লিখিত একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলার সওয়াব সুলাইমানকে প্রদত্ত এই সাম্রাজ্য হতে বেশি। কেননা, সুলাইমান যা প্রদত্ত হয়েছে তা একদিন খতম হয়ে যাবে কিন্তু 'সুবহানাল্লাহ' বলার সওয়াব শেষ হবে না, চিরদিন থাকবে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩ ২৭৬, 'হুলয়াতুল আওলিয়া-২:৩১৩)

দুনিয়ার পূজারী আল্লাহর জিম্মাদারীর বাইরে

হযরত আনাস বিন মালেক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

مَنْ أَصْبَحَ وَالدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ

দুনিয়ার ফিকির নিয়ে যার সকাল হয়, সে আল্লাহর জিম্মাদারীর বাইরে থাকে। (তার ব্যাপারে আল্লাহর কোনো দায়িত্ব থাকে না) (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৭৯)

দুনিয়া ঘৃণার পাত্র

আবু জাফর কুরাশী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক জ্ঞানী ব্যক্তি জনৈক বাদশাকে বললেন, সম্মানিত বাদশা! দুনিয়ার নিন্দাবাদ ও তার প্রতি ঘৃণা পোষণের সবচেয়ে অধিকারী সে ব্যক্তি যাকে সুবিশাল সাম্রাজ্য দেয়া হয়েছে এবং যিনি বিপুল অর্থ সম্পদ লাভ করে দুনিয়া থেকে উপকৃত হয়েছে। কেননা, সে সর্বক্ষণ এই আশঙ্কায় থাকে যে, কোনো অসতর্ক মুহূর্তে তার অর্থ-সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। রাজত্ব ধ্বংস হয়ে বিপদে পড়তে পারে। সুখ-শান্তি, দুঃখ অশান্তিতে রূপ নিতে পারে। তিলে তিলে সঞ্চিত গোপন অর্থ সম্পদ লুণ্ঠন হয়ে যেতে পারে।

নিঃসন্দেহে দুনিয়া ঘৃণার পাত্র। তার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়। সে অত্যন্ত প্রতারক এবং সুবিধাবাদী। সে স্ববিরোধী আচরণ করে। কিছু দিলেও পরে তা আবার ফিরিয়ে নেয়। দান করে আবার ফেরত চায়। একটু সুখ দিলে পরক্ষণে আবার দুঃখ নিক্ষেপ করে। কারো উপর সমবেদনাকারী বানিয়ে পরে আবার তাকে সমবেদনার পাত্র বানায়। এক হাত দিয়ে অর্থ-সম্পদ দেয় আবার অপর হাত দিয়ে তা ছিনিয়ে নেয়। আনন্দমুখর পরিবেশে একদিন হঠাৎ মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেয় কিন্তু দিন না যেতেই বিষাদময় পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে কবরের গর্তে নিক্ষেপ করে। কে দুনিয়া থেকে চলে গেল আর কে নতুন করে এলো, এতে তার কিছু যায় আসে না। কেউ চলে গেলে তার জন্য চোখের পানি ফেলে না, শোকাহত হয় না। তার মনে দুঃখ বলতে কিছু নেই। সব সময় খুশি ও স্ফূর্তিতে থাকে। সবাই তাকে ভালবাসে, তার প্রতি মায়া দেখায় কিন্তু সে কাউকে ভালবাসে না, তার অন্তর বড় কঠিন। সে বড়ই

নিষ্ঠুর। তার মধ্যে দয়া মায়া বলতে কিছুই নেই। দুনিয়া বড়ই ছলনাময়। সে সবাইকে তার মায়াবী ও ছলনার জালে ফাঁসায় কিন্তু কারো সাথে থাকে না। সে দিন রাত মানুষকে তার প্রতি আকর্ষণ করে কিন্তু নিজে ধরা দেয় না। সে কৌশলে মানুষকে কাছে টেনে ক'দিন তার সাথে প্রণয় করে চলে। অতঃপর স্বার্থ ফুরালে একদিন তাকে লাথি মেরে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। দুনিয়া বহুরূপী। সে একেক জনকে একেক রূপ দেখিয়ে পাগল করে। যারা তার টোপ গিলে তাদেরকে নাকে রশি দিয়ে বলদের মত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। (আল ইতহাফ ৮ ১০০০)

সুপ্রসিদ্ধ দুনিয়া ত্যাগী আবু হাশেম বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তার ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়া হলো একটি রোগ, দুনিয়াকে ত্যাগ করাই হলো তার মহৌষধ।

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র)-এর প্রতি হযরত হাসান বসরী (র)-এর উপদেশ

হযরত হাসান বসরী (র) অত্যন্ত উঁচু মানের বুযুর্গ ও তাবেয়ী ছিলেন। তিনি তৎকালীন খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর উদ্দেশ্যে অমূল্য উপদেশ সম্বলিত একটি পত্র প্রেরণ করেন। তিনি সে গুরুত্বপূর্ণ পত্রে তাঁকে উদ্দেশ করে বলেন :

সম্মানিত খলীফা! মনে রাখবেন, দুনিয়া অস্থায়ী জায়গা। এখানে কেউ চিরদিন থাকতে পারে না। এ দুনিয়ায় হযরত আদম (আ)কে শাস্তিস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল। আপনি একে ভয় করে চলবেন। তাকে ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের পরিচয়। দুনিয়ায় যে গরীব সেই মূলত ধনী। দুনিয়া প্রতি ক্ষণে কাউকে না কাউকে হত্যা করতে থাকে। যে দুনিয়াকে সম্মান করে দুনিয়া তাকে লাঞ্ছিত করে। যে এখানে সঞ্চয় করে, তাকে নিঃস্ব বানিয়ে দেয়। দুনিয়া বিষাক্ত মধু। যে তা খায়, তা তার মৃত্যুর কারণ হয়। দুনিয়ায় ঐ ব্যক্তির মত অবস্থান করুন, যার ফোঁড়া হয়েছে, আর সে দীর্ঘদিন এতে ভোগার পরিবর্তে অপারেশন করে এবং তিক্ত ঔষধ সেবনে ধৈর্যধারণ করে। সুতরাং এই অস্থায়ী, ধোঁকাবাজ, ভণ্ডমার্কা ঘর থেকে সাবধানে থাকবেন। দুনিয়ার সৌন্দর্য চাকচিক্য সবই ধোঁকা এবং মানুষকে ফাঁসানোর ফাঁদ মাত্র। সে মানুষকে বড় বড় আশা দিয়ে শেষে ধ্বংস করে। যে তার মোহে পড়ে তাকে আশা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। দুনিয়া নব বধুর মত, যার দিকে বর অনিমেষ

পিছনে লেগে থাকে, হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা তাকে নিংড়ে উজাড় করে দেয়, এবং প্রেমে পাগল হয়ে যায়। অতীতে যেই তাকে ভালবেসেছে তাকেই সে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তারপরেও পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের পরিণতি থেকে শিক্ষা নেয়নি। অনেক আল্লাহ প্রেমিকও দুনিয়ার মায়াজালে আটকা পড়েছে, যারাই দুনিয়ার পেছনে পড়েছে, দুনিয়া তাদেরকে আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। সে তার প্রেমিককে এমনভাবে পাগল করে যে, সে তাকে ছাড়া অন্য কিছু শুনতে ও বুঝতে পর্যন্ত চায় না। যার ফলে তারা মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে হয়রান হয়েছে। তারা সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। অবশেষে যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে তখন তাদের হুশ ফিরেছে। কিন্তু তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয়নি। দুনিয়া তাদের সাথে সারা জীবন অভিনয় করেছে। তারা দুনিয়া থেকে কিছুই লাভ করতে পারেনি, যার ফলে খালি হাতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুতভাবে তাদের দুনিয়া ছাড়তে হয়েছে।

আমিরুল মুমিনীন! দুনিয়া সাপের মত। সুযোগ পেলেই সে দংশন করে। তাই তার থেকে সাবধান থাকবেন। দুনিয়ার কোনো বিষয় আপনাকে তুষ্ট করলে সতর্ক হবেন। কারণ, দুনিয়া লাভ করে কেউ খুশি হলে ক্রমে তাকে বিপদগ্রস্ত করে। যে দুনিয়া পেয়ে খুশি হয় সে বোকা। দুনিয়া যাকে হাসায় কদিন পরেই তাকে কাঁদতে হয়। দুনিয়া থেকে যে চলে যায় সে আর কোনো দিন ফিরে আসে না। দুনিয়া যে আশা দেয় তা মিথ্যা। দুনিয়ায় যা চমকদার দেখেন তা মূলত কর্দমাক্ত। দুনিয়ার জীবন চির আক্ষেপের। মানুষ এখানে পদে পদে বিপদগ্রস্ত। দুনিয়ার ফিকির যার যত বেশি হবে, সে তত বালা-মুসিবতের শিকার হবে।

আল্লাহ তাআলা যদি দুনিয়া সম্পর্কে কিছুই না বলতেন এবং দুনিয়ার কোনো উদাহরণ নাও দিতেন, তথাপি দুনিয়া নিজেই ঘুমন্ত ব্যক্তির জাগ্রত হওয়া ও গাফেল ব্যক্তির সচেতনতার জন্য যথেষ্ট হত। কিন্তু তারপরেও যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেও উপদেশ ও সতর্কতা এসেছে, এখন তার থেকে বাঁচা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে দুনিয়ার বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। তাকে সৃষ্টি করার পর একটিবারের জন্যও তার দিকে ফিরে তাকাননি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দুনিয়াকে পেশ করা হয়েছিল, তিনি তা নিলেও তার মর্যাদা একটুও হ্রাস পেত না; কিন্তু তারপরেও তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছেন। কারণ, তিনি আল্লাহর বিরোধিতা পছন্দ করতেন না, আল্লাহর ঘৃণ্য বস্তুকে ভালবাসতেন না, যাকে

আল্লাহ যা পছন্দ করেছেন তাকে উপরে তুলছেন না। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে পরীক্ষাস্বরূপ তাদের থেকে দুনিয়া দূরে রেখেছেন। এর বিপরীতে শত্রুদের ধোঁকায় ফেলতে দুনিয়াকে তাদের কাছে কাম্য করে দিয়েছেন। যে দুনিয়ার পিছে পড়ে, তার পাতানো ফাঁদে পা দেয় সে এই মিথ্যা ধারণায় গর্বিত হয় যে, তাকে দুনিয়ার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়েছে। তাকে আল্লাহ ঐ কথা ভুলিয়ে দেন যে, আল্লাহর নবী এই দুনিয়ায় কত কষ্ট করেছেন। এমনকি ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা একবার হযরত মূসা (আ)কে বলেছিলেন, যখন তুমি তোমার কাছে কোনো অর্থ-সম্পদশালী লোক আসতে দেখবে, তখন মনে করবে, এটা তোমার কোনো ত্রুটির নগদ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আর যদি গরিব-দুঃস্থ লোক আসতে দেখ, তাহলে বলবে, নেক্কারদের প্রতিনিধি আসছে।

আপনি চাইলে হযরত ঈসা (আ) এর অনুকরণ করতে পারেন। তিনি বলতেন :

ক্ষুধা আমার তরকারী (খাদ্য)। ভয় আমার প্রতীক। লোম-পশম আমার পোশাক। শীতকালের সূর্য আমার উত্তাপ, চন্দ্র আমার প্রদীপ। পদদ্বয় আমার যানবাহন। ভূমিজাত দ্রব্য আমার খাদ্য ও ফল। রাতের বেলাতেও আমার কাছে কিছু (সম্পদ) থাকে না এবং দিনের বেলাতেও থাকে না। পৃথিবীতে আমার থেকে ধনী (অমুখাপেক্ষী) আর কেউ নেই। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৯১)

প্রত্যেক মন্দের উৎস দুনিয়া

হযরত ঈসা (আ) বলতেন : দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যেক মন্দের উৎস। অর্থ সম্পদ দুনিয়ার একটি মারাত্মক কঠিন রোগ। তাঁর সাথীরা জিজ্ঞাসা করলেন, অর্থ সম্পদ কিভাবে রোগ হলো? তিনি বললেন, অর্থ সম্পদ থাকলে মানুষের মধ্যে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হয়, যা থেকে কেউ বাঁচতে পারে না। তারা বলল, যদি কেউ গর্ব অহংকার থেকে বেঁচে থাকে তাহলে তার অবস্থা কেমন? জবাবে তিনি বললেন, তার টাকা-পয়সাই তাকে আল্লাহর জিকির হতে গাফেল করে দিবে।

ভবিষ্যতের চিন্তা কর

আবু বকর সূফী বর্ণনা করেন, আমি আবু সুলাইমান দারানীকে নিজেকে সম্বোধন করে একথা বলতে শুনেছি, হে আবু সুলাইমান! তুমি যদি নিজের উন্নতি চাও তাহলে রাতের ঘুম হারাম করে দাও। অলসতা করো না। নেক আমল ভবিষ্যতের জন্য জমা করতে ও পাঠাতে থাক। নিজেকে নিয়ে বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়ো না। যার মৃত্যু আগমনের ভয় ও আশঙ্কা আছে তা আসার পূর্বেই প্রস্তুতি নাও। পরবর্তীদের রুজির ফিকির তুমি করতে যেয়ো না। কারণ তাদের রুজির দায়িত্ব তোমার নয়।

হযরত উমর (রা) বলতেন, সব কাজ ধীরে ধীরে ও শুভ গতিতে করা ভাল। তবে আখেরাতের কাজে দেরী করতে নেই, তা দ্রুত সম্পাদন করা উচিত।

হযরত হাসান (র) বর্ণনা করেন, পরকালে মুমিনের ভরসা ঐ আমল, যা সে অগ্রে প্রেরণ করে। যদি সে আমল ভাল হয় তাহলে সে ভাল ব্যবহার পায় আর খারাপ হলে খারাপ ব্যবহার পায়। আল্লাহ রহম করুন। দুনিয়ার এই সুযোগকে পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য কাজে লাগাও।

আব্দুল ওয়াহিদ বিন সফওয়ান বলেন, আমরা কিছু লোক হযরত হাসান বসরী (র)-এর সাথে এক জানাযায় যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপর, যে এমন দিনের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে রাখে। যার জানাযা আমরা পড়তে যাচ্ছি সে যে আমল করতে পারে না তোমরা তা করতে পার। তাই এই দিন আসার পূর্বেই সুস্থতা ও অবসর সময়কে নেক আমল করার অপূর্ব সুযোগ মনে কর।

জাফর বিন সুলাইমান বলেন, আমি আবু মুহাম্মাদ হাবীব আল-ফারসীকে বলতে শুনেছি, বেহুদা বসে থেকো না; কবরের প্রস্তুতি নাও। কারণ মৃত্যু তোমাকে খুঁজে ফিরছে। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৮ ১৫৩, সিফাতুস সাফওয়া ৩ ৩১৭)

বিশর বিন আব্দুল্লাহ নাহশালী বলেন, আমরা আবু বকর নাহশালীর বাড়ীতে গেলাম। তখন তিনি মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তারপরেও মাথা দ্বারা এভাবে ইশারা করছিলেন যে, মনে হচ্ছিল নামায পড়ছেন। কেউ তাকে বলল, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, এ অবস্থাতেও নামায পড়ছেন? তিনি

বলছেন, আমি চাই আমলনামা বন্ধ হওয়ার পূর্বেই একটু প্রস্তুত নিয়ে নিই। (তাম্বীহুল মাগতারীন খুরাসানী-৭ ৩৩৩)

দুনিয়া-আখেরাত দুই সতীন

হযরত আলী (রা) দুনিয়া আখেরাতের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন :

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ضَرَّتَانِ - فَبِقَدْرِ مَا تُرْضِي إِحْدَاهُمَا تُسْخِطُ الْأُخْرَى

দুনিয়া ও আখেরাত হলো দুই সতীন। একজন যতটুকু খুশি হবে অপরজন তাতে ততটুকু নাখোশ হবে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৬)

সাইয়ার ইবনে হিকাম বলেন :

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ يَجْتَمِعَانِ فِي الْقَلْبِ فَأَيُّهُمَا غَلَبَ كَانَ الْآخَرُ تَبَعًا لَهُ -

দুনিয়া এবং আখেরাত কোনো মানুষের অন্তরে জমা হলে যেটা প্রাধান্য বিস্তার করে অন্যটা তার অধীন ও অনুগামী হয়ে যায়। (ইহয়াউ উলূমুদ্দীন ৩:২৮৬)

আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি আবু সুলাইমানকে বলতে শুনেছি, আখেরাত কোনো মানুষের অন্তরে এলে দুনিয়া ঝগড়া শুরু করে দেয়, কিন্তু যখন দুনিয়া এসে অন্তরে ঘাটি স্থাপন করে তখন আখেরাত তাকে কিছু বলে না। কারণ আখেরাত হলো ভদ্র আর দুনিয়া হলো অভদ্র ও ঝগড়াটে।

দুনিয়ার প্রকৃত রূপ

হযরত মুগীরা বিন ইসহাক (র) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলতেন, কেয়ামতের দিন দুনিয়াকে নীল চক্ষু বিশিষ্ট বৃদ্ধা মহিলার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। বৃদ্ধা অত্যন্ত কুৎসিত ও কদাকার হবে এবং তার দাঁত উপরের দিকে উঠানো থাকবে। সমস্ত মাখলুকের সামনে তার আত্মপ্রকাশ

ঘটিলে মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা একে চিনো? তারা বলবে, আল্লাহর পানাহ, আমরা তাকে চিনতে চাইনা। তাদেরকে বলা হবে, এটি হলো সেই দুনিয়া, যার কারণে তোমরা একে অপরকে হত্যা করতে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে। একে অপরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে, ধোঁকা প্রতারণা করতে। এরপর বৃদ্ধারূপী দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সে চেঁচিয়ে বলতে থাকবে, হে আল্লাহ! দুনিয়াতে যারা আমার অনুগামী ও প্রেমিক ছিল তারা কোথায়? তাদেরকেও আমার সাথে সাথী করে জাহান্নামে পাঠান। আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তাই হবে, দুনিয়াতে যারা তার ভক্ত-অনুসারী ছিল এবং দুনিয়াকে প্রেমাস্পদ মনে করে তার প্রতি অন্তরে ভালবাসা পোষণ করত, তাদেরকে তার সাথেই জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হোক। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২২৯, ইতহাফ-৮:১০৮)

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, এক ব্যক্তির রূহ উপরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধা অলংকার ও দামী বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। কোনো লোক মহিলার পার্শ্ব অতিক্রম করলেই সে তাকে দারুণভাবে আহত করত। যখন বৃদ্ধা পিঠ ফিরিয়ে চলে যেত তখন তাকে ভীষণ রূপবতী মনে হত। আর যখন সামনে আত্মপ্রকাশ করত, তখন তাকে অত্যন্ত কুৎসিত ও কদাকার দেখাত। তার চোখ দু'টি ছিল যেমন বড় বড় তেমনি নীল। লোকটি বলে, আমি আল্লাহর কাছে তোমার হাত থেকে পানাহ চাই। সে বলল, তুমি যতদিন টাকা-পয়সা ও অর্থ সম্পদকে মন্দ না জানবে, ততদিন আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? সে বলল, তুমি আমাকে চেন না? না চিনি না। সে বলল, আমিই তো দুনিয়া। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২২৯, ইতহাফ ৮:১০৯)

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, কেয়ামতের দিন দুনিয়াকে এই অবস্থায় সামনে আনা হবে যে, অলংকারে সুসজ্জিত হওয়ার কারণে দাঁত বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে চলবে। সে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে ঐ [illegible] বানান যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ। আল্লাহ বলবেন, আমার বান্দাদের [illegible] হিসেবে আমি তোমাকে পছন্দ করিনা। আমার দৃষ্টিতে [illegible] দাম ও মর্যাদা নেই। তুমি এবং নাস্তানাবুদ হয়ে যাও। ফলে সে বস্তুতই নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। (রবিউল আবরার ৪০)

দুনিয়ায় যেভাবে আসা সেভাবেই ফিরতে হবে

হযরত ঈসা (আ) বলেন, নিজের জীবনকে ধ্বংস করে দুনিয়ার পেছনে ছুটো না দুনিয়া অর্জন করতে দ্বীন বিসর্জন দিয়ো না তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে এসেছিলে যে, তোমার সাথে দুনিয়ার কোনো কিছুই ছিল না ঠিক তেমনভাবেই একদিন খালি হাতে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে আজ তুমি যে দুনিয়া নিয়ে মত্ত আছ কাল তোমাকে তার হিসেব দিতে হবে (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত ঈসা (আ)কে একবার কেউ একটি বাড়ী বানাতে বললে তিনি তার একটি চমৎকার ও শিক্ষণীয় জবাব দেন। তিনি বলেন :

قبلنا يكفينا خلقان من كان-

যারা অতীতে দুনিয়ায় ছিল তাদের মরে মাটির সাথে মিশে যাওয়াটাই আমাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট (কনযুল আমাল, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮১)

হযরত সাবেত বুনানী (রা) বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ)কে একবার বলা হলো, আপনি একটি গাধা ক্রয় করুন, যাতে প্রয়োজন দেখা দিলে তাতে চড়তে পারেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা আমার সাথে এমন করবেন না যে, তিনি আমাকে অন্য জিনিসে ফাঁসিয়ে তাঁর থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিবেন। (মুসনাদে আহমদ, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা)

হযরত আবুদ দারদা রুহাবী বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

احذروا الدنيا فانها اسحر من هاروت وماروت-

তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাক। দুনিয়া হারুত মারুত থেকেও বড় যাদুকর (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৩ ২৮১)

দুনিয়া ক্ষণিকের মুসাফিরখানা

হযরত ইকরিমা (রা) বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন :

হযরত উমর (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসেন। তখন নবীজী একটি চাটাইয়ের উপর শুয়েছিলেন। চাটাইয়ের দাগ নবীজীর শরীরে পড়েছিল। তা দেখে হযরত উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি একটু নরম বিছানায় আরাম করলে তো ভাল হয়। জবাবে তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমি কেন নিবিড় সম্পর্ক করব? আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আমার এবং দুনিয়ার উদাহরণ ঐ মুসাফিরদের মত, যে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সফরে বের হয় এবং কিছুক্ষণ একটি গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে অতঃপর তা ছেড়ে চলে যায় (মুসনাদে আহমাদ ১ ৩০১, আল ইহয়াউ-৩:২৯৫)

হযরত তাউস (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا يُرِيحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ وَالرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا يُطِيلُ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ-

দুনিয়া বিমুখতা তনুমনে শান্তি আনয়ন করে আর দুনিয়া প্রীতি চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ বৃদ্ধি করে। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৬০৬১)

তাদের জন্য দুনিয়া, আমাদের জন্য আখেরাত

হাসান বিন আবুল হাসান বলেন, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে চড়ে কোথাও যেতে ছিলেন। একটি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের পাশ দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন। খেজুর গাছে ঘষা লেগে তাঁর একটি আঙ্গুল ছিলে যায়। তিনি গৃহে ফিরে আসেন। তাঁর জন্য খেজুর পাতা দ্বারা নির্মিত একটি খাট বিছানো হয়। খাটের উপরে ছিল শুধু চাদরের একটি টুকরা এবং খেজুরের ছাল ভর্তি একটি বালিশ ছিল, যা তিনি মাথার নীচে দিয়ে রেখেছিলেন।

হযরত উমর (রা) নবীজীর আহত হবার খবর শুনে দ্রুত ছুটে আসেন। গৃহের এক কোণে কাচা চামড়া পড়েছিল, যা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। হযরত উমর (রা) এসে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! এই দুর্গন্ধে আপনার কষ্ট হচ্ছে না? নবীজী বললেন, তুমি চামড়াটি সরিয়ে রাখ। হযরত উমর (রা) বললেন, আমি বলতে পারি, আল্লাহর কাছে আপনি কিসরা-কায়সার হতে

[illegible] তাদের দুনিয়ায় আর আমাদের জন্য আখেরাত [illegible] হযরত উমর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! অবশ্যই [illegible] ইনশাআল্লাহ ব্যাপার এমনিই হবে। (কিতাবুয যুহদ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, হযরত উমর (রা) বলেন আমি একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে গেলাম। সালাম পেশ করলাম। তিনি খেজুর পাতার বিছানায় শুয়ে ছিলেন। পাটির দাগ তাঁর গায়ে পড়েছিল। আমি গৃহের চতুর্দিকে তাকালাম। সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু আমার নজরে পড়ে নাই। এক কোণায় তিনটি কাঁচা চামড়া পড়েছিল। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! দোয়া করুন যেন আপনার অবস্থা সচ্ছল হয়ে যায়। কেননা পারস্য ও রোমবাসীরা আল্লাহকে না মানা সত্ত্বেও প্রচুর সচ্ছল ও ভাল অবস্থায় রয়েছে। নবীজী এতক্ষণ শোয়া অবস্থায় ছিলেন। এবার তিনি শোয়া হতে উঠে বসেন এবং বলেন যে, উমর! তুমি তাদের সম্পর্কে এখনও কি সন্দেহের মধ্যে রয়েছো? তাদের কাম্য বস্তু দুনিয়াতেই দেয়া হয়েছে। আর আমাদেরকে আখেরাতে দেয়া হবে। আমি একথা শুনে লজ্জিত হয়ে বললাম, হুজুর! আমার জন্য ইস্তেগফার করুন। (মুসলিম)

হযরত হাসান (র) বলেন,

আমি এমন লোকদেরও দেখেছি যাদের দৃষ্টিতে দুনিয়া ঐ মাটি থেকেও তুচ্ছ ও হীন, যার উপর মানুষ চলাফেরা করে। দুনিয়া পূর্ব দিকে গেল, না পশ্চিম দিকে, ডানে গেল, না বামে— এই চিন্তা ও ভাবনা তাদের একদম ছিল না। ([illegible] আবরার ১ ৭৩)

সমস্ত দুনিয়া পেলেও প্রয়োজনের বেশি খরচ করা যাবে না

[illegible] বলেন, আমার উপস্থিতিতে এক ব্যক্তি হযরত হাসান (র)-কে জিজ্ঞাসা করল, (হে আবু সাঈদ) মনে করুন আল্লাহ এক ব্যক্তিকে প্রচুর ধন-দৌলত দান করেছেন। সে এ সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করে, গরীবদের দান করে, গরীব আত্মীয়-স্বজনদের প্রদান করে। এমন ব্যক্তির জন্য বিলাসী ও সৌখিন জীবন-যাপন করার অনুমতি আছে কি না? হযরত হাসান (র) বলেন,

কখনো নয়। তিনি আরও বলেন, সমস্ত দুনিয়াও যদি সে লাভ করে, তার পরেও প্রয়োজন পরিমাণ সে ব্যয় করতে পারে, [illegible] সমস্ত ধন দৌলত বিলিয়ে দিয়ে অস্বচ্ছল জীবন যাপন করা [illegible] ৩ ২৮৭)।

আবু হাযিম বলেন, আমি হযরত হাসান (রা)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, মুমিন দুনিয়ায় ঐ মুসাফিরের মত, যে সম্মান পেতে লালায়িত থাকে না এবং কোনো অপদস্থতাও তাকে লজ্জিত করে না। আর অর্থ সম্পদ থাকলে তা শুধু আল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত খাতে ব্যয় করা উচিত (রবীউল আবরার ১:৮৫)।

মানুষের মৌলিক প্রয়োজন

হযরত উসমান (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

كُلُّ شَيْءٍ سِوَى ظِلِّ بَيْتٍ وَجِلْفِ الْخُبْزِ وَثَوْبٍ يُوَارِي
عَوْرَتَهُ وَالْمَاءِ فَمَا فَضَلَ عَنْ هٰذَا فَلَيْسَ لِابْنِ آدَمَ فِيهِنَّ حَقٌّ

মানুষের মৌলিক প্রয়োজন চারটি। (১) সতর ঢাকা পরিমাণ মোটা কাপড় (২) আশ্রয় নেয়ার মত একটি ঘর (৩) একটি শুষ্ক রুটি এবং (৪) পানি (মুসনাদে আহমাদ-১:৬২, তিরমিযী: হাদীস নং-২৪৪২)

হযরত ঈসা (আ)-এর শাহী যিন্দেগী

হযরত উবাইদ বিন উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। হযরত ঈসা (আ) এর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনটা ছিল মূলত শাহী যিন্দেগী। তিনি গাছের পাতা খেতেন। ভেড়া-বকরীর চামড়া ছিল তাঁর পোশাক। আহার হিসেবে যা পেতেন খাইতেন। কিন্তু না পেলে কারো কাছে হাত পাততেন না। তার কোনো সন্তান ছিল না যে, তার ইন্তেকালে দুঃখিত হবেন। তার কোনো বাড়ী ঘর ছিল না যার চিন্তা ও ফিকির পেরেশান করবে। যেখানে রাত হতো সেখানেই ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দিতেন।

আবু ওয়াকিদ লাইছী বলেছেন, আমি জীবনে অনেক আমল করেছি। কিন্তু আখেরাত কামনায় দুনিয়া ত্যাগ অপেক্ষা বড় কোনো আমল পাইনি। (কিতাবুয যুহদ লিল ওয়াকি-১:২১৯)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উতবা তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদেরকে সমস্ত কল্যাণ ও লাভের সন্ধান কি এক কথায় বলে দিব? উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলেন, জি হা অবশ্যই বলে দিন। তিনি বলেন, তা হলো, দুনিয়া বিমুখতা।

ইমাম যুহরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি ধৈর্যের উপর হারামকে বিজয়ী হতে দেয় না এবং হালাল তাকে কৃতজ্ঞতা আদায় হতে বাধা দেয় না- এটাই হল দুনিয়া ত্যাগ। অর্থাৎ হারাম ত্যাগ করে এবং হালাল পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়

হযরত আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে বিমুখ হবে, বিপদাপদ তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সর্বদা মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকবে, সে পুণ্যের কাজ দ্রুত করবে।

হযরত সালমান ফার্সী (রা)-এর ক্রন্দন

হযরত হাসান বসরী (র) বর্ণনা করেন, হযরত সালমান ফার্সী (রা)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি কাঁদতে থাকেন। তাঁকে বলা হলো, সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন, দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি বলে আমি কাঁদছি না বরং আমার কাঁদার কারণ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে একটি অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তা পালন করতে না পারায় কাঁদছি। তিনি এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, দুনিয়াতে আমাদের ব্যক্তি মুসাফিরের পাথেয় সমপরিমাণ থাকবে। (অথচ আমার কাছে তার বেশি আছে) হযরত সালমান ফার্সী (রা)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির হিসাব করা হলে তা ছিল সর্বসাকুল্যে ৩০ দেরহাম মূল্যের কাছাকাছি।

হযরত আয়েশা (রা)কে নবীজীর নসিহত

হযরত উরওয়া বিন জুবাইর (র) বর্ণনা করেন

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ ! اِنْ اَرَدْتِ اللُّحُوْقَ بِيْ

ويكفيك من الدنيا كزاد الراكب ولا تستخلقي ثوبا حتى
ترقعيه وإياك ومجالسة الأغنياء.

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, যদি তুমি (মৃত্যুর পর) আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তাহলে দুনিয়ায় মুসাফিরদের পাথেয় পরিমাণকে যথেষ্ট মনে করবে। তালিযুক্ত না হওয়ার পূর্বে কোনো বস্ত্র পরিত্যাগ করবে না। ধনীদের সংস্পর্শ ও বৈঠক থেকে দূরে থাকবে। (মুস্তাদরাকে হাকেম ৪ ৩১২)

হযরত আবু যর (রা)-এর দুনিয়া ত্যাগের অপূর্ব নমুনা

হযরত আবু যর (রা) সিরিয়ায় থাকা কালে সিরিয়ার গভর্নর তাঁর কাছে তিনশ স্বর্ণ মুদ্রা পাঠান এবং এ কথা বলে দেন যে, যেখানে ইচ্ছা আপনি ইহা ব্যয় করতে পারেন। হযরত আবু যর (রা) দূতকে এ কথা বলে ফেরত পাঠান যে, এই স্বর্ণ-মুদ্রা সিরিয়ার গভর্নরকে ফিরিয়ে দিবে এবং তাকে এ কথা জানাবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সর্বাপেক্ষা অমুখাপেক্ষী বানিয়েছেন। আমাদের এতটুকু হলেই চলে যে, আমরা কোনো এক গাছের ছায়ায় স্থান পাব, যার নীচে শয়ন করব। একদল বকরী থাকবে যা সন্ধ্যাবেলায় আমাদের নিকট আসবে আর আমরা দুধ দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করব। একটি বাঁদী থাকবে, যে আমাদের কাজ করে দেবে। এর চেয়ে বেশি সম্পদ হওয়াকে আমি আশঙ্কা মনে করি। (হিলয়াতুল আওলিয়া ১ ১৬১)

সালামা বিন নুবাতা বলেন, আমরা হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে সফরে বের হলাম। রবাযা নামক স্থানে এলে সেখানে অবস্থানরত হযরত আবু যর (রা) আমাদের সাথে এসে দেখা করেন। আমাদের সাথীদের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, আপনার মালিকানাধীন অর্থ সম্পদের পরিমাণ কত? তিনি জবাবে বলেন, কয়েকটি বকরী এবং উট, যেগুলো দেখাশুনা করে আমার পুত্র। এছাড়া আমার একটি গোলামও আছে। তবে সেও এক বছর পর আজাদ হবে।

সবচেয়ে বড় দুনিয়াত্যাগীর পরিচয়

হযরত যিহাক বিন মাযাহেম বর্ণনা করেন,

أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله من أزهد الناس؟ قال من لم ينس القبر والبلى وترك فضل زينة الدنيا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا في أيامه وعد نفسه من الموتى -

এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিবেদন করে, হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে বড় দুনিয়াত্যাগী কে? তিনি জবাবে বলেন, যে কবরের কথা এবং পচে-গলে যাবার কথা ভুলে না, দুনিয়ার বিলাসিতা ও সৌখিনতা পরিহার করে চলে। অস্থায়ী বিষয়ের উপর স্থায়ী বিষয়কে প্রাধান্য দেয়। আগামী দিনকে নিজের দিন হিসেবে গণনা করে না। নিজেকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব-৪ ১১৮)

হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে, একবার সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম কে? জবাবে নবীজী বলেন, যে দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে আখেরাতমুখী হয় সেই সবচেয়ে উত্তম। হযরত আবু যর (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه فأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام

যে ব্যক্তি দুনিয়া বিমুখ হবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে প্রজ্ঞা দ্বারা ভরপুর করে দিবেন। মুখে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা চালু করাবেন, দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি, অসুস্থতা এবং তার চিকিৎসা তার সামনে খুলে দিবেন এবং তাকে নীরোগ ও

[illegible] (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-৪:৩০৭)

সর্বোত্তম দুনিয়াত্যাগ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (র) বলেন, সর্বোত্তম দুনিয়াত্যাগ হলো, দুনিয়াত্যাগের কথা গোপন করা। (কিতাবুয যুহদ)

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ (র) বলেন, দ্বীনের সবচেয়ে নিকটবর্তী গুণ হলো দুনিয়া বিমুখতা। আর সবচেয়ে দূরবর্তী গুণ হলো, প্রবৃত্তিচর্চা। দুনিয়া প্রীতিও প্রবৃত্তি চর্চার অন্তর্গত। অর্থ সম্পদ ও যশের মোহ দুনিয়া প্রীতির নমুনা। অর্থ ও যশের মোহ মানুষের মাঝে থাকলে মানুষ হারামকে হালাল মনে করে এবং হালালকে হারাম মনে করে। এতে আল্লাহ তায়ালা রুষ্ট হন। আর আল্লাহর রুষ্ট হওয়া এমন এক রোগ, আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া যার প্রতিবিধান নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টি একবার অর্জিত হলে তখন তাকে কোনো রোগই ক্ষতি করতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায় তার কর্তব্য হলো, নিজের নফসকে অসন্তুষ্ট করা। যে নিজের নফসকে অসন্তুষ্ট করতে পারে না, সে আল্লাহকেও সন্তুষ্ট করতে পারে না। যদি এমন করা হয় যে, দ্বীনি কাজ কষ্টকর হলেই তা বর্জন করা হয়, তাহলে এক সময় সে অনিবার্যভাবে দ্বীন থেকে সম্পূর্ণরূপে ছিটকে পড়বে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-১৩:৪৯২, মুসনাদে আহমাদ)

কেয়ামতের দিন রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটতম হওয়ার আমল

হযরত আবু যর (রা) বলেন

কেয়ামতের দিন আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছাকাছি থাকবো। আমি নবীজীকে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্য হতে আমার সবচেয়ে নিকটতম হবে সে, আমি যেভাবে দুনিয়া ছেড়ে যাচ্ছি সে সেভাবে দুনিয়া হতে দূরে থাকে। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমি ছাড়া তোমরা সকলেই দুনিয়ার কোনো না কোনো কিছুতে লিপ্ত। (মুসনাদে আহমাদ ৫:১৬৮)

থাকে। যা আমাদের হৃদয় নাড়ায়, আল্লাহ পাক তাকে ৫০ সিদ্দিকের সওয়াব দান করবেন। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩:২৮১)

হযরত ঈসা (আ)-এর হৃদয়স্পর্শী ঘটনা

বর্ণিত আছে, একবার হযরত ঈসা (আ) কোনো এক শহরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে প্রবল বৃষ্টি শুরু হল। আকাশে মেঘের গর্জন এবং বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। তিনি বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচতে কোনো আশ্রয় খুঁজছিলেন। হঠাৎ দূর থেকে একটি তাবু তাঁর নজরে পড়ে, তিনি সেখানে গেলে তার মধ্যে একজন নারীকে দেখে ফিরে আসেন। পরে পাহাড়ের গায়ে একটি গুহা দেখে সেখানে আশ্রয় নিতে এগিয়ে যান। গিয়ে দেখেন তাতে একটি বাঘ আশ্রয় নিয়েছে। তিনি অগত্যা গুহামুখে হাত রেখে দাঁড়িয়ে যান এবং আল্লাহর উদ্দেশে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি প্রত্যেক মাখলুকের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছ কিন্তু আমার কোনো আশ্রয়স্থল নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী মারফত তাঁর কাছে জবাব আসে, তোমার আশ্রয়স্থল আমার রহমত। কেয়ামতের দিন আমি তোমাকে এমন শত হুরের সাথে বিবাহ দিব, যাদেরকে আমি নিজ হাতে বানিয়েছি। চার হাজার বছর পর্যন্ত তোমার ওলীমার দাওয়াত খাওয়াব। যার একদিন হবে সমগ্র দুনিয়ার দিনের বরাবর। আমি এক ঘোষককে নির্দেশ দিব, সে যেন এই ঘোষণা করে, দুনিয়াত্যাগীরা কোথায়? তারা যেন হযরত ঈসা (আ)-এর ওলীমায় শরীক হয়। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮১, তারীখে দেমাস্ক-২০:১১৭)

হযরত ঈসা (আ) বলেন, আমি দুনিয়ায় আসার পূর্বেও দুনিয়া ছিল এবং আমি দুনিয়া থেকে চলে যাবার পরেও দুনিয়া থাকবে। আমি তো কয়েক দিনের জন্য এখানে এসেছি। যদি এ কয়দিন আখেরাতের প্রস্তুতি নিতে না পারি, তবে আর কখন এই সৌভাগ্য অর্জন করব? (তারীখে দেমাস্ক লি ইবনে মানজুর-২০:১২৮)

হযরত ঈসা (আ) একবার এক বৃদ্ধার তাবুর ছায়ায় গিয়ে বসে পড়েন। এতে বৃদ্ধা বলে, হে আল্লাহর বান্দা! এখান থেকে উঠে যাও। হযরত ঈসা (আ) সেখান থেকে উঠে প্রখর রোদে গিয়ে বসেন। তিনি বলেন, হে বৃদ্ধা! আমাকে তাঁবুর ছায়া থেকে তুমি উঠাওনি, বরং আমাকে ঐ সত্তা উঠিয়েছেন, যিনি আমাকে দুনিয়া হতে বাঁচাতে চান। (তারীখে দেমাস্ক : ২০.১১৬)

হযরত উমর (রা) এবং সেনাপতি আবু উবাইদার ঘটনা

হযরত উমর (রা) সিরিয়ায় যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মাঝখানে একটি ঝর্না পড়ে। তিনি উটের পিঠ থেকে নিচে নেমে আসেন। নিজ হাতে পা থেকে মোজা খোলেন এবং এক হাতে উটের লাগাম ধরে পানিতে নেমে তা পার হওয়ার চেষ্টা করেন। মানুষেরা দূর থেকে হযরত উমর (রা)-এর দিকে তাকিয়েছিল। তার আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিল। খলীফাকে এভাবে আসতে দেখে সেনাপতি হযরত আবু উবাইদা (রা) এগিয়ে আসেন এবং বলেন, আপনি সিরিয়ার লোকজনের চোখ জয় করে নিয়েছেন। খলীফা হয়ে মোজা খুলে এক হাতে উটের লাগাম ধরে ঝর্না পার হওয়ার দৃশ্যটি তাদের অবাক করে দিয়েছে। হযরত উমর (রা) আবু উবাইদার বুকে হাত মেরে বলেন, আফসোস! তুমি ছাড়া আর কেউ এ কথা বললে ভাল হত, তোমার মুখে এ কথা মানায় না। এরপর তিনি বলেন, তোমরা এক সময় হীন ও নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক ছিলে। আল্লাহ তা'য়ালা দ্বীন-ইসলামের বদৌলতে তোমাদের সম্মানিত করেছেন। যদি তোমরা দ্বীন ছাড়া অন্য কিছুতে ইজ্জত অনুসন্ধান কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের আবার হীন ও তুচ্ছ করে দিবেন। (হিলয়াতুল আওলিয়া ১ ২৭, তারীখে দেমাস্ক ১৮ ২৬২)

হযরত উমর (রা) সিরিয়ায় শুভাগমন করলে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা তাঁর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। হযরত উমর (রা) বলেন, আমার ভাই কোথায়? লোকেরা জানতে চাইল আপনার ভাই কে? তিনি বললেন, আবু উবাইদা। তারা বলে, তিনি এখনই এসে পৌঁছবেন। একথা বলতে বলতেই হযরত আবু উবাইদা (রা) এক উটনীতে চেপে এসে উপস্থিত হন। উটের লাগাম ছিল একটি রশি। সালামের পরে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। এরপর উমর (রা) উপস্থিত লোকদের বলেন, আপনারা একটু বাইরে যান। এরপর তিনি হযরত উবাইদা (রা) এর সাথে একান্তে মিলিত হন এবং আস্তে আস্তে কথোপকথন করতে থাকেন। এরপর হযরত উমর (রা) হযরত উবাইদা (রা) এর তাঁবুতে যান। সেখানে তলোয়ার, ঢাল এবং উটের পিঠে বসার একটি আসন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হযরত উমর (রা) এ দৃশ্য দেখে বলেন, কিছু আসবাবের ব্যবস্থা করে নিতে। হযরত আবু উবাইদা (রা) জবাবে বলেন

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! إِنَّ هٰذَا يُبَلِّغُنَا الْمَقِيلَ

আমিরুল মুমিনীন' আমাদের আসবাবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট (হিলয়াতুল আওলিয়া-১: ১০১, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩ ২৮৭)

স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রিয়পাত্র হওয়ার উপায়

ইবরাহীম বিন আদহাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিবেদন করল, হে আল্লাহর রসূল' আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যার ফলে আল্লাহও আমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালবাসবে। জবাবে নবীজী বলেন, তুমি দুনিয়া হতে বিমুখ হয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর যে সমস্ত অর্থ-সম্পদের মালিক তুমি আছ সেগুলো মানুষদের দিয়ে দাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালবাসবে (আত তারগীব ওয়াত তারহীব ৫:১০৮০)

এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَيْسَ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا فِي اِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا اَنْ لَّا تَكُوْنَ بِمَا فِي يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللّٰهِ وَاَنْ تَكُوْنَ الْمُصِيْبَةُ اِذَا اَصَابَتْ بِهَا اَرْغَبَ مِنْكَ فِيْهِ لَوْ اَنَّهَا اُبْقِيَتْ لَكَ -

হালালকে হারাম মনে করা এবং সম্পদ বিনষ্ট করে দেয়ার নাম দুনিয়া ত্যাগ নয়। বরং দুনিয়া ত্যাগ এর নাম যে, তুমি তোমার কব্জায় যা কিছু আছে তার তুলনায় আল্লাহর হাতে যা আছে তার প্রতি অধিক ভরসা করবে। এবং মুসিবতে না পড়ার থেকে মুসিবতের পড়াকে অধিক কামনা করবে (ইবনে মাজা ৩০১)

হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আযীয (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, দুনিয়া আখেরাতের মালে গনীমত। (তারীখে ইবনে আসাকীর ৯ ৩৩২)

মুহাম্মাদ বিন উসাইদ (র) বলেন, আবু হামযা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, হে আবু হামযা' দুনিয়ার সাথে আপনার মহব্বত কেমন? জবাবে তিনি বললেন, দুনিয়া আমাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

ইসহাক বিন মানসুর সালুলী বলেন, আমি ও আমার এক বন্ধু হযরত দাউদ তাঈ এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি মাটিতে শুয়ে ছিলেন। আমি আমার সাথীকে বললাম, লোকটি দুনিয়াত্যাগী। আমার কথা শুনে হযরত দাউদ তাঈ বললেন, প্রকৃতার্থে দুনিয়া ত্যাগী সে, দুনিয়া পদতলে এলেও যে তাকে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ৭:৩৪৪)

হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ সম্পর্কে আমি জেনেছি যে, তিনি বলেছেন, সত্যিকার অর্থে দুনিয়াত্যাগী সে, সর্বাবস্থায় যে আল্লাহ তায়ালার উপর সন্তুষ্ট ও রাজি থাকে।

প্রকৃত ফকীহ কে?

হযরত কালবী (র) বলেন, আমি মক্কায় হযরত হাসানকে দেখে তার কাছে কোনো একটি কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি কোনো জবাব না দিলে আমি বললাম, সম্মানিত ফোকাহায়ে কেরাম! আপনাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করলে আপনারা জবাব দেন না কেন? জবাবে হযরত হাসান বললেন, তুমি আজ এ কেমন কথা বললে? তুমি আজ পর্যন্ত নিজের চোখে কোনো ফকীহ দেখেছ? তুমি বলতে পার, প্রকৃত ফকীহ কে? ফকীহ তাকে বলে, দুনিয়ার প্রতি যার কোনো আকর্ষণ নেই, সকল আকর্ষণ আখেরাতের প্রতি, সব সময় ইবাদতে লিপ্ত থাকে এবং দ্বীন সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি রাখে। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ২:১৪৭, তাহযীবুল কামাল ৬ : ১১৮)

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র) বকর আবেদকে বললেন, হে বকর! দুনিয়া ত্যাগ কর। এরপর যেভাবে ইচ্ছা চলো। তিনি আরও বলেন, হে বকর! দুনিয়াকে তোমার শরীরের জন্য এবং আখেরাতকে নিজের অন্তরের জন্য ব্যবহার কর। আবু নসর বলেন, এ কথার অর্থ হলো, শরীরের জন্য যতটুকু না হলে নয় ততটুকু দুনিয়া ব্যবহার কর আর অন্তরকে সব সময় আখেরাতের খেয়ালে মগ্ন রাখ। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৭.২০)

দুনিয়াত্যাগী কে?

আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা (র)কে জিজ্ঞাসা করলাম, দুনিয়াত্যাগী কে? তিনি জবাবে বললেন, দুনিয়াত্যাগী সে ব্যক্তি নেয়ামত পেয়ে যে শুকরিয়া আদায় করে এবং সমস্যায় পড়লে ধৈর্যধারণ করে। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ৭:২৭৩)

হযরত জাফর বিন সুলাইমান থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত আবু জর গিফারী (রা) এর ঘরে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তেমন কিছু না দেখে জিজ্ঞাসা করল, আপনার গৃহের আসবাবপত্র কোথায়? জবাবে তিনি বললেন, আমাদের একটি ভাল ঘর (জান্নাতে) আছে। দামী, মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট আসবাবপত্র সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। হযরত জাফর বললেন, যতদিন এ গৃহে আছেন ততদিন এখানেও কিছু থাকা প্রয়োজন। জবাবে হযরত আবু জর (রা) বললেন, ঘরের মালিক এখানে তো আমাদের থাকতে দিবে না। (তারীখে দেমাশক ২৮:৩১০)

হযরত আবু জরের সর্বমোট জীবনোপকরণ

হযরত ইবরাহীম তাইমী (রা) বলেন, কতিপয় কুরাইশী যুবক হযরত আবু জর (রা)-এর কাছে গিয়ে বলেন, আপনি তো দুনিয়াকে অপদস্থ করে দিয়েছেন। তাদের এ কথায় তিনি রেগে গিয়ে বলেন, দুনিয়ার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক? প্রতি সপ্তাহে এক সা' (প্রায় সাড়ে তিন সের) আহার দ্রব্য এবং দু'দিন অন্তর এক ঢোক পানি হলেই আমার চলে। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ১:১৬২, তারীখে ইবনে আসাকির : ২৮:৩০৩)

হযরত আব্দুল আযীয কুরাইশী বলেন, আমি হযরত সুফিয়ান ছাওরীকে (র) বলতে শুনেছি, তুমি দুনিয়া ত্যাগ করে চলবে, তাহলে আল্লাহ দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি তোমার সামনে তুলে ধরবেন। পরহেযগারী অবলম্বন করবে, তাহলে আল্লাহ তোমার হিসাব কিতাব হাল্কা করে দিবেন। নিশ্চিত হালাল জিনিস পেলে সন্দেহপূর্ণ জিনিস ছেড়ে দিবে এবং সন্দেহ দেখা দিলে অবশ্যই তা ছেড়ে দিবে, তাহলে আল্লাহ এতে তোমার দ্বীন নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখবেন। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ৭.২০)

মালেক বিন দীনারের কাছে দুনিয়া

হাযম বিন আবী হাযম বলেন, আমি হযরত মালেক বিন দীনার (রা)কে বলতে শুনেছি, ওমান থেকে নিয়ে খোরাসান পর্যন্ত সমগ্র এলাকা যদি উটের লেদের বিনিময়েও আমি পেয়ে যাই, তবুও বিন্দু পরিমাণ খুশি আমার লাগবে না।

কখনও তিনি বলতেন, যাবাল থেকে নিয়ে সুদূর উবুল্লা পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ যদি উটের লেদ অথবা খেজুরের একটি আঁটির বিনিময়ে আমি পেয়ে যাই,

তবুও তাতে আমি খুশি হব না, যত পর্যন্ত তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নেন। যদি এ কথা আমি অন্তর থেকে না বলে শুধু উপরে উপরে তোমাদের শোনানোর জন্য বলে থাকি, তবে তা আমার জন্য অধিক দুর্ভাগ্যের কথা। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ২:৩৭৫)

মুহাম্মাদ বিন যিয়াদ বলেন, আমি আব্দুল ওয়াহিদকে অনেকবার এ কথা বলতে শুনেছি যে, যদি বসরার সমস্ত অর্থ-সম্পদ ও বাগ-বাগিচা সামান্য দু'পয়সায় আমি পেয়ে যাই, তাহলে এতে আমার খুশি এক রতি পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে না। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬:১৫৭)

আহমদ বিন আবুল হাওয়ারী থেকে বর্ণিত আছে, আমি আবু সুলাইমানকে একথা বলতে শুনেছি, কারো অন্তরে দুনিয়ার কোনো কামনা-বাসনা থাকলে তার জন্য এই দাবী করা জায়েয নেই যে, সে যাহেদ বা দুনিয়াত্যাগী। হ্যাঁ, অন্তরে এমন কিছু না থাকলে তার জন্য যুহদের দাবী করা জায়েয (হিলয়াতুল আওলিয়া, ৯:২৬০, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া-১০:২৫৮)

তিনি আরও বলেন, আবু সুলাইমানকে একথা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের এ আচরণে কি লজ্জাবোধ হয় না যে, জুব্বা পরবে তিন টাকার কিন্তু অন্তরে থাকবে পাঁচ টাকার কামনা-বাসনা।

আহমাদ বিন আবুল হাওয়ারী বলেন, আমি যাযাকে একথা বলতে শুনেছি যে, যাহেদদের যুহদের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের অন্তরে আখেরাতের জন্য খালী ও মুক্ত হয়ে যাওয়া।

দুনিয়া-আখেরাতের বাদশা হয়ে যাও

আবু মুহাম্মাদ খুযাইমা বলেন, এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে'কে অনুরোধ করে বললেন, আমাকে কোনো ওসিয়ত করুন। তিনি জবাবে বললেন, আমার তরফ হতে তোমার প্রতি ওসিয়ত হলো, তুমি দুনিয়া আখেরাতের বাদশা হয়ে যাও। লোকটি ভ্রু কুঁচকে জানতে চায়, এটা কিভাবে সম্ভব? জবাবে তিনি বলেন, দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে যাও, অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ মুছে ফেল। (হিলয়াতুল আওলিয়া ২:৩৫০, তারীখে ইবনে আসাকির ২৬:২৯০)

আবু মুহাম্মাদ খুযাইমা বলেন, জনৈক ব্যক্তি এক যাহেদের খেদমতে আসে। যাহেদ তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার কাছে কি উদ্দেশ্যে এসেছ? লোকটি বলল, আমি জানতে পারলাম, আপনি নাকি বড় যাহেদ (দুনিয়াত্যাগী)। তাই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলাম। যাহেদ তার কথা শুনে বললেন, আমি কি তোমাকে আমার চেয়েও বড় যাহেদের কথা বলে দিব? লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে তিনি? যাহেদ বললেন, সে আর কেউ নয়; বরং তুমিই সবচেয়ে বড় যাহেদ। লোকটি আরও বিস্ময়াবিভূত হয়ে উৎসুক কণ্ঠে জানতে চাইল, এটা কিভাবে? যাহেদ বললেন, কারণ তুমি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ এবং যুহদ অবলম্বন করেছ। আর আমি দুনিয়ার হাত হতে ফস্কে যাওয়ার কারণে তা হতে বিমুখ হয়েছি। অথচ এর আগেই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নিন্দা-মন্দ ব্যক্ত করেছেন। তাই তুমি আমার থেকে বড় যাহেদ বা দুনিয়াত্যাগী।

বকর বিন আব্দুল্লাহ কোনো ব্যক্তির সাথে দেখা হলেই তাকে এই বলে দোয়া দিতেন যে, আল্লাহ তোমাকে এবং আমাকে ঐ ব্যক্তির মত যুহদ দান করুন, যে নির্জনে গুনাহ ও হারাম কাজ করতে পারে কিন্তু শুধু এই চিন্তায় করে না যে, আল্লাহ তাকে দেখছে।

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, যদি তোমরা কসম খেয়ে বল যে, তোমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি সবচেয়ে বড় যাহেদ, তাহলে আমিও কসম দিয়ে বলতে পারি যে, সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লোক

অচিরেই এমন সময় আসবে

হযরত শুরাইহ বিন উবাইদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত কা'ব (রা) বলতেন :

لَتُحَبَّنَّ اِلَيْكُمُ الدُّنْيَا حَتّٰى تَعْبُدُوْهَا وَاَهْلَهَا-

তোমরা দুনিয়াকে ভালবাসতে বাসতে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, তোমরা দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের গোলামে পরিণত হবে। (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন ৩:১৮৬)

হযরত কা'ব (রা) আরও বলেন, তোমাদের সামনে এমন এক সময় অবশ্যই আসবে, যখন ওয়াজ-নসিহত অপছন্দ করা হবে। মুমিন তার ঈমান

এমনভাবে গোপন করবে, ফাসেক ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা বর্তমানে যেভাবে তাদের পাপ লুকায়। মু'মিনকে তার ঈমানের জন্য এমনভাবে লজ্জিত করা হবে, ফাসেক ফাজেরদের যেভাবে তাদের গুনাহের জন্য লজ্জা দেয়া হয়। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩:২২৫)

দুনিয়ার পূজা মানুষকে মূর্তি পূজায় উপনীত করে

হাওশাব বলেন, আমি হযরত হাসান বসরী (র)কে একথা বলতে শুনেছি :

আল্লাহর কসম বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর ইবাদত করা সত্ত্বেও দুনিয়ার মহব্বতে এমনভাবে হারিয়ে যায় যে, শেষ পর্যন্ত তা তাদেরকে মূর্তির পূজায় উপনীত করে। (ইয়াউ উলূমিদ্দীন-৩ :২৮৭)

জাফর বলেন, আমি হযরত মালেক ইবনে দীনারকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন পানাহার ভাল লাগেনা, ঘুম আরামদায়ক হয় না ঠিক তেমনিভাবে যখন অন্তর দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন ওয়াজ-নসিহত তার উপর কোনো প্রভাব ফেলে না।

জাফর বলেন, আমি মালেক ইবনে দীনারকে একথা বলতে শুনেছি যে, তোমার মধ্যে যতটুকু দুনিয়ার ফিকির থাকবে ঠিক ততটুকু আখেরাতের ফিকির তোমার অন্তর থেকে বেরিয়ে যাবে। অনুরূপ তোমার মধ্যে যতটুকু আখেরাতের ফিকির থাকবে ঠিক ততটুকু দুনিয়ার ফিকির তোমার অন্তর থেকে বেরিয়ে যাবে।

জাফর বলেন, আমি ফারকদ সাবখীকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, দুনিয়াকে ধাত্রীর মত আর আখেরাতকে মায়ের মত মনে করবে। তুমি কি দেখনা যে, বাচ্চা দুগ্ধপোষ্য হলে ধাত্রীমা তার কাছে দেয়া হয়। কিন্তু যখন বাচ্চা বড় হয়, তখন সে মাকে চিনতে থাকে। যখন মাকে চেনে তখন ধাত্রীর কোল ছেড়ে মায়ের কোলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঠিক এমনিভাবে আখেরাত মায়ের মত, যা শীঘ্রই তোমাদেরকে নিজের দিকে টেনে নিবে। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৩:৪৫, সফওয়াতুস সফওয়া ৩:২৭২)

মালেক ইবনে হালীম বলেন, আমার কাছে এই খবর পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে দুনিয়ার প্রতি এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তোমাকে পরিহার করে চলে তুমি তার সেবক হয়ে যাও। পক্ষান্তরে

আখেরাতের উপর যে তোমাকে প্রাধান্য দেয় তাকে তুমি তোমার গোলামে পরিণত কর।

ইয়াযিদ আ'বান তার সাথীদের প্রায় বলতেন, আখেরাতে চিরস্থায়ী আর দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী হওয়াটাই তোমাদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট। অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা যে ধরনের আমল করবে আখেরাতে তারই বদলা পাবে। ভাল আমল করলে ভাল ফল আর মন্দ আমল করলে মন্দ ফল পাবে।

দুনিয়ার নেয়ামতের অবস্থা

বশির বিন কা'ব বলতেন, এসো! তোমাদেরকে দুনিয়ার হাকীকত দেখাব। অতঃপর তিনি লোকদেরকে বাজারের ঐ স্থানে নিয়ে যেতেন, যেখানে শহরের ডাস্টবিন অবস্থিত। তিনি বলতেন, দেখো এখানে মুরগী ও ফলমূল কেমন অবস্থায় পড়ে আছে। (তারিখে ইবনে আসাকির- ১০:১৯১)

ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ (র) বলেন, একদল লোক এক রাস্তা দিয়ে চলছিল। হঠাৎ গায়েব হতে একটি কবিতার চরণ তারা শুনতে পান। যার অর্থ হলো :

মনে রেখ, দুনিয়া মুসাফিরের সরাইখানা বৈ কিছু নয়ঃ চলতে চলতে একটু বিশ্রাম নিতে যেখানে সে আশ্রয় নেয় এবং বিশ্রাম শেষে আবার তা ছেড়ে চলে যায়।

মনে রেখ, দুনিয়া যাকে উঁচুতে তুলে পরক্ষণে আবার তাকে অধোমুখী করে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে। (রবিউল আবরার ১ ৪৬)

দুনিয়া জ্ঞানীর জন্য গনীমত

ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ বলেন :

আমি এক কিতাবে পড়েছি : দুনিয়া জ্ঞানীর জন্য গনীমত আর মূর্খের জন্য গাফলত। অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়াতে নেক কাজ করাকে গনীমত মনে করে আর মূর্খ লোক এটা বুঝেই না। যার ফলে মূর্খ লোক যখন দুনিয়া ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমায় তখন সে দুনিয়ায় আবার ফেরার আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু তার এ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার নয়। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৩ ২৮৭)

সুলাইমান বিন আব্দুল মালেক খলীফা হওয়ার পর প্রদত্ত সর্বপ্রথম ভাষণে বলেন : সমস্ত প্রশংসা ঐ সত্তার যার ক্ষমতাধীন এ বিষয় যে, তিনি যা ইচ্ছা

করেন। যাকে ইচ্ছা উন্নীত করেন, যাকে ইচ্ছা নিম্নগামী করেন, যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা না দেন। নিঃসন্দেহে দুনিয়া প্রতারণার গৃহ। একদিন তার শেষ হবেই। বারবার সে রূপ পাল্টায়। সে কান্নারত ব্যক্তিকে হাসায় এবং হাস্যরত ব্যক্তিকে কাঁদায়। নিরাপদকে ভীত করে, ভীতকে নিরাপদ করে। ধনীকে গরীব আর গরীবকে ধনী করে। ধনীদেরকে নিয়ে খেলে বেড়ায়।

সম্মানিত উপস্থিতি! আল্লাহর কিতাবকে নেতা বানান। কুরআনের সিদ্ধান্ত মেনে নিন। তাকে পরিচালনাকারী হিসেবে গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন, নিঃসন্দেহে এই কুরআন শয়তানের চালাকি ও তার ধূর্ততা এমনভাবে স্পষ্ট করে তুলে ধরে, যেমন প্রভাত রবির বিচ্ছুরিত কিরণ অপসৃয়মান আঁধারের পর্দা বিদীর্ণ করে। (বায়হাকী-২১৫)

দুনিয়া বিমুখতা আমলকে ওজনদার করে

আব্দুল্লাহ বলেন, সাহাবায়ে কেরামের নামায, রোযা এবং জিহাদের তুলনায় তোমাদের নামায, রোযা ও জিহাদ বেশি। তারপরেও সাহাবায়ে কেরাম তোমাদের থেকে অনেকগুণ বেশি ভাল। মানুষ জানতে চাইল, এর রহস্য কি? তিনি বলেন, তারা তোমাদের তুলনায় অধিক দুনিয়াবিমুখ এবং অধিক আখেরাতমুখী ছিলেন। (হিলয়াতুল আওলিয়া-১:১৩৬)

দুনিয়া ত্যাগের সওয়াব

কুরাইশ গোত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বাহরাইনে বসবাসরত এক মহিলা প্রায় বলতেন, দুনিয়া ত্যাগীরা যদি ঐ সওয়াবের কথা জানত, যা আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন, তাহলে তারা মৃত্যুর জন্য ব্যাকুল হয়ে যেত, যাতে তাদের জন্য প্রস্তুতকৃত পুণ্য তারা দ্রুত লাভ করতে পারে। (সিফওয়াতুস ছফওয়া-৪৫:৭৫, আলামুন নিসা- ৫:৩)

হযরত লুকমান (আ) তাঁর পুত্রকে বলেন :

يَا بُنَيَّ إِنَّكَ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مِنْ يَوْمِ نَزَلْتَهَا وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ فَأَنْتَ إِلَى دَارٍ تَقَرَّبْتَ مِنْهَا أَقْرَبُ مِنْ دَارٍ تَبَاعَدْتَ عَنْهَا.

প্রিয় পুত্র আমার! তুমি জন্মের পর থেকে ক্রমে দুনিয়া হতে দূরে যাচ্ছ এবং আখেরাতের নিকটবর্তী হচ্ছ। সুতরাং যে ঘরের দিকে তুমি এগিয়ে

চলেছো তা তুলনামূলক এ ঘরের থেকে নিকটবর্তী যার থেকে তুমি দূরে হতে চলেছো। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩ ২৮৭)

দুনিয়া সাপের মত

হযরত আলী (রা) হযরত সালমান ফার্সী (রা) এর উদ্দেশে এক পত্রে লেখেন :

مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسُّهَا وَيَقْتُلُ سَمُّهَا فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ مِنْهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا وَضَعْ عَنْكَ هُمُوْمَهَا لِمَا أَيْقَنْتَ مِنْ فِرَاقِهَا وَكُنْ أَسَرَّ مَا تَكُوْنُ فِيْهَا أَحْذَرَ مَا تَكُوْنُ لَهَا فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّمَا اطْمَأَنَّ مِنْهَا إِلَى سُرُوْرٍ أَشْخَصَتْهُ عَنْهُ مَكْرُوْهٌ-

দুনিয়া সাপের মত। স্পর্শ করলে মোলায়েম মনে হয় কিন্তু অত্যন্ত বিষধর। দংশনে মৃত্যু ডেকে আনে। ফলে দুনিয়ার আকর্ষণ হতে দূরে থাকবে। যাতে তুমি তার সাথে বেশি সময় লিপ্ত না থাক। দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ যখন অনিবার্য তখন দুনিয়ার চিন্তা মাথা হতে মুছে ফেল দুনিয়াতে কোন বিষয়ে খুশি হলে সতর্ক হবে কারণ মানুষ যখন দুনিয়াবী কোনো ব্যাপারে চরম খুশি হয় ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিপদে সে পতিত হয়। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩ :২৯৬, হিলয়াতুল আওলিয়া, ২:১৩৫)

হযরত মালেক বিন দীনার (র) বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ রূমী (র) বলেছেন, তুমি যদি ইবাদতের মজা পেতে চাও এবং এটা আকাঙ্খা কর যে, ইবাদতে খুব উন্নতি হোক, তাহলে তোমার ও দুনিয়াবী চাহিদার মাঝে এক লোহ প্রাচীর নির্মাণ কর। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ২ ৩৬৫)

দুনিয়া-আখেরাত আগুন ও পানির মত

হযরত ঈসা (আ) প্রায় বলতেন :

لَا يَسْتَقِيْمُ حُبُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِيْ مُؤْمِنٍ كَمَا لَا يَسْتَقِيْمُ الْمَاءُ وَالنَّارُ فِيْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ-

যেভাবে এক পাত্রে আগুন ও পানি এক সাথে জমা হতে পারে না, ঠিক তেমন মু'মিনের অন্তরে দুনিয়া ও আখেরাতের মহব্বত এক সাথে জমা হতে পারে না। (তারীখে দেমাস্ক ২০:১২০, ইসলাহে উল্‌মুসলিমীন ঃ ১৭৪)

আবুল আসআদ সাহল (র) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়া-আখেরাতের মাঝে সমন্বয় করে চলতে চায় তার দৃষ্টান্ত ঐ গোলামের মত যার মনিব (মালিক) দুইজন, সে এ উভয় সংকটে পড়ে দিশেহারা হয়ে যায় যে, কাকে রেখে কাকে খুশি করব। (বাহ্‌যাতুল মায়ালিস, ২:২৯১)

দুনিয়ায় বাকী রয়েছে দু'টি জিনিস

হযরত সাবেত (র) বলেন, সাঈদ বিন আবু বুরদা আমার কাছে লিখিত এক পত্রে লেখেন, দুনিয়ায় দু'টি জিনিস বাকী রয়েছে। (১) অপেক্ষমাণ কিছু বেদনা ও (২) উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় নিপতিতকারী কিছু কষ্ট। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ১:২৬০, কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক)

উলমায়ের কেরামের প্রতি হাসান বসরী (র)-এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন দীনার (র) বলেন, হযরত হাসান বসরী (র) প্রায় বলতেন, দুনিয়া এবং দুনিয়ার আনন্দ-ফূর্তি যার ভাল লাগে, তার অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় হ্রাস পেতে থাকে। ইলমে দ্বীন অর্জন করার পরও যার অন্তরে দুনিয়ার প্রীতি ও লালসা বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তা'য়ালার দৃষ্টিতে সে অত্যন্ত ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয় এবং আল্লাহর সাথে ক্রমেই তার দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ১০:২২, বাহ্‌যাতুল মায়ালিস ২:২৮১)

ভাল-মন্দের আলামাত

সাঈদ বিন আবু সাঈদ বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করে, হে আল্লাহর রসূল! আমার অবস্থা ভাল না মন্দ আমি তা কিভাবে বুঝব? জবাবে নবীজী বললেন, যখন তোমার এই অবস্থা হবে যে, আখেরাতের কোনো জিনিসের প্রয়োজন পড়লে তার অর্জন তোমার কাছে সহজ হয়ে যায় পক্ষান্তরে দুনিয়ার কোনো কিছুর প্রয়োজন পড়লে তার অর্জন তোমার কাছে কঠিন হয়ে যায় তাহলে তুমি বুঝবে তোমার অবস্থা ভাল। আর এর বিপরীত হলে বুঝবে, তোমার অবস্থা মন্দ। (কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক ৮৮)

আব্দুল্লাহ বলেন, আহমাদ বিন মূসা আন্দালুসী (র) আমাকে একটি কবিতা শুনিয়েছেন, যার মর্মার্থ এরূপ —

নিষেধাজ্ঞা অজ্ঞ-অর্বাচীনকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। তুমি সর্বক্ষণ তাকে উদাসীন দেখতে পাবে। সারা দিন সে আনন্দ-ফূর্তিতে মত্ত থাকে। সে এটা আমলে নেয় না যে, কালই তার জন্য কাফন অপেক্ষমাণ। একটি মহল অতিক্রমকালে আমি একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি। মহলে গুনাহের জন্য সতর্ক ও সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হচ্ছিল। খাটিয়ার উপরে একটি লাশ ছিল। আমি জানতে চাইলাম, লাশটি কার? আমাকে বলা হলো, এক দাম্ভিক বাদশাহ-এর। আমি দেখলাম, মহলের ফটকে কালো কাপড় টাঙ্গানো। মহলের বাদীরা শোকাভিভূত হয়ে ক্রন্দন করতে করতে চিত্ত বিনোদনের সরঞ্জামাদি ভেঙ্গে চুরমার করছে। অতএব তুমি যেখানেই থাক না কেন সর্বদা সাবধান ও হুশিয়ার থাকবে। জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে দুনিয়ার প্রেমে বিভোর হবে না। ক'দিন পরেই যে তোমাকে এই দুনিয়া হতে বিদায় নিতে হবে সে সত্য কথাটি মনে রাখবে। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ১০:১৩৮)

হযরত ঈসা (আ)-এর সফরে দুনিয়ার চেহারা

এক ব্যক্তি হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে এসে বলল, আমি আপনার সাথে থাকব। লোকটি তাঁর সাথী হয়ে গেল। উভয়ে চলতে চলতে একটি নদীর কাছে আসেন। তাদের কাছে তিনটি রুটি ছিল। নদীর তীরে বসে তারা আহার করেন। দু'টি রুটি খান, একটি রয়ে যায়। হযরত ঈসা (আ) নদীর থেকে পানি পান করতে যান। ফিরে এসে দেখেন, রুটিটি নেই। হযরত ঈসা (আ) লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, রুটিটি কই? সে বলল আমি জানি না। অতঃপর হযরত ঈসা (আ) সেখান থেকে রওনা হন। সাথে ঐ লোকটিও ছিল। হযরত ঈসা (আ) পথিমধ্যে একটি হরিণ দেখেন। হরিণের সাথে তার দু'টি বাচ্চাও ছিল। হযরত ঈসা (আ) একটি বাচ্চাকে ডাক দেন। বাচ্চাটি এলে তিনি বাচ্চাটি জবেহ করলেন এবং গোশত ভুনা করে উভয়ে খান। বাচ্চার হাড্ডি জমা করে হযরত ঈসা (আ) বললেন, আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে যাও। বাচ্চাটি পূর্ববৎ জীবিত হয়ে তার মায়ের কাছে চলে গেল। হযরত ঈসা (আ) সাথের লোকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, যে আল্লাহ তোমাকে এই বিরাট মোযেযা দেখালেন তার উসিলা দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, বলো

তো রুটিটি কে নিয়েছে? সে পূর্বের মত জানায় আমি জানি না। দু'জন আবার চলতে থাকেন। পানি ভরা এক উপত্যকার কাছে গিয়ে পৌছান। হযরত ঈসা (আ) লোকটির হাত ধরে পানির উপর দিয়ে হেঁটে পানির স্থান পার হন। হযরত ঈসা (আ) ওপারে পৌছে লোকটিকে বলেন, যে আল্লাহ তোমাকে আরেকটি মোযেযা দেখালেন তার দোহাই দিয়ে বলছি, সত্যি করে বলতো, রুটিটি কে নিয়েছে? লোকটি একই জবাব দিয়ে বলল, আমি জানি না। আবার উভয়ে চলতে শুরু করেন। হাটতে হাটতে এক জঙ্গলে গিয়ে পৌছান। হযরত ঈসা (আ) এক স্থান হতে কিছুটা মাটি একত্রিত করে বলেন, আল্লাহর নির্দেশে স্বর্ণ হয়ে যাও, মাটি স্বর্ণ হয়ে যায়। হযরত ঈসা (আ) স্বর্ণ তিন ভাগ করেন এবং বলেন, একভাগ তোমার, এক ভাগ আমার, আরেক ভাগ তার যে তৃতীয় রুটিটি নিয়েছে। লোকটি বলে উঠে, রুটিটি আমি নিয়েছিলাম। হযরত ঈসা (আ) বলেন, সব স্বর্ণ তোমাকে দিয়ে দিলাম। অতঃপর তিনি লোকটিকে সেখানে রেখে একাকী অন্যত্র চলে যান।

হযরত ঈসা (আ) চোখের আড়ালে যেতে না যেতেই সেখানে তিন ব্যক্তি এসে হাজির হয়। তারা একটি লোকের কাছে অনেক স্বর্ণ দেখে তাকে হত্যা করে স্বর্ণ অধিকার করতে চায়। তারা বলে, আমরা লোকটিকে হত্যা করে তার সমুদয় স্বর্ণ তিনজনে ভাগ করে নেব। তারা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে এক ব্যক্তিকে বাজার থেকে খাদ্য কিনতে পাঠায়। যে খাদ্য কিনতে বাজারে গিয়েছিল, সে মনে মনে এই চিন্তা করে যে, আমি একাই সমস্ত স্বর্ণ লাভ করব, তাদের দু'জনকে একটুও দেব না। অতঃপর সে এই ফন্দি করে খাদ্য কিনে তাতে বিষ মিশ্রিত করে। সে চিন্তা করল বিষ মিশ্রিত খাদ্য খেয়ে তারা দু'জন মারা গেলে সমুদয় স্বর্ণ আমি একাই নিয়ে নিব।

এদিকে অপর দু'ব্যক্তি এই চক্রান্ত করে যে, আমরা একটি অংশ অপর ব্যক্তিকে কেন দিতে যাব? তার চেয়ে বরং একাজ করব যে, বাজার থেকে খাদ্য কিনে আসতেই আমরা দু'জন মিলে তাকে মেরে ফেলবো অতঃপর স্বর্ণ দু'ভাগ করে দু'জনে নিব।

যথা চিন্তা তথা কাজ। একটু পরেই খাদ্য কিনতে যাওয়া লোকটিকে খুশি মনে ফিরে আসতে দেখা যায়। লোকটি কাছে আসতেই পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক উভয়েই অতর্কিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে নির্মমভাবে খুন করে। এদিকে খুন করার পর মহানন্দে তারা দু'জন খেতে

তিনি উম্মতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আরও বলেন :

তোমাদেরকে একটি অতি বাস্তব কথা বলছি। মশককে 'ছেদে না' ফেলা হলে অথবা তা শুকিয়ে ব্যবহারের অযোগ্য না হলে যেমনিভাবে তা উদর পূর্তি হতে পারে, ঠিক তেমনি কুপ্রবৃত্তি অন্তরকে যদি বিগড়ে না দেয় এবং লোভ-লালসা তাকে পঙ্কিল না করে অথবা নারীপ্রেম যদি তাতে মলিনতা সৃষ্টি না করে তাহলে তা হেকমত বা প্রজ্ঞার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩ ২৯৬, আল ইতহাফ ৮:১১)

দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র : তা পাড়ি দিতে নৌযান তৈরী কর

হযরত লুকমান (আ) পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন :

প্রাণের পুত্র আমার! মনে রেখ, দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র। এ অতল সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে অনেকে ডুবে মরেছে। তুমি এ দরিয়া পাড়ি দিতে 'তাকওয়া'-কে নৌযান বানাও। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি প্রগাঢ় 'ঈমান'-কে বৈঠা বানাও। 'তাওয়াক্কুল' কে তার পাল (মাস্তুল) বানাও। তাহলে আশা করা যায় তুমি নিরাপদে এ দরিয়া পাড়ি দিতে পারবে। আমার কাছে তোমাকে নিরাপদ পাড়িদাতা মনে হয় না। (কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক, ১৯০, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩:২৮৪)

আহমাদ বিন আবূ ইসহাক বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ ইনতাকীকে এ কথা বলতে শুনেছি, দুনিয়া একটি পরীক্ষার হল। কতই না ভাল হত যদি দুনিয়ার মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষা না নেয়া হত। (কিতাবুয যুহদ)

হযরত ঈসা (আ) বলেন :

দুনিয়াদার অত্যন্ত বোকা। এত কিছুর পরও এক সময় তাকে মরে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। দুনিয়া তাকে প্রতিনিয়ত ধোঁকা দিচ্ছে তারপরেও সে দুনিয়ার প্রতি আস্থাবান। দুনিয়া তাকে লাঞ্ছিত করতে দিন-রাত মিশন চালায় অথচ সে তার প্রতি অত্যন্ত নির্ভরশীল। যারা দুনিয়ার পাতা ফাঁদে পা দেয় তাদের ধ্বংস অনিবার্য। দুনিয়া তাকে নিত্যনতুন বিপদে নিপতিত করে চলে। আশা আনন্দ তার হাতছাড়া হয়ে যায়। যে সমস্ত শাস্তি থেকে তাকে ভয় দেখানো হয়েছে তা তার সামনে থাকে। সে ধ্বংসের পথে, যার চিন্তা চেতনা দুনিয়ার পিছনে ব্যয়িত হয়। গুনাহ করে। কাল কেয়ামতে এ গুনাহের দরুন তাকে ভীষণ লাঞ্ছনার মুখে পড়তে হবে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩:২৮১)

আবু মিহরাজ ওমানী বলেন, মানুষ দুনিয়া অর্জনে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অথচ দুনিয়া হতে সে ততটুকুই পাবে, যতটুকু তার ভাগ্যে নির্ধারিত আছে। পক্ষান্তরে আখেরাতের ব্যাপারে কোনো চেষ্টাই করে না, অথচ আখেরাত লাভ হয় চেষ্টা-সাধনা পরিমাণ।

হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি খোদায়ী ওহী

আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে, হে মুসা ! জালেমদের আবাসের সাথে তোমার সম্পর্ক কী? এটা তোমার আবাস নয়। এর চিন্তা মনে স্থান দিও না। খুবই সতর্কভাবে তা থেকে দূরে সরে যাও দুনিয়া অত্যন্ত মন্দ জায়গা। তবে তাদের জন্য ভাল, যারা নেক কাজ করে।

হে মুসা! আমি জালেমদের লক্ষ্যে ওত পেতে আছি। তাদের থেকে মাজলুমদের প্রতিশোধ নিয়েই ছাড়ব। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩ : ২৮১)

ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ বলেন, হযরত মাসরুক (র) প্রত্যেক শুক্রবারে স্বীয় খচ্চরে চড়ে বসতেন এবং আমাকেও তার পিছনে উঠাতেন। তিনি হীরায় যেতেন এবং সেখানে গিয়ে একটি প্রাচীন দালানের ভগ্নাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে বলতেন, "সমগ্র দুনিয়া আমাদের পদতলে।" (হিলয়াতুল আওলিয়া, ২:৯২, তারীখে দেমাস্ক-২৪-২৫০)

ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু অনুভূতি নেই!

সাঈদ বিন মাসউদ বলেন :

اِذَا رَأَيْتَ الْعَبْدَ تَزْدَادُ دُنْيَاهُ وَتَنْقُصُ اٰخِرَتُهُ وَهُوَ بِهٖ رَاضٍ

فَذٰلِكَ الْمَغْبُوْنُ الَّذِىْ يُلْعَبُ بِوَجْهِهٖ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ۔

যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে দেখবে যে, তার দুনিয়ার প্রাপ্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আখেরাতের চিন্তা-হ্রাস পাচ্ছে আর সে এর উপর খুশি ও তুষ্ট, তাহলে বুঝবে, লোকটি ক্ষতিগ্রস্ত তার উপর প্রতারণার হামলা হচ্ছে অথচ তার কোনো অনুভূতি নেই। (কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক-৩২৮, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩:২৮৭)

হযরত ঈসা (আ) বলেন, যার মধ্যে চারটি বিষয় পাওয়া যাবে সে সর্বদা সুখী থাকবে (১) নিরবতা (২) আল্লাহর সামনে বিনয় (৩) দুনিয়ার প্রতি অনীহা (৪) অল্পেতুষ্টি (হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৫৭, কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক-৬১২৯)

আব্দুল্লাহ বলেন, আব্দুর রহমান বিন সালেহ আমাকে একটি পত্র লেখেন, যার মর্ম ছিল এরূপ –

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এবং আপনাকে ঐ ঘরের অনিষ্ট হতে নিরাপদ রাখুন, যা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে প্রস্থানরত। মন যার প্রেমে পাগল।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এবং আপনাকে ঐ ঘরের কল্যাণ দান করুন যা আমাদের পানে এগিয়ে আসছে অথচ মানুষ তার ব্যাপারে চরম বেখেয়ালী ও উদাসীন। এ ঘরের (দুনিয়ার) যে অংশ আবাদ ছিল তা আবাদকারীদেরসহ প্রস্থান করেছে। তার বেকার অংশ বেকারদের নিয়ে রয়ে গেছে। দুনিয়ায় যারা পেয়েছে তারা তো পেয়েছেই আর যারা পায়নি তারা হতাশ ও পেরেশান হয়েছে।

সামনে এমন স্থায়ী ঠিকানা রয়েছে যার কোনো শেষ নেই। সেখানে ন্যায়ের মানদণ্ড থাকবে এমন প্রতাপশালী রাজাধিরাজের হাতে যিনি বিন্দু পরিমাণ জুলুম করবেন না। দুনিয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা সেখানে ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। এই ধোঁকালয় তথা দুনিয়ার হীনতা ও তুচ্ছতা সকলের সামনে প্রভাত রবির মত স্পষ্ট হয়ে যাবে।

দুনিয়া একটি রাস্তা

আব্দুল্লাহ বলেন, আমের বিন আমের হামদানী আমাকে কবিতার এ চরণটি শুনিয়েছেন যে:

দুনিয়া হলো জান্নাত কিংবা জাহান্নামমুখী একটি রাস্তা আর দিন রাত হলো মানুষের জন্য ব্যবসার সময় ও বাজার। (বায়হাকী ২৯৮)

আব্দুল্লাহ বলেন, আমাকে হাসান বিন আব্দুল্লাহ তাৎপর্যপূর্ণ একটি কবিতা শুনিয়েছেন। আর তা এরূপ –

আমার নিজের হাত পা যখন আমার উপকারে আসেনি তখন আর কোন বস্তু আমাকে উপকার করতে পারে ?

দুনিয়ায় একের পর এক আশার জাল বুনে চলেছ অথচ দুনিয়ার হাতে 'বিষ' ছাড়া দেয়ার মত আর কিছুই তো নেই

দুনিয়ায় যে নির্ভীক হয়ে আছ তাকে বলছি, দুনিয়ায় সব সময় এমন ভয়ে থাক, যেমন হাতে পানি গ্রহণকারী ব্যক্তি আঙ্গুলের ফাঁক গলিয়ে পানি পড়ে যাবার ভয় করে।

দুনিয়া তো ঐ ঘুমন্ত ব্যক্তির মত যে নিদ্রার মাঝে বিভিন্ন স্বপ্ন দেখে কিছু সময়ের জন্য পুলকিত হয় যখন সকাল হয় তখন তার সকল আনন্দ মরীচিকার ন্যায় হারিয়ে যায় এবং নিত্যদিনের দুঃখ-বেদনারা এসে তাকে ঘিরে ধরে। (বাহ্‌য়াতুল মাযালিস-২:২৯৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আয় অপেক্ষা ঋণ বেশি ছিল

হযরত আলী ইবনে রবাহ হযরত আমর বিন আস (রা)কে মিম্বরের উপর এই ভাষণ দিতে শুনেন যে :

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমস্ত বস্তুর প্রতি অনীহা প্রদর্শন করতেন তার প্রতি তোমাদের চেয়ে অধিক আগ্রহী জাতি আমি আর দেখিনি। তোমরা দুনিয়ার প্রতি অন্তরে আকর্ষণ রাখ অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার প্রতি অনীহা পোষণ করতেন আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে কখনো তিন দিন এমন গত হত না, যাতে তাঁর আয় অপেক্ষা ঋণের পরিমাণ বেশি না হত। (মুস্তাদরাকে হাকেম, মুসনাদে আহমাদ, ইহ্‌য়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৭)

সৃষ্টির উদ্দেশে স্রষ্টার সাবধান বাণী

হযরত হাসান বসরী (র) যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন :

وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ۔

সাবধান! পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে সতর্ক থাকবে, শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা না দিতে পারে। (সূরা লুকমান)

তখন বলতেন, এ কথাটি কে বলেছেন? অতঃপর নিজেই বলতেন, এটা তাঁর কথা, যিনি দুনিয়াকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং দুনিয়া সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি অবগত।

দুনিয়াবী ব্যস্ততার শেষ নেই

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, দুনিয়ায় ডুবে যেও না। দুনিয়া মানুষকে রাত-দিন তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চায়। মানুষ যখন কোনো এক কাজে ব্যস্ত হয়ে যায় তখন তার সামনে একের পর এক হাজারো ব্যস্ততার দ্বার উন্মুক্ত হতে থাকে। (হিলয়াতুল আওলিয়া-২:১৫৩)

মুমিন ও মুনাফিকের পার্থক্য

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, প্রকৃত মুমিন তিনি, যিনি এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন যে, আল্লাহর তা'য়ালা যা কিছু বলেছেন তা বাস্তবে সংঘটিত হবেই মুমিন সবার চেয়ে বেশি আমলদার হন। শাস্তি সম্পর্কে অধিক ভয় রাখেন। পাহাড় পরিমাণ অর্থ-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেও তাকে উল্লেখযোগ্য মনে করে না। পরহেযগারী ইবাদত ও উত্তম আমলের দিকে যত এগিয়ে চলেন আল্লাহর ভয় ততই তার বৃদ্ধি পায়। এরপরেও দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, কিছুই করতে পারলাম না। নাজাতের উপায় দেখছি না।

পক্ষান্তরে মুনাফিকের মাঝে চিন্তার কোনো ছাপ দেখা যায় না, সে নির্ভীক কণ্ঠে বলে, আমার মত অনেক লোক আছে। তারা ক্ষমা পেলে আমিও পেয়ে যাব। এত চিন্তা কিসের। অতঃপর এই চিন্তায় দিন-রাত পাপে নিমজ্জিত থাকে। (হিলয়াতুল আওলিয়া-২ ১৫৩)

ভাইয়ের উদ্দেশে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র)-এর পত্র

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র) তাঁর এক ভাইয়ের উদ্দেশে একটি উপদেশমূলক পত্র লিখেন। পত্রের কথা ছিল নিম্নরূপ –

"হে ভাই! জীবন সফরের বেশির ভাগ পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন, অল্প পথ আর সামনে আছে। আপনি ঐ সমস্ত ঘাঁটির কথা স্মরণ করুন, যা আপনার সামনে অচিরেই আসবে এবং যা আপনাকে অবশ্যই পেরুতে হবে। আপনার নবীর প্রতি পবিত্র কুরআনে এই মর্মে ওহী এসেছে যে, হে নবী!

আপনাকে মৃত্যুর পর দুর্গম ঘাটির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু [illegible] যে, এ ঘাটিসমূহ নিরাপদে অতিক্রম করে যেতে পারবেন কিনা

সাবধান! দুনিয়ার ফাঁদে পা দিবেন না। মনে রাখবেন, যার আখেরাতে ঘর নেই সে দুনিয়াকে নিজের ঘর বলে মনে করে। অনুরূপ দুনিয়াকে সেই নিজের অর্থ-সম্পদ জ্ঞান করতে পারে, আখেরাতে যার কোনো অর্থ সম্পদ নেই। ভাইজান! জীবনের শেষ সোপানে আপনার পা। অতএব সময় বেশি নয়। এখন নিজেই নিজের হেদায়াতকারী হয়ে যান। অপরে এসে হেদায়েত করবে – এই অপেক্ষায় থাকবেন না।

সর্বাধিক ভাল ব্যক্তি

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, একবার সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কে? জবাবে তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি যার অন্তরে এক তিলতে পরিমাণ মহব্বত নেই, বরং তার সকল আখেরাতের প্রতি, সেই সবচেয়ে ভাল।

হযরত দাউদ বিন হেলাল বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহীফায় লেখা ছিল :

এই দুনিয়া! তুই ঐ নেক্কারদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত হীন ও তুচ্ছ, যাদের মন পেতে তুই কতই না রং বদলাস! আমি তাদের অন্তরে তোর বিদ্বেষ ভরে দিয়েছি। তারা তোর থেকে দূরে থাকতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি যত কিছু সৃষ্টি করেছি তার মধ্যে তুই আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য। তোর সবকিছুই তুচ্ছ ও হেয়। তুই ক্ষণস্থায়ী। আমি যেদিন মাখলুকাত সৃষ্টি করেছি, সেদিন তোর ব্যাপারে এই ফায়সালা করে রেখেছি যে, তুই চিরদিন কারো কাছে থাকতে পারবি না এবং কেউ তোর জন্য চিরকাল থাকবে। চাই তোর মালিক [illegible] কৃপণ হোক!

ঐ নেক্কারদের জন্য সুসংবাদ, যারা আন্তরিকভাবে আমার সিদ্ধান্ত মেনে নেয় এবং আমার সামনে সততা ও দৃঢ়তা প্রকাশ করে। যখন তারা [illegible] কবর থেকে উঠে দলে দলে আমার কাছে আসবে তখন তাদের সামনে নূরের মেলা থাকবে। তারা ফেরেশতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকবে। আমি তাদেরকে আমার রহমতের সে স্থানে উন্নীত করব, যারা তার আশাবাদী। (হিলয়াতুল আওলিয়া, [illegible] ৩ ২০০)

নেক লোকদের বিদায় দুনিয়ার অন্তিম যাত্রা

হযরত আমর বিন মায়মুন কুফার মসজিদে ইশার নামায পড়ে এসে লোকদেরকে দেখেন যে, তারা খোশ আলাপে লিপ্ত। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি করছ? তারা বলল, আমরা হযরত উমর (রা)-এর মর্মান্তিক শাহাদতের ঘটনা ও তার কষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করছি। তাদের এ কথা শুনে তিনি বললেন, যেখানে আল্লাহ পাক চান যে, দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাক, সেখানে তোমরা কি এটা চাও যে, দুনিয়া বহাল তবিয়তে বিদ্যমান থাক? মনে রেখ, দুনিয়ার ধ্বংস হওয়া নেক লোকদের বিদায়ের মাঝেই নিহিত।

হযরত আলী (রা)-এর হৃদয়স্পর্শী ভাষণ

হযরত আলী (রা) এক হৃদয়স্পর্শী ভাষণে সুধীদের উদ্দেশে বলেন :

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার। আমি তাঁর প্রশংসা করছি। তার কাছে সাহায্য চাচ্ছি। তাঁর উপরেই আমার অগাধ বিশ্বাস এবং ভরসা। আমি এর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি ছাড়া মাবুদ নেই। তিনি এক; তার কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রসূল। আল্লাহ তাকে হেদায়াত এবং সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি তোমাদের কুফর-শিরকের রোগ দূর করেন এবং তোমাদের উদাসীনতা লাঘব করেন।

মনে রেখ! মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুর পরে তোমাদের আবার উঠানো হবে। তখন তোমাদের সামনে নিজ নিজ আমল পেশ করা হবে। আমল অনুযায়ী পুরস্কার তিরস্কার হবে। সাবধান থাকবে, যেন তোমাদের জীবন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। দুনিয়া বালা মুসিবতে পরিপূর্ণ এর ধ্বংস সুনিশ্চিত প্রতারণাই এর বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তু নশ্বর। দুনিয়া ভোরের মত দুনিয়াদারদের মাঝে এর কাছে ওর কাছে – এভাবে ঘুরতে থাকে। দুনিয়ার অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না। মানুষ দুনিয়ার অনিষ্ট এড়াতে পারে না। এক শ্রেণীর লোক স্ফূর্ত বিনোদনে গা ভাসিয়ে ডুবে থাকে। হঠাৎ বিপদের শিকার তারাই বেশি হয়। দুনিয়ায় ভোগ বিলাসে নিমজ্জিত থাকা নিন্দনীয়, আনন্দ বেদনা দুনিয়ার এপিঠ ওপিঠ। দুনিয়া সর্বক্ষণ দুনিয়াদারদের প্রতি তীর উচিয়ে রাখে, যা নিক্ষেপ করে তাদেরকে মৃত্যুর ঘাটিতে পৌছে দেয়। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুক্ষণ সুনির্দিষ্ট। নির্ধারিত সময়ে অবশ্যই মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

আল্লাহর বান্দাগণ! বর্তমানে তোমাদের অবস্থা ঐ সমস্ত লোকদের মত যারা তোমাদের পূর্বে এখানে ছিল। তাদের শক্তি-সামর্থ্য ছিল তোমাদের থেকে বেশি। বাড়ী ঘর ছিল অনেক উন্নত। আবাদী অঞ্চল ছিল বেশি কিন্তু দুনিয়ার উত্থান-পতনের পর আজ তাদের নাম গন্ধও নেই তাদের কোন আওয়াজও বাতাসে ভেসে আসে না তাদের দেহ পচে-গলে গিয়েছে ঘর-বাড়ী ভূপাতিত হয়েছে। আবাদী অঞ্চলের কোনো নাম-নিশানা নেই তারা জীবনের পথ অতিক্রম করে কবরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের কবর পাশাপাশি অবস্থিত। তথাপি তাদের মধ্যে নেই কোনো দেখা-সাক্ষাৎ, কথা, ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। ধ্বংসের চাকায় তাদের জীবন পিষে গেছে মাটি-পাথর তাদের দেহ খেয়ে ফেলেছে। এই দুনিয়ায় আর কোনো দিন তাদের প্রত্যাবর্তন হবে না।

মনে রেখ, পূর্ববর্তীদের যে অবস্থা হয়েছে তোমাদেরও সে অবস্থা হবে প্রত্যেককে একাকী চলে যেতে হবে। একাকী থাকতে হবে। দেহ পচে-গলে যাবে। কবরে পড়ে থাকতে হবে। সেটাই হবে ঠিকানা। এক সময় কবরে থাকার দিনও ফুরিয়ে যাবে। কবর থেকে উঠতে হবে। মনের লুকানো তথ্য প্রকাশ হয়ে যাবে। ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তির জন্য আল্লাহ তা'য়ালার সামনে হাজির হতে হবে। অপরাধের ভয়ে বুকের কলিজা মুখে চলে আসার উপক্রম হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের বদলা পাবে

আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে এবং তোমাদেরকে কুরআনের ধারক-বাহক বানান এবং নেককার লোকদের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন নিজ অনুগ্রহে চির শান্তি-সুখের নীড় জান্নাতের অধিকারী করুন। নিঃসন্দেহে তিনি প্রশংসার যোগ্য এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩ ২২৭)

স্রষ্টার যথার্থ শুকরিয়া আদায় সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়

হযরত জাফর বিন সুলাইমান (র) বলেন, আমি হযরত মালেক বিন দীনার (র)কে বলতে শুনেছি, হযরত ঈসা (আ) তার সাথীদের উদ্দেশে বলেন :

প্রিয় সাথীবৃন্দ! তোমরা যদি শুধু যবের রুটি, তাজা পানি এবং গাছ গাছালি হতেও উপকৃত হও, তবে এর শুকরিয়া আদায় করতেও তোমরা পারবে না। ভাল করে মনে রেখ, দুনিয়ার মজাই হলো আখেরাতের তিক্ততা।

হযরত সুফিয়ান উয়াইনা (র) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ পাক দুনিয়ায় কাউকে কিছু দান করলে তাতে উদ্দেশ্য থাকে তাকে পরীক্ষা করা। অনুরূপ কাউকে গরীব বানালে তাতেও তার পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য হয়। এর বড় প্রমাণ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না খেয়ে থাকতেন আর তোমরা উদরপূর্তি করে খাও।

হে গাফেল বনী আদম! জিজ্ঞাসাবাদ ও আমলনামা খোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। এটা খেয়াল রাখ যে, তোমাকে ঐ সত্তার সামনে দাঁড়িয়ে হিসেব দিতে হবে। যিনি ছোট-বড় সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব নিবেন। যে জীবনের গ্যারান্টি ও স্থায়িত্ব নেই, যে জীবনের বিনাশ ও মৃত্যু অনিবার্য সে জীবন প্রকৃত জীবন নয়, তা অর্থহীন। হযরত সুফিয়ান (র)-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, হে আবু মুহাম্মাদ! এটা কার কথা? তিনি জবাবে বলেন, হযরত হাসান বসরী (র) ছাড়া এ জাতীয় কথা আর কে বলতে পারে?

বাসর রাতের ঘাতক

হযরত আবু বকর (র) বলেন, আমাকে আবুল হাসান বাহেলী অথবা অন্য কেউ একটি কবিতা শুনিয়েছেন। কবিতাটি হলো :

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا إِلَى نَفْسِهَا * تَنَحَّ عَنْ خِطْبَتِهَا تَسْلَمْ

إِنَّ الَّتِي تَخْطُبُ غَدَّارَةٌ * قَرِيبَةُ الْعُرْسِ مِنَ الْمَأْتَمِ

দুনিয়াকে দিয়েছ যারা
বিবাহের রঙিন প্রস্তাব
ফিরে এসো বলছি
শান্তি হবে লাভ।
জেনে শুনে করবে যারা
নির্মম ঘাতককে বিবাহ
করুণ পরিণতি আনবে ডেকে
আজ এই বিবাহ।

(ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৬)

আব্দুল্লাহ বলেন, জনৈক জ্ঞানী বলেন, দুনিয়াদারদের শিক্ষার জন্য কি এটুকুই যথেষ্ট নয় যে, তারা অহর্নিশ দুনিয়ার পঙ্কিল অবস্থা দেখছে জান-মালের উত্থান-পতন দেখছে। শরীরের ভাল-মন্দ ও সুস্থতার উঠা নামা অনুভব করছে। এ কয়টি বিষয় কি তাদের উদাসীনতা দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়?

দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের আলামত

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, দুর্ভাগ্যের আলামত পাঁচটি, (১) অন্তর কঠিন ও শক্ত হওয়া। (২) চোখ অশ্রুসজল না হওয়া (৩) লজ্জা-শরম কম হওয়া (৪) দুনিয়ার প্রতি মহব্বত (৫) লম্বা লম্বা আশা করা।

এর বিপরীতে পাঁচটি বিষয় সৌভাগ্যের আলামত। যথা - (১) অন্তরের দৃঢ়তা (২) তাকওয়া-পরহেযগারী (৩) দুনিয়ার প্রতি অনিহা (৪) স্বাভাবিক লজ্জা-শরম থাকা ও (৫) ইলম বা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা।

হযরত উসমান (রা)-এর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ

হযরত উসমান (রা) একদল লোকের উদ্দেশে এক বিদায়ী ভাষণে বলেন :

সম্মানিত সুধীবৃন্দ! আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদেরকে দুনিয়া এই জন্য দিয়েছেন, যাতে আপনারা এর মাধ্যমে আখেরাতের অন্বেষক হন আপনাদেরকে দুনিয়া এই জন্য দেয়া হয়নি যে, আপনারা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাবেন। নিঃসন্দেহে দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। কেবল আখেরাতই বাকী থাকবে। নশ্বর বস্তু (দুনিয়া) যেন আপনাদেরকে ধোঁকাচ্ছন্ন না করে এবং আখেরাতের ব্যাপারে উদাসীন না করে। অস্থায়ী (দুনিয়ার) জিনিসের বিপরীতে স্থায়ী নিয়ামতকে (আখেরাতকে) প্রাধান্য দিবেন। নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া থেকে একদিন বিচ্ছিন্ন হতেই হবে। এরপর আল্লাহর কাছে যেতে হবে।

সম্মানিত উপস্থিতি! আল্লাহকে ভয় করুন। কেননা তার ভয়ই আখেরাতের বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ এবং আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সেতুবন্ধন। আল্লাহর পক্ষ হতে আগত বিপদাপদকে ভয় করুন মুসলিম দলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে থাকুন, দলছুট হয়ে যাবেন না আপনাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত স্মরণ করুন। অতীতকে ভুলবেন না, আপনারা ছিলেন

শত্রুভাবাপন্ন, আল্লাহ আপনাদের অন্তরে ভালবাসার সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে আপনারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছেন।

হযরত আলী (রা) জনৈক ব্যক্তিকে দুনিয়া সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুনে বললেন, যারা সততা অবলম্বন করতে চায় দুনিয়া তাদের ঘর। যারা পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করতে চায় তাদের সঞ্চয় স্থান। আল্লাহওয়ালাদের সেজদাস্থল। আল্লাহর ওহীর অবতরণ স্থান। ফেরেশতাদের নামাযের জায়গা। আল্লাহর ওলীদের পরকালীন ব্যবসায়ের বাজার। দুনিয়ায় থেকে করণীয় কাজ দু'টি (১) আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তার রহমত ও জান্নাত অর্জন করা।

পূর্বপুরুষদের বিরান কবর দেখেও কি আপনাদের ঘুম ভাঙ্গবে না? মা-নানীদের কবর দেখেও কি হুশ ফিরবে না? আপনারা নিজ হাতে অনেককে কবরস্থ করেছেন, নিজ হাতে দাফন করেছেন। অথচ আপনারা তাদের সুস্থতার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। চিকিৎসকদেরকে চিকিৎসায় নিয়োজিত রেখেছিলেন কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দুনিয়া তাদেরকে নিজের কোল থেকে আঁছড়ে ফেলেছে। এটা আপনাদের চোখের সামনেই ঘটেছে। এটা ছিল আপনাদের জন্য শিক্ষাস্বরূপ। এর মধ্যে এই শিক্ষা নিহিত ছিল যে, দুনিয়া এভাবে একদিন আপনাকেও ছুঁড়ে ফেলবে। সে দিন সকল ক্রন্দন বিফলে যাবে। বন্ধু-বান্ধবও কাজে আসবে না। (কানযুল উম্মাল-৩-৭৩২)

দুনিয়ার মোহ ভয়ঙ্কর শত্রু

আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়েদ কসম দিয়ে বলতেন, আমার দৃষ্টিতে দুনিয়ার মোহ মানুষের জন্য মারাত্মক শত্রু থেকেও ভয়ঙ্কর।

তিনি আবেগ ঝরা কণ্ঠে আরও বলতেন, প্রিয় ভাইয়েরা! যারা দুনিয়ার মোহজালে বন্দী তাদের দেখে ঈর্ষা করবেন না। তাদের অগাধ উপার্জন ও প্রচুর সম্পত্তি দেখেও ঈর্ষা করবেন না। তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখবেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে আসামী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার যে করুণ অবস্থা সে দৃষ্টিতে তাদের দেখবেন। একথা বলে তিনি খুব কাঁদতেন।

তিনি বলতেন, লোভ বা মোহ দু'প্রকার। (১) উপকারী (২) অনিষ্টকারী। উপকারী লোভ হলো, আল্লাহর শত ইবাদত করেও তৃপ্ত না হওয়া, এবং

বেশির থেকে বেশি ইবাদত করতে আগ্রহী হওয়া। আর অনুপকারী লোভ হলো, অধিক হারে দুনিয়া লাভের লিপ্সা।

তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, মানুষ দুনিয়ার মহব্বতের কারণে আখেরাতের প্রস্তুতি নেয়ারই সুযোগ পায় না। যার কোনো গ্যারান্টি নেই, যে কোনো মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতে পারে (অর্থাৎ দুনিয়া) তার জন্য মানুষ দিনরাত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কষ্ট-পরিশ্রম করে অথচ যেটা (আখেরাত) স্থায়ী, যার কোনো শেষ নেই, তার থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন তিনি মানুষের এই দুরবস্থার কথা বলে ডুকরে কেঁদে উঠতেন। অশ্রু দরদর করে তার দু'গাল বেয়ে পড়তো।

আব্দুল্লাহ বলেন, ইবনে আবু মারযাম আমাকে একটি সুন্দর চরণ শুনান, যার ভাবার্থ নিম্নরূপ –

ঈর্ষা করো না কেহ
দেখে কারো ধন,
এর মাঝে নেই কল্যাণ
হায়রে অবুঝ মন!
ধনের লোভে পড়েছে যারা
মনে রেখ ভাই,
তারা হলো চরম হতভাগা
তাদের খুশি নাই।

ধনী এবং দুনিয়াত্যাগীর মধ্যে উত্তম কে?

হযরত হাসান বসরী (র)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুর! মনে করুন, দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হালাল পন্থায় অর্থ-সম্পদ আয় করে এবং তা স্বজনে সদাচার ও আখেরাতের কাজে ব্যয় করে আর অপর ব্যক্তি দুনিয়া থেকে দূরে থাকে। এখন এই দুই ব্যক্তির মধ্যে উত্তম কে? জবাবে তিনি বললেন, আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে উত্তম ও প্রিয় ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে দূরে সরে থাকে। তাঁর কাছে দ্বিতীয়বার প্রশ্নটি উত্থাপন করা হলে, তিনি আবারো একই জবাব প্রদান করেন। (কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক)

সুফফাবাসীরা ছিলেন অত্যন্ত গরীব ও নির্ধন। তাদের মাঝে একবার অর্থ সম্পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। তাঁরা বলেন, ইস! যদি আমরাও দুনিয়ার ধন সম্পদ পেতাম! তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় নিম্নের আয়াত :

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ-

যদি আল্লাহ পাক তার সকল বান্দাদের জন্য রুজির দার সমানভাবে উন্মুক্ত করে দিতেন, তবে তারা দুনিয়াতে অনিষ্ট সাধনে লিপ্ত হতো। (সূরা শূরা-আয়াত :২৭)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা জমি-জমার পিছে পড়ো না। তাহলে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়বে। (যা ক্রমে তোমাদেরকে আখেরাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে)

ধন-সম্পদের প্রাচুর্য খুশির বিষয় নয়

ইয়াযিদ বিন মায়সাবা হিমছী (র) একজন বড় আলেম। তিনি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেরও আলেম ছিলেন। তিনি বলেন, পূর্ববর্তী কিতাবে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লিখিত দেখেছি। কথাটি হলো :

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, আমার বুঝে আসে না যে, আমি কাউকে ধন-সম্পদ কম দিলে সে কেন ভীষণ চিন্তিত ও পেরেশান হয় অথচ এটা (ধন-সম্পদের স্বল্পতা) হলো আমার নৈকট্য লাভের অন্যতম পথ ও উপায়!

তিনি আরও বলেন, আমি ভেবে অবাক হই যে, আমি কাউকে অঢেল ধন-সম্পদ দিলে সে কেন এতে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় অথচ এটা (ধন-সম্পদের প্রাচুর্য) হলো, আমার ও তার (ধনীর) মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ার পন্থা! অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন :

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى
الْخَيْرٰتِ بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ-

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান সন্ততি দান করি তার দ্বারা তাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝে না। (সূরা মুমিনূন ৫৫-৫৬)

হযরত উমর (রা) বলেন, দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা অন্তর ও শরীরের জন্য প্রশান্তিস্বরূপ।

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র)-এর পত্র

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র) তাঁর এক গভর্নরের উদ্দেশে লেখেন, এ দৃশ্য সর্বদা সামনে রাখবেন যে, যেন মানুষ আল্লাহর সামনে হাজির আছে। আল্লাহ তাদের কৃত আমল সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন। যাতে মন্দাচারীরা মন্দকর্মের বদলা পায় এবং সদাচারীরা সৎকর্মের প্রতিফল লাভ করে। কেউ আল্লাহর ফায়সালা এড়াতে পারে না। কেউ তার ফায়সালায় হস্তক্ষেপও করতে পারে না।

আপনার প্রতি আমার উপদেশ হলো, সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবেন। আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবেন। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে তা বৃদ্ধি পায় আর অকৃতজ্ঞ হলে নেয়ামত ছুটে যায়। মৃত্যুর কথা ভুলবেন না। যে কোনো সময় তা এসে আপনাকে ঘিরে নিতে পারে। আর একবার মৃত্যু এসে গেলে তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

কেয়ামত এবং তার ভয়াবহ অবস্থার কথা বারবার স্মরণ করা দরকার। এটা দুনিয়ার প্রতি আপনার আকর্ষণ কম করবে এবং আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে।

দুনিয়াদারদের থেকে দূরে থাকবেন। কেননা যে কোনো সময় তার বিপদের কবলে পতিত হবে। দুনিয়ার সাথে বেশি জড়াবেন না। যতটুকু না হলে নয় ততটুকু দুনিয়ার সাথে কৃত্রিম সম্পর্ক রাখবেন। আল্লাহর পক্ষ হতে দুনিয়াতে আপনার প্রতি যে নির্দেশ আছে তা পালন করবেন। আমার জীবনের শপথ! আপনি এভাবে চলতে পারলে দুনিয়াবী ব্যস্ততা আপনার অনেক কমে যাবে। অজ্ঞতার উপর জ্ঞানার্জনকে প্রাধান্য দিবেন, তবেই ইলম অর্জিত হবে অনুরূপ বাতেল থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে না যাওয়া পর্যন্ত হকের

মুক্তি পাবেন না। আমি আল্লাহর দরবারে আমার এবং আপনাদের সকল গুনাহর জন্য ক্ষমা চাই। এটাও কামনা করছি, যেন তিনি নিজ রহমতের দ্বারা আমাকে এবং আপনাদেরকে হেফাজত করেন। (হিলয়াতুল আওলিয়া, ৫ ২৭৬)

হযরত হুযায়ফা (রা)-এর খুতবা

হযরত আতা বিন সায়েব (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু আব্দুর রহমান সালামী বলেছেন, আমরা একবার সফরে ছিলাম। মাদায়েনের কাছাকাছি এসে যাত্রা বিরতি করি। আমার পিতা আমার হাত ধরে বললেন, চল, জুমুআর নামায পড়ে আসি। আমরা মসজিদে গিয়ে দেখি, হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা) খুতবা দিচ্ছেন। তার ভাষণের চুম্বক অংশ ছিল এরূপ :

"সাবধান! কেয়ামত এসে গেছে প্রায়! চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ কালের মধ্যেই আমলের হিসাব শুরু হয়ে যাবে।"

পরবর্তী জুমুআতেও তিনি এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। সেখানে তিনি আরো বলেন, যারা জান্নাত পানে এগিয়ে যাবে, প্রতিযোগিতায় তারাই সফলকাম হবে। (হিলয়াতুল আওলিয়া-১:২৮০)

ইবরাহীম বিন আদহাম (র) তাঁর এক ভাইয়ের উদ্দেশে একটি পত্র লেখেন। পত্রের সারমর্ম ছিল এরূপ :

প্রিয় ভাইজান! দুনিয়ার মোহ সযত্নে পরিহার করুন। কেননা তা (আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন হতে) বধির এবং বোবা করে দেয়। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৮ ১৮)

হাসান বিন আবুল হাসানের নসিহত

হাসান বিন আবুল হাসান বনু সাকীফের এক মজলিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে লোকেরা নিবেদন করলেন যে, জনাব! আমাদেরকে কিছু নসিহত করে যান, আশা করি এতে আমাদের অনেক উপকার হবে। তিনি তাদের অনুরোধক্রমে সেখানেই দাঁড়িয়ে যান এবং নসিহত স্বরূপ বলেন,

এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আমাদের প্রভুর কোনো শরীক নেই। আল্লাহ দুনিয়াকে মুসাফিরখানা বানিয়েছেন। সুখ দুঃখকে তার মাঝে

দুনিয়াদারদের জন্য পরীক্ষার বিষয় স্থির করেছেন। যাতে তিনি নিরুপণ করেন, কে সর্বাবস্থায় আমলকারী। কিন্তু মানুষ এটা না বুঝে সারাদিন দুনিয়ার পেছনে মেহনত করে চলেছে। এভাবে রিযিক হাসেল করে, যা উপার্জন করে তার কিছু খায় এবং কিছু পরবর্তীদের জন্য রেখে যায়। যেরূপভাবে পূর্ববর্তীরা তাদের জন্য রেখে গেছে। এভাবেই এক সময় মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যায় এরপর দুনিয়া তাকে ছুড়ে ফেলে। যেরূপভাবে পূর্ববর্তী লোকেরা নিঃশেষ হয়ে গেছে তেমনি এরাও একদিন নির্মূল হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা আখেরাতকে অনন্ত জীবনকাল বানিয়েছেন। জান্নাত-জাহান্নাম উভয়ের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে অংশ নির্ধারিত হয়ে গেছে। ভাল-মন্দের মাঝে ব্যবধান যোজন-যোজন। আল্লাহর দরবারে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এবং আপনাদের ঠিকানা জান্নাত বানান। আমীন।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া উপার্জন করা দুনিয়াপ্রীতি নয়। তবে প্রয়োজন সত্ত্বেও দুনিয়া উপার্জন না করার নাম 'যুহদ' যে দুনিয়া ভালবাসে এবং দুনিয়াবী কিছু পেলে খুশি হয়, তার অন্তর থেকে আখেরাতের ভয় দূর হয়ে যায়।

দৃশ্যত ধনী কিন্তু বাস্তবে গরীব

আব্দুল্লাহ বলেন, জনৈক জ্ঞানী বলেন, হে দুনিয়াদারগণ! তোমরা দৃশ্যত ধনী হলেও প্রকৃত বিচারে গরীব। তোমরা কষ্ট করে অর্থ উপার্জন কর ঠিকই কিন্তু তার থেকে উপকৃত হতে পার না। বরং তোমরা সর্বক্ষণ এই আশংকায় থাক যে, যে কোনো সময় তোমরা বিপদগ্রস্ত হবে। তোমরা দুনিয়ার ধোঁকার শিকার। আদিকাল হতেই তোমাদের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত হয়ে আছে। দুনিয়া তোমাদেরকে অধিক দুনিয়া অন্বেষণে ব্যস্ত রাখে, যাতে তোমরা এ দুনিয়া পেয়েও তার থেকে উপকৃত না হতে পার। দুনিয়া তোমাদেরকে নিত্য নতুন কষ্টে নিপতিত করে, যা তোমাদেরকে অধিক কষ্টের দিকে ঠেলে দেয়। তোমাদের প্রয়োজন কখনো শেষ হবে না। দুনিয়া তোমাদের সামনে একের পর এক প্রয়োজন তুলে ধরতে থাকবে, যতদিন তোমরা দুনিয়ার মাঝে ডুবে থাকবে ততদিন তোমাদের অবস্থা এমনই থাকবে।

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের ইন্তেকালের পূর্বের নসিহত

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র) তাঁর পড়ন্ত জীবনের শেষ খুতবায় বলেন :

আপনাদের কাছে যে মাল সম্পদ আছে তা মূলত পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া সম্পদ। যেরূপভাবে পূর্ববর্তীরা তা রেখে দুনিয়া হতে বিদায় হয়েছেন, তেমনি একদিন আপনারাও তা ছেড়ে চলে যাবেন, এটা তো আপনাদের চোখের সামনেই ঘটছে যে, আপনারা প্রতিদিন সকাল কিংবা বিকেলে কাউকে না কাউকে আলবিদা জানাচ্ছেন এবং তাকে ভূগর্ভে দাফন করছেন। যেখানে না আছে কোনো বিছানা, না আছে খাট-পালঙ্ক! সব কিছু রেখে তারা চলে গেছে। বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। কবরই হয়েছে তার শেষ ঠিকানা। হিসেব-কিতাবের ঝামেলায় পড়ে গেছে। যে নেক আমল পূর্বে করেছে, তার মুখাপেক্ষী হয়েছে। যা কিছু দুনিয়ায় রেখে গেছে তা তার কোনো কাজে আসেনি।

আল্লাহর শপথ! যদিও কথাগুলো আপনাদের লক্ষ্য করে বলছি, কিন্তু বাস্তবে আমিই তার বেশি মুখাপেক্ষী। আমি আমার মত মুখাপেক্ষী আর কাউকে দেখিনা। এ কথা বলে তিনি চোখে রুমাল স্থাপন করে হু হু করে কাঁদতে থাকেন। অশ্রুধারায় তার গণ্ডদেশ প্লাবিত হয়ে যায়। তিনি মিম্বর থেকে নীচে নেমে আসেন এবং নিজ মহলে ফিরে যান। একটু পরেই খবর আসে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। তাকে দাফন করতে নিয়ে যাওয়া হয়। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৫:২৬৬)

হযরত ফযল বিন ঈসার উপদেশপূর্ণ একটি পত্র

উবাইদুল্লাহ বিন আবুল মুগীরা কুরাইশী (র) বলেন, ফযল বিন ঈসা (র) আমার উদ্দেশে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। উপদেশপূর্ণ পত্রটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিম্নরূপ :

যে ঘরে (দুনিয়ায়) আমরা থাকি তা নিঃসন্দেহে নানা দুঃখ-কষ্টে ভরপুর। একদিন শেষ হয়ে যাওয়াই তার বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুই ধ্বংসশীল। দুনিয়াদাররা তার আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যতায় আনন্দে ডুবে থাকে, অথচ এই দুনিয়া একদিন তাদেরকে বিপদের দিকে ঠেলে দিবে। দুনিয়ার অবস্থা সব সময় এক রকম থাকে না, পরিবর্তন হতে থাকে। দুনিয়া মানুষকে বিভিন্ন

বিপদে পতিত করে। সচ্ছলতা দ্বারা দুনিয়াদারদের পরীক্ষা করা হয়। দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা নিন্দনীয়। আনন্দ-উল্লাস ক্ষণস্থায়ী। দুনিয়ার আনন্দ ফূর্তি কিভাবে স্থায়ী হতে পারে, অথচ সুখের পরেই থাকে দুঃখের পালা। মুসিবত একের পর এক আসতেই থাকে। মৃত্যু মানুষকে গ্রাসের জন্য সব সময় হা করে থাকে। এগুলো দুনিয়ার তীরের লক্ষ্যস্থল। মৃত্যু ধ্বংসে অপেক্ষমাণ। দুনিয়া মানুষকে তীরের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ছেড়ে দেয়। অবশ্যই মানুষকে মৃত্যুর ঘাঁটি পার হতে হবে, মৃত্যুর ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে হবে। এটা আল্লাহ তা'য়ালার অমোঘ বিধান, যার ব্যত্যয় হবে না। এটা উপেক্ষা করার কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার সাধ্য কারো নেই। ঐ ঠিকানা বড়ই মন্দ, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই এবং যার অবস্থানকারীরা ধ্বংস হবে। মানুষ দুনিয়ায় মুসাফিরের মত ক'দিন থাকে মাত্র। সফরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেই সে তার তাঁবুও গুটিয়ে নেয়। যেন যুগের ঘূর্ণিপাকে সে এগিয়ে চলছে আর তার পুনঃযাত্রার বাঁশি বেজে গেছে।

মৃত্যুর পরে মানুষ আলো-বাতাসহীন জঙ্গলে চলে যায়। কবরই হয় তার শেষ ঠিকানা। সেখানে সে একাকী পড়ে থাকে। ঘর হয় মাটির। মাটিই হয় বিছানা... সবকিছু!

পাশে অসংখ্য কবর থাকে। কিন্তু কবরওয়ালাদের অবস্থা ভগ্ন। সবাই পাশাপাশি ঘরে থাকে কিন্তু কেউ কারো খোঁজ খবর নেয় না।

কেউ কারো সাক্ষাতে আসে না। এমনকি কেউ কারো প্রতি চোখ তুলে পর্যন্ত দেখেও না। ইহা কি করেই বা সম্ভব? কেননা তাদের মৃতদেহ বিলীন হয়ে যায়। মাটি তাদেরকে খেয়ে ফেলে। তাদের গোশত-হাড্ডি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তারা দুনিয়া বন্ধু-বান্ধব ও আপনজন ছেড়ে গেছে। আর এমনভাবে গেছে যে, প্রত্যাবর্তনের নাম নেই।

মনে রেখ, একদিন আমাদেরও এ অবস্থা হবে, যেমন তাদের হয়েছে। আমাদেরকেও কবরে রাখা হবে কবরই হবে আমাদের ঘর। সেখানে আমাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ভোগা করা হবে। তখন ভয়ে সারা দেহ প্রকম্পিত হবে কিন্তু তা কোনো ফল বয়ে আনবে না। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৬:২০৬-২০৭)

ঘোষক মৃত্যুর নাকারা বাজিয়ে দিয়েছে

হাসসাম বিন মাইশাহ আয়াযী আবেদ বলেন :

হে দুনিয়ার পানি গ্রহণের প্রস্তাবক! তুমি একাই দুনিয়ার স্বামী নও দুনিয়া প্রতিদিন নতুন বর গ্রহণ করে আর পুরাতন স্বামীকে নির্মমভাবে সংহারিণী হত্যা করে। এটা তার নিত্য অভ্যাস। একজনকে বর হিসেবে বরণ করেই অন্যের দিকে মিতালির হাত বাড়ায়। আমিও দুনিয়ার ধোঁকার শিকার দুরবস্থা ক্রমেই আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও। পরবর্তী পাথেয় সঞ্চয় কর। কেননা মৃত্যুর ঘোষক মৃত্যুর নাকারা বাজিয়ে দিয়েছে (হিলয়াতুল আওলিয়া-১০:১৩৯)

ধন-সম্পদের আধিক্যে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ায় প্রেরণ করলে ইবলীস তার বাহিনীকে বলল, পৃথিবীতে বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেছে নিশ্চয়, যাও অনুসন্ধান করে দেখ তা কী? তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে বলল, বহু চেষ্টার পরও আমরা নতুন কোনো বিষয়ের হদিস বের করতে পারলাম না। ইবলীস বলল, ঠিক আছে, দেখি আমি বের করতে পারি কিনা। অতঃপর সে বের হয় এবং ফিরে এসে বলল, দুনিয়ায় শেষ নবীর আবির্ভাব হয়েছে। ইবলীস তার বাহিনীকে সাহাবীদের পিছনে লাগিয়ে দিয়ে বলল, যাও তাদেরকে পাপে প্ররোচিত কর। কিন্তু তারা শত চেষ্টা করেও সাহাবীদের আমলনামায় একটি গুনাহও জমা করতে পারল না। তারা ফিরে এলে ইবলীস বলল, তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তাদেরকে গুনাহে লিপ্ত করতে পারলে না? তারা নিরাশ কণ্ঠে বলল, এমন মানুষ জীবনে কখনো আমরা দেখিনি। তারা হাল্কা কিছু গুনাহ করলেও যখন নামায পড়ে তখন তাও মাফ হয়ে যায়। ইবলীস বলল, মন খারাপ করোনা, উদ্বিগ্ন হয়ো না। কদিন অপেক্ষা কর। অচিরেই তারা সম্পদশালী ও প্রাচুর্যতার অধিকারী হবে। এখন ব্যর্থ হলেও তখন তোমরা সফলকাম হবে। ধন সম্পদের আধিক্যহেতু তখন সহজেই তাদেরকে গুনাহে লিপ্ত করতে পারবে।

আমার ধ্বংস অনিবার্য!

আওন বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবা প্রায় নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, আমার ধ্বংস অনিবার্য! কেননা দুনিয়ার ব্যস্ততা আমার দিন দিন শুধুই বৃদ্ধি পাচ্ছে, অথচ দুনিয়া আমার ঠিকানা নয়। আমি দুনিয়ায় একের পর অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে চলেছি, অথচ এখানে আমি চিরকাল থাকব না। দুনিয়ার মাঝে আকণ্ঠ ডুবে যেতে চলেছি, অথচ সামান্য পরিমাণ দুনিয়া হলেই আমার চলে যায়। আমি দুনিয়াতে যতই নিশ্চিত থাকি না কেন আমার অবস্থা সর্বদা এক রকম থাকবে না। আমি আখেরাতের উপর দুনিয়াকে কিভাবে প্রাধান্য দিব, অথচ আমি জানি, যারা ইতিপূর্বে দুনিয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে তারা পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুনিয়া অর্জনের লালসা দিন দিন আমার বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ মৃত্যুকালে যা কিছু রেখে যাব তা আমার কোনো কাজে আসবে না। আমার জীবনাবসান ঘটবে পূর্বেই আমি কেন দ্রুত আমলের প্রতি ধাবিত হচ্ছি না! নিজে নিজেকে বন্দী করার পূর্বে কেন নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করব না? আমি নিজেকে কেন তাতে জড়াব, যা বরদাশত করার সামর্থ্য আমার নেই। আমি দুনিয়াতে যতই প্রফুল্ল ও হর্ষিত হই না কেন, চিরকাল তা থাকবে না; একদিন শেষ হবেই। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৪:২৫৮)

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র) প্রায় সময় এই ব্যতিক্রম দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! দুনিয়া আমাদের প্রতি প্রশস্ত করে তার ব্যাপারে আমাদের অনীহা সৃষ্টি কর। দুনিয়া আমাদের প্রতি সংকীর্ণ করে আমাদেরকে তার প্রতি আগ্রহী করো না।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (র) বলতেন, আছে কি এমন কোনো বীর বাহাদুর, যে দুনিয়ার প্রতি নারাজ হয়ে সারা দুনিয়াকে দেখতে পারে?

সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তারা নেক আমল করতেন, হালাল মাল খেতেন, উদ্বৃত্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন। দুনিয়াদারগণ দুনিয়ার প্রতি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতেন না। শাসন ক্ষমতা লাভের মোহ তাদের ছিল না। নেক কাজে দুনিয়ার অপমান অবমাননায় পিছু হটতেন না। তারা দুনিয়ার ভাল দিক গ্রহণ করতেন এবং মন্দ দিক বর্জন করতেন। আল্লাহর কসম! তারা

নেক আমল করে তাকে শানিত ও ধারালো করতেন না। মন্দ কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন না।

হযরত ইবরাহীম তাইমী (র) বলেন, যারা তোমাদের পূর্বে ছিলেন তাদের দিকে দুনিয়া দৌড়ে আসত এবং তারা দুনিয়া হতে পলায়ন করত। এতে তাঁদের কি কোনো ক্ষতি হয়েছে না তাঁদের মর্যাদা কোনো অংশে কম হয়েছে? এর বিপরীতে তোমরা সারাদিন দুনিয়ার পেছনে লেগে থাক কিন্তু দুনিয়া তোমাদের হাতে ধরাই দিতে চায় না। উপরন্তু তোমরা দিন-রাত দুনিয়ার বিভিন্ন বিপদ আপদে নির্যাতিত হয়েই আছ। অতএব তোমরা নিজেদের এবং পূর্ববর্তীদের অবস্থার তুলনা কর।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, নবীজীর সাহাবীগণ হতে তোমাদের জিহাদও লম্বা নামাযও বেশি, তারপরেও তাঁরা তোমাদের থেকে অনেক উত্তম ছিলেন। তাঁর সাথীগণ জানতে চান, এটা কিভাবে হলো, জবাবে তিনি বলেন, তাঁরা তোমাদের তুলনায় অধিক দুনিয়াবিমুখ এবং এর বিপরীতে অধিক আখেরাতমুখী ছিলেন। (হিলয়াতুল আওলিয়া-১:১৩৬)

ইমাম শা'বী (র) বলেন, হযরত ইমাম শুরাইহ (র) বলতেন, দুনিয়াকে নিন্দা-মন্দ করা খুব সহজ কাজ। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যারা দুনিয়াকে কথায় কথায় ভৎর্সনা করে তারাই আবার তা অর্জনে অধিক প্রয়াসী হয়।

সেদিন দূরে নয় যেদিন আমার লাশ কাঁধে বহন করা হবে

আব্দুল্লাহ বলেন, আবু ইসহাক কুনাশী তাইমী আমাকে কয়েকটি পংক্তি শুনান, যার ভাবার্থ নিম্নরূপ—

তুমি দুনিয়ার প্রতি মোহ রাখ অথচ আমরা তাকে ভৎর্সনা করি। আমার যৌবনের কসম! আমি দুনিয়ার ভয়ে আতঙ্কিত। আমার এ চিন্তাও হয় না যে, অতীত দিনগুলো আমার যৌবনকে সংকুচিত করছে। আমি স্পষ্ট চোখে দেখছি সেদিন দূরে নয়, যেদিন মানুষ আমার লাশ কাঁধে উঠিয়ে এক গর্তের দিকে নিয়ে যাবে। আমার কবর মাটি দ্বারা ভরে দেয়া হবে। সেখানে অনেক চেহারা মলিন থাকবে। অনেকে ইন্নালিল্লাহ বলে কাঁদতে থাকবে। তাদের কান্নার আওয়াজে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে যাবে। আমি তাদের থেকে যেহেতু সম্পূর্ণ উদাসীন থাকব, তাই তাদের জবাব দেব কোত্থেকে?

দুনিয়ার স্বাদ বিনাশকারী হে মৃত্যু! তোমার হাত থেকে পালিয়ে কেউ রেহাই পাবে না। তোমার পক্ষ হতে আগত বিপদ সম্পর্কে আমি ভীষণ ভীত ও আতঙ্কিত। (হিলয়াতুল আওলিয়া ১০:১৬১)

জুলকারনাইনকে ফেরেশতার নসিহত

একবার এক ফেরেশতার সাথে সেকেন্দার জুলকারনাইনের সাক্ষাৎ হয়। বাদশা ফেরেশতাকে বললেন, আমাকে এমন আমল শিক্ষা দিন, যাতে আমার ঈমান ও ইয়াকিন বৃদ্ধি পায়। ফেরেশতা জবাবে বললেন, আপনি তা করতে পারবেন না। বাদশা বললেন, আপনি বলুন, হয়ত আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তা করার হিম্মত দান করবেন। ফেরেশতা বললেন, নিম্নোক্ত কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং তা পালন করার চেষ্টা করবেন

১. ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ে পেরেশান হবেন না।

২. আল্লাহ আপনাকে রাজত্ব ও ধন-দৌলত দিলে তা পেয়ে আত্মহারা হবেন না।

৩. কোনো দিন আপনার রাজত্ব ও দৌলত ছিনিয়ে নেয়া হলে তাতে দুঃখিত ও চিন্তিত হবেন না।

৪. আল্লাহ তা'য়ালার ব্যাপারে ভাল ও সু-ধারণা রাখবেন।

৫. যা নিজের জন্য ভাল মনে করবেন তা অন্যের জন্যও ভাল মনে করবেন

৬. রাগ করবেন না। কারণ মানুষের রাগের সময় শয়তান তার উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে।

৭. রাগকে খেয়ে হজম করে ফেলবেন। ধৈর্যের পানি দ্বারা রাগ ঠাণ্ডা করবেন

৮. তাড়াহুড়া করবেন না। কারণ তাতে ভুল হয়ে যেতে পারে

৯. শত্রু মিত্র, আপন পর সকলের সাথে নরম-কোমল ও মার্জিত ব্যবহার করবেন।

১০. কঠোর মেজাজী ও অহংকারী হবেন না।

দু'টি উত্তম গুণ

হযরত মাসরূক (র) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, যারা একদিকে দুনিয়াত্যাগী আর অপরদিকে আখেরাতমুখী তাদের মর্যাদা কেমন? জবাবে তিনি বললেন, যাদের মাঝে এ দু'টি গুণ থাকে, আমার দৃষ্টিতে তাদের থেকে উত্তম আর কেউ নেই।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর (রা)-এর কাছে জানতে চান, যারা দুনিয়ার প্রতি বিমুখ ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহী থাকেন তারা কোথায়? হযরত ইবনে উমর (রা) তাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা)-এর কবর দেখিয়ে বললেন, এই হলেন তাঁরা, যাদের ব্যাপারে তুমি জানতে চেয়েছ। (হিলয়াতুল আওলিয়া ১:৩০৬ ৩০৭)

হযরত মুতাররিফের ঘটনা

হযরত মুতাররিফ বিন শিখখীর (র)-এর স্ত্রী কিংবা এক আত্মীয়ের ইন্তেকাল হয়ে যায়। এতে মুতাররিফের ভাইয়েরা পরস্পর আলোচনা করে যে, চলো আমরা মুতাররিফের কাছে যাই, যেন শয়তান তাকে একা পেয়ে ধোঁকা দিয়ে শরীয়তবিরোধী কাজে প্ররোচিত না করে। ভাইয়েরা মুতাররিফের বাড়ীতে গেলে তিনি তাদের সামনে উৎফুল্ল ও স্বাভাবিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এতে ভাইয়েরা বিস্মিত হয়ে বলল, আমরা আশঙ্কায় ছিলাম, আপনি শোকে কাতর হয়ে পড়েন কিনা। আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করেছেন। মুতাররিফ তাদের কথা শুনে বললেন, এটি তো একটি জান ছিল যা দেহ ছেড়ে চলে গেছে। আমি যদি সারা দুনিয়ারও মালিক হয়ে যেতাম অতঃপর কেয়ামতের দিন এক ঢোক পানির বদলে সারা দুনিয়া নিয়ে নেয়া হত তাহলে আমি দিয়ে দিতাম। (হিলয়াতুল আওলিয়া-২:১০০)

প্রেমিকের সাথে দুনিয়ার আচরণ

হযরত হাসান বসরী (র) বলতেন, দুনিয়া তার প্রেমিকদেরকে সর্বক্ষণ দুঃখ-দুর্দশায় লিপ্ত রাখে। তার অন্তরকে বিমর্ষ ও অসুস্থ রাখে। যদি তুমি অন্তরে দুনিয়ার প্রতি বিদ্বেষ রাখ, তাহলে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। অন্যথায় যদি দুনিয়ার প্রেমে মজে যাও, তাহলে নিশ্চিত বিপদাপদে ফেঁসে যাবে।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র) বলতেন, আমি দুর্ভাগা লোকদের প্রতি খেয়াল করে দেখেছি যে, তারা দুনিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র বিমর্ষ ও দুঃখিত হয় না,

অথচ তারা দুনিয়াপ না খেয়ে না পরে থাকে। আমি দুনিয়াকে পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি যে, মানুষের প্রতি তার গভীর ভালবাসার দাবী সত্ত্বেও সে গ্রীষ্মের বাদলের মত দ্রুত শেষ হয়ে যায়। অনেকটা ঐ মুসাফিরের মত, যে তার প্রয়োজন পূর্ণ হতেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ছাকাফী বলেন, জনৈক বিজ্ঞজন বলেছেন, দুনিয়াতে থেকে সে ব্যক্তি কিভাবে খুশি হয়, যার একদিন এক মাসকে, একমাস এক বছরকে, এক বছর তার সমগ্র জীবনকে বরবাদ করে দেয়। অনুরূপ সে ব্যক্তি দুনিয়াতে কিভাবে প্রফুল্ল হতে পারে, যার জীবন তাকে প্রতিদিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তার বয়সও তাকে সর্বক্ষণ মৃত্যুর পানে ধাবিত করছে।

আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ছাকাফী (র) আমাকে জানিয়েছেন যে, এক বিজ্ঞ লোক বলেছেন :

প্রতিটা দিন তীরের মত। মানুষ হলো তার নিশানা। যুগ প্রত্যহ এক একটি করে তীর তোমার দেহে নিক্ষেপ করে প্রতিনিয়ত তোমাকে কাবু করে চলেছে। এ ভাবে তীর নিক্ষেপে তোমার দেহ জর্জরিত করে একদিন তোমাকে নিঃশেষ করে দিবে। দিন-রাত যখন প্রত্যহ তীর নিক্ষেপ করে তোমাকে আহত করে চলেছে, তখন তুমি কিভাবে দুনিয়াতে ভাল ও নিরাপদ থাকার দাবী করবে? তুমি যদি জানতে পারতে, প্রত্যেকটি দিন তোমাকে কিভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে এবং অচিরেই তোমাকে ধরাশায়ী করে ছাড়বে, তাহলে একেকটি দিন তোমার অত্যন্ত আতংকের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হত এবং প্রতিটি দিন তোমার কাছে দুর্বিষহ মনে হত। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা'র প্রক্রিয়া ও পরিচালনা ধারণার বাইরে। দুনিয়ার এ ভয়াবহ পরিণতি ও পরিস্থিতির কথা যারা ভুলে যেতে পারে তারাই কেবল দুনিয়াতে থেকে খুশি হতে পারে। দুনিয়া তাদের কাছে সুস্বাদু ও মজাদার মনে হতে পারে। সেই দুনিয়া ডাক্তারের তিক্ত বড়ির চেয়েও মারাত্মক তিক্তকর, যাকে স্বপ্ন বলা হয় তার চেয়েও স্বপ্নমোহনী। দুনিয়ার বাহ্যিক দিক এতই সৌন্দর্যমণ্ডিত যে, কোনো বক্তার পক্ষে তার পূর্ণ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। দুনিয়ার বহু কৌতুক এবং বিস্ময়ের পরিধি এত বিস্তীর্ণ যে, আলোচনা করে তা শেষ হবার নয়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করুন। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৯২-২৯৩, হিলয়াতুল আওয়ালিয়া-১০:১৫০)

দুনিয়ার সময়ের পরিধি

[illegible] বলেন, এক বিজ্ঞজনকে বলা হলো, আমাদের সামনে দুনিয়ার গুণাবলী এবং তার স্থায়িত্বের মেয়াদ সম্পর্কে আলোচনা করুন। তিনি বলেন:

'দুনিয়া' ঐ ক্ষণিক মুহূর্তের নাম, যে সময়ে তোমার চোখের পলক পড়ে। এর বাইরের যে সময় তা তুমি ফিরে পাবে না আর যে সময় এখনও আসেনি তার আসা না আসা কোনোটিই নিশ্চিত নয়। 'কাল' ভবিষ্যতে আগত এক দিনের নাম। রাত যার পরিসমাপ্তির খবর দেয়। ক্ষণ তাকে গুটিয়ে আনে। অবস্থার পরিবর্তন ও ক্ষতির মাধ্যমে মানুষের উপর তার বিপদাপদ একের পর এক আসতেই থাকে। দলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। ঐক্যকে ভেঙে খান খান করে দেয়। রাজত্বের হাত বদল করা কালের অন্যতম কাজ। মানুষের আশা অসীম কিন্তু জীবন সসীম। দুনিয়ার সবকিছুর মোড় একদিন আল্লাহ তা'য়ালার দিকে ঘুরবে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩ ২৯৩)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا
يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

যার কোনো ঘর নেই দুনিয়াই তার ঘর। যার কোনো মাল নেই দুনিয়াই তার মাল। দুনিয়াতে সেই সঞ্চয় করে যার কোনো জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। (মুসনাদে আহমাদ)

সাহাবীদের ব্যাপারে নবীজীর আশঙ্কা

হযরত আমর ইবনে আউফ (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)কে বাহরাইনের গভর্নর করে প্রেরণ করেন। তিনি সেখান থেকে কিছু মাল সম্পদ নিয়ে আসেন। আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে ফজরের নামায তাঁর পিছনে আদায় করেন। নবীজী নামায থেকে ফারেগ হলে সাহাবারা নবীজীর কাছাকাছি এসে বসেন। নবীজী তাদের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বলেন :

أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ؟ قَالُوْا: أَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ فَأَبْشِرُوْا وَأَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّيْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ -

আমার মনে হয় তোমরা জানতে পেরেছ যে, আবু উবাইদা কিছু মাল নিয়ে এসেছে। তারা বলেন, জ্বি হ্যাঁ হে আল্লাহর রসূল! নবীজী বলেন, হাসি-খুশি থাক। তোমাদের ইচ্ছা পূরণ হবে। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের নিঃস্ব হওয়ার আশঙ্কা করি না, বরং আমার আশঙ্কার বিষয় হলো, যেন তোমরা পূর্ববর্তীদের মত প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী না হয়ে যাও। তাহলে তোমরা তার প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে যাবে, যেমন পূর্ববর্তীরা গিয়েছিল। যার পরিণতিতে তোমরাও একদিন তাদের মত ধ্বংস হয়ে যাবে' (বুখারী, মুসলিম, কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক-৫০২)

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন :

الدُّنْيَا مَلْعُوْنٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلاَّ مَا كَانَ فِيْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

দুনিয়া অভিশপ্ত' অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে তার সবই। তবে তা ব্যতীত, যা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। (কানযুল উম্মাল-৩.১৮৫)

হযরত উকবা বিন আমের জুহানী (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮ বছর পর উহুদ শহীদানের এভাবে জানাযা নামায পড়েন, যেন জীবিত ও মৃতদের থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এর পরে মিম্বরে আরোহণ করে বলেন :

আমি তোমাদের পূর্বে দুনিয়া ছেড়ে যাব এবং আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষী হব। আমার সাথে তোমাদের পরবর্তী দেখা হবে হাউযে কাউসারের নিকটে। আমি এখান থেকে দৃশ্য কেমন যেন দেখছি। আমি এ আশঙ্কা করি না যে, তোমরা আমার পরে শিরক করবে, বরং আমার আশঙ্কা হলো, যেন তোমরা

দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে না পড়। হযরত উকবা (রা) বলেন, এটা ছিল নবীজীর সাথে আমার আখেরী দীদার। (মুসনাদে আহমাদ ৪ ১৯)

এক সাহাবীর শিক্ষণীয় ঘটনা

হযরত ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ (র) বলেন, হযরত মুআবিয়া (রা) এর শাসনামলে আমি একদিন তাঁর খেদমতে গেলাম। সেখানে কতিপয় শামী লোকের মজলিস চলছিল। আমি মজলিসের কাছে গিয়ে বসলে এক ব্যক্তি আমাকে বলল, আপনার পরিচয় কী? আমি বললাম, আমি ইবরাহীম বিন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ। লোকটি বলল, আল্লাহ তোমার পিতার উপর রহম করুন। আমাকে অমুক ব্যক্তি তার এই ঘটনা শুনিয়েছেন যে, আমি সাহাবীদের সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করব এবং সে সময়কার ঘটনা নতুনভাবে স্মরণ করব। এ নিয়তে আমি হযরত উসমান (রা)-এর যুগে মদীনায় যাই এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ ব্যতীত বাকী সাহাবীদের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমি তাঁর খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, তিনি যারফ নামক স্থানে জমি-জমা দেখা-শুনার জন্য গিয়েছেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে সেখানে গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি খালি গায়ে বেলচা হাতে নিয়ে জমিতে পানির প্রবাহ নিষ্কণ্টক করছেন। তিনি আমাকে দেখে হাতের বেলচা রেখে দিয়ে শরমে গায়ে চাদর জড়িয়ে দেন। আমি তাকে সালাম দিয়ে বললাম, আমি এক বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু এখানে এসে যা দেখলাম তাতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত। শরীয়তের যে সমস্ত বিধান আমাদের নিকটে এসেছে তা কি আপনাদের নিকটেও এসেছে? আপনারাও কি ঐ সকল বিষয় জানেন যা আমরা জানি?

হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) বলেন, নিঃসন্দেহে যে সমস্ত বিধান তোমাদের কাছে এসেছে তা আমাদের কাছেও এসেছে। তোমরা যা জান আমরাও তা জানি। লোকটি বলল, তাহলে এর কারণ কি যে, আমরা দুনিয়া থেকে বিমুখ হচ্ছি অথচ আপনারা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন?

তিলাওয়াতের আহ্বান কানে পড়তেই আমরা ময়দানে লাফিয়ে পড়ি অথচ আজ আপনারা তাকে কঠিন মনে করছেন? অথচ আপনারা আমাদের পূর্বসূরী, আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আমাদের সম্মানিত নবীর সাহাবী।

হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা) বলেন, তোমার কথাই ঠিক আছে। কিন্তু আসল কথা হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সাথে আমাদের সংঘর্ষ অবস্থায় পরীক্ষা করা হয়েছে। তখন আমরা সবর করেছি এবং অটল অবিচল ছিলাম, আর বর্তমানে স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের সময়ও আমাদের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারছি না। (কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক ৫১৯)

এক সাহাবীর আজব স্বপ্ন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সা'দা (রা) নবীজীর একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একদিন একটি আজব স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নের বৃত্তান্ত হলো :

দেখলাম, আমি এক পাহাড়ে বসা আছি। হঠাৎ সেখানে এই উম্মতের এক দল লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা আসতে আসতে আমার কাছাকাছি এলে তাদের সামনে একটি বিরাট ঘাটি পড়ে। ঘাটিতে সাজ-সরঞ্জামের উপকরণ ছিল চোখে পড়ার মত। দলটি ঐ ঘাটির পাশ দিয়ে গমন করে কিন্তু কেউ তার পানে চোখটি তুলে পর্যন্ত তাকায় না। দলটি চলে যাবার পরে ঘাটি তার উপকরণসহ অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি স্বস্থানেই বসে নীরবে এ আজব দৃশ্য দেখতে থাকি। একটু পরে আরেকটি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ দলটির সামনেও সাজ-সরঞ্জামে ভরপুর একটি ঘাটির উদয় হয়। দলটির কিছু লোক চলতে চলতে সেখান থেকে কিছু উপকরণ হস্তগত করে আর অনেকে কিছুই নেয় না। দলটি ঐ ঘাটি অতিক্রম করলে ঘাটিটি বিস্ময়করভাবে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি আগের মতই সেখানে বসে থাকি। একটু পর তৃতীয় আরেকটি দল আসে। তাদের সামনেও রহস্যময় ঘাটিটি পুনরায় উদয় হয়। এ দলটি ঘাটিটির সাজ-সরঞ্জামের ফাঁদে পড়ে যায়। দলটির প্রথম আরোহী ঘাটির কাছে এসেই বাহন হতে নেমে পড়ে এবং তার অনুসরণে সকল আরোহীও সেখানে যাত্রাবিরতি করে। সকলে সাজ-সরঞ্জামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দু'হাতে যে যা পায় লুটে নেয়। আমি হলাম তাদের মধ্যে যারা দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামে ফেঁসে গেছে এবং দুনিয়া লুট করেছে। আসল আরোহী তারা যারা দুনিয়ার ঘাটি নিরাপদে অতিক্রম করে গেছে। (কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক ৫০৬)

যুহদ সবচেয়ে উন্নত ইবাদাত

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ فِى الدُّنْيَا۔

দুনিয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার যত ইবাদাত করা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ইবাদাত হলো যুহদ। (কানযুল উম্মাল ৩.২০৩)

হযরত আলী (রা) বলেন, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি যুহদ অবলম্বন করবে, সে বিপদ মুসিবতে স্বাভাবিক থাকবে, পেরেশান হবে না। আর যে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকবে, সে নেক কাজে অত্যন্ত দ্রুততর হবে (কিতাবুয যুহদ)

বনূ আবু কায়েসের এক ব্যক্তি বলেন, তোমরা কোথায় চলেছ? বরং তোমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? অথচ মৃত্যু চুপি চুপি তোমাদের পিছু নিয়েছে। তোমাদের রুহকে ক্ষণস্থায়ী ঘর (দুনিয়া) থেকে বের করে চিরস্থায়ী ঘরের (আখেরাতের) দিকে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করছে। বিলাসিতায় ডুবে থাকা দেহকে বড়ই ক্ষিপ্রগতিতে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। (হিলয়াতুল আওলিয়া-১০:১৫১)

হাসান বসরী (র)-এর হৃদয়স্পর্শী কথা

আবু মারহুম আব্দুল আযীয বলেন, আমরা হযরত হাসান বসরী (র) এর সাথে এক অসুস্থ ব্যক্তির সেবায় গিয়েছিলাম। হযরত হাসান বসরী (র) অসুস্থ ব্যক্তির কাছে জানতে চান, এখন কেমন অনুভব করছেন। লোকটি বলে, খেতে মনে চায় কিন্তু গিলতে পারি না। পান করতে মনে চায় কিন্তু পানির ঢোক কণ্ঠনালী অতিক্রম করতে পারে না। তার এ কথা শুনে হযরত হাসান বসরী (র) কেঁদে উঠে এবং বলেন, দুনিয়ার ভিত্তিই হলো রোগ ব্যাধি এবং বিপদ মুসিবতের উপর। ধরলাম, ভাগ্যক্রমে তুমি রোগ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পাবে কিন্তু তাই বলে মৃত্যুর হাত থেকে কি বাঁচতে পারবে। তাঁর এই মর্মস্পর্শী কথা শুনে ঘরের সকলেই ডুকরে কেঁদে ওঠে এবং তীব্র স্বরে কান্নার রোল পড়ে যায়।

মানুষের অবস্থা দেখে আমার তাজ্জব লাগে

জমআ বিন নবীগা বলেন, আমি উকলানে এক শায়েখকে দেখি যে, লোকজন তাকে কেন্দ্র করে ভীড় জমিয়ে রেখেছে। শায়েখ লোকদেরকে বলছেন, মানুষের এই অবস্থা দেখে আমার ভীষণ তাজ্জব লাগে যে, তারা নিজেদের চোখে প্রতিদিন দেখে যে, কাউকে না কাউকে কবরে স্থানান্তর করা হচ্ছে, কিন্তু তারপরেও তারা দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকে! তিনি এ কথা বলেই বেহুশ হয়ে যান।

হযরত রবী বিন আনাস (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

كَفَى بِالْمَوْتِ مُزْهِدًا فِي الدُّنْيَا وَمُرَغِّبًا فِي الْآخِرَةِ

দুনিয়ামুখী হওয়া থেকে ফিরে আখেরাতমুখী হওয়ার জন্য মৃত্যুর স্মরণই যথেষ্ট (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-৭:৭৮)

আবু বকর বলেন, জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি একটি কবিতা বলেন, যার অর্থ নিম্নরূপ ছিল।

হে দুনিয়ার বাসিন্দা' তোমরা কি ঐ ঘর আবাদ করে চলেছো, যেখানে মৃত্যুর কারণে কেউ থাকে না? মৃত্যু এমন এক জিনিস, যার ব্যাপারে তোমারও জানা আছে যে, তা অনিবার্য। কিন্তু তারপরেও তুমি তার ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলেছ' মৃত্যু কোনো দিন পরামর্শ করে আসে না এবং তার অনুমতিও লাগে না। ভাল করে মনে রেখ, দুনিয়াতে যা তুমি জমা করে যাচ্ছ, তা তুমি ভোগ করতে পারবে না; ইহা তুমি অন্যদের জন্য জমা করছ।

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ মুমিন বান্দাদেরকে দুনিয়া হতে এমনভাবে রক্ষা করেন, যেমনভাবে স্নেহশীল রাখাল তার বকরীগুলো ক্ষতিকর চারণভূমি থেকে দূরে রাখে। (হিলয়াতুল আওলিয়া ১ ২৭৬)

আফসোস! ভরসা মালের উপর: আমলের উপর নয়

হযরত হাসান বসরী (র) অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী কথা বলেছেন, যা যেমন সর্বক্ষেত্রে তেমনি চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। তিনি বলেন

মানুষ বড়ই নির্বোধ। সে এমন ঘরে (দুনিয়াতে) বেশিদিন থাকতে চায় যার প্রতিটি হালাল বস্তুর জন্য হিসেব দিতে হবে এবং হারামের জন্য শাস্তির সম্মুখীন হবে। মানুষ মালের উপর ভরসা রাখে, আমলের উপর রাখে না। দ্বীনি ব্যাপারে ক্ষতি হলে নাখোশ হয় না কিন্তু দুনিয়াবী ব্যাপারে ক্ষতি হলে চরম মনক্ষুণ্ণ হয় এবং হা-হুতাশ করে। (কিতাবুয যুহদ)

আব্দুল্লাহ বিন আলী নূহ বলেন, আমি এক আল্লাহর ওলীকে বলতে শুনেছি, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা সুধীজনদের মাঝেই চূড়ান্ত রূপ পায় এবং তাদের দৃষ্টিতে দুনিয়া অতি তুচ্ছ ও হীন হয়ে যায়। (নিহায়াতুল আদব-৫:২৪৮)

দুর্লভ দু'টি পত্র

হযরত হাসান বসরী (র) ও হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র) উভয়ই সমসাময়িক ও উচ্চ পর্যায়ের তাবেয়ী ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (র) একবার হযরত উমর বিন আযীয (র)-এর কাছে পত্র লেখেন :

سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ : فَكَأَنَّكَ بِآخِرِ مَنْ كُتِبَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ قَدْ مَاتَ

আসসালামু আলাইকুম। পর সমাচার, নিজেকে সব সময় এমন মনে করবেন যে, এখন যাদের মৃত্যু হবে, তাদের মধ্যে আমার নাম সবার আগে।

প্রত্যুত্তরে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র) হযরত হাসান বসরী (র) কে লিখেন :

سَلَامٌ عَلَيْكَ كَأَنَّكَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ وَكَأَنَّكَ بِالْآخِرَةِ لَمْ تَزَلْ

সালাম [illegible] পর কথা হলো, নিজেকে এমন মনে করবেন যে, যেন দুনিয়াতে নেই এবং আমাকে চিরকাল আখেরাতে থাকতে হবে। (ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৭)

আখেরাত পেতে হলে দুনিয়া ছাড়তে হবে

হযরত ঈসা (আ) বলেন, তোমরা দুনিয়া না ছাড়লে কখনো আখেরাত পাবে না এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আশা পূরণ হবে না। দুনিয়াদারদের পরিণতি দেখলে কষ্ট লাগে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, না খেয়ে না পরে দুনিয়া জমা করে অথচ এক সময় সব কিছু ফেলে খালি হাতে চলে যায়। দুনিয়া মানুষকে একের পর এক ধোঁকা দিতেই থাকে, অথচ মানুষ তাকেই আপন থেকে আপন মনে করে। যারা দুনিয়ার ধোঁকার শিকার, তাদের জন্য শত আফসোস! ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য অনিবার্য, দুনিয়া হয় যার চিন্তা-চেতনা। গুনাহ এবং বদ আমল হয় যার পুঁজি। এমন ব্যক্তি কেয়ামতের ময়দানে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হবে।

দুনিয়াকে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করোনা

আব্দুল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ বিন ওববাক আমাকে একটি কবিতা শুনিয়েছেন, যার সারমর্ম এরূপ :

মৃত্যু দুনিয়ার চাকচিক্য, সৌন্দর্য ও দুনিয়াদারদের জন্য ধ্বংসের প্রতীক। দুনিয়াকে কখনো তিরস্কার ভর্ৎসনা করো না। তার সবকিছুই প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট। দুনিয়াদারদের জন্য দুনিয়ার কোনো ত্রুটি এমন নেই, যা সে প্রকাশ করেনি। দুনিয়া স্ত্রী-পরিবার-পরিজনকে ধ্বংস করে দেয়। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে দুনিয়া তার অনুগত হয়ে থাকে। দুনিয়া মানুষের সাথে শত্রুসুলভ আচরণ এবং তাকে দিনরাত নির্যাতন করা সত্ত্বেও মানুষ ক্রমেই তার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে এবং তাকে ভালবাসছে। (বাহজাতুল মাজালিস ২:২৮৮, মুহাজারাতুল আবরার ১:২০)

দুনিয়া বিজলীর চমকের মত ক্ষণস্থায়ী

আব্দুল্লাহ বলেন, সাঈদ বিন মুহাম্মাদ আল্লেনী আমাকে এই কবিতা শুনিয়েছেন, যার সার কথা এমন :

দুনিয়া দুনিয়াদারদের মহব্বতকে পঙ্কিল বানিয়ে দিয়েছে। দুনিয়া হচ্ছে মুসিবতে ভরপুর একটি স্থান। দুনিয়াতে যদি মুসিবত নাও থাকত তবুও কোনো বিজ্ঞ লোক কোনো অবস্থাতেই দুনিয়ার মহব্বত করাকে পছন্দ করত না।

সুধী! তুমি কি দেখনি দুনিয়ার এ অদ্ভুত আচরণ যে, সে তার সন্তানকে একদিকে দুধ পান করায় আবার অপরদিকে আজব পদ্ধতি ও সুকৌশলে তাকে ধ্বংসের চূড়ান্ত ব্যবস্থাও সম্পন্ন করে। দুনিয়া কাউকে সাহায্য করলে তার ভাল-মন্দ কোনোটির ধর্তব্য নেই। দুনিয়া বিজলির চমকের মত ক্ষণস্থায়ী। মুহূর্তে দেখা দিয়ে আবার উধাও হয়ে যায়। আকাশে প্রস্ফুটিত প্রথমদিকের তারকারমত দ্রুত হারিয়ে যায়।

দুনিয়া সাক্ষাতের স্থান নয়

সালেহ বিন মালেক বলেন, উম্মে ইবরাহীম ইবরাহীমের কাছে একটি পত্র লিখেন। তারা উভয়ে মক্কা থাকলেও একটু দূরে ছিলেন। তিনি পত্রের মাধ্যমে তার কাছে আসার অনুমতি চান। জবাবে ইবরাহীম লেখেন :

যেখানে আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান, তা স্থায়ী ঠিকানা নয়, এটা পথিক ও মুসাফিরদের যাত্রা বিরতিস্থল মাত্র। দুনিয়ায় পিতা-মাতা ও সন্তানের আনন্দের দিন মাত্র ক'দিন থাকে। দুনিয়া তো এমন স্থান যেখানে কেউ চিরকাল অবস্থান এবং সর্বদা পরস্পরের সাক্ষাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আখেরাত এমন স্থান, যেখানে চিরকাল সবাই থাকবে, কেউ অনুপস্থিত হতে পারবে না। যদি এ ব্যাপারে আপনার কোনো সন্দেহ থাকে, তাহলে চিন্তা করুন, সেসব বাদশা আজ কোথায়, যারা প্রতাপের সাথে দুনিয়াতে ছিলেন? প্রতাপশালী জাতি ও সম্প্রদায় কোথায়, যারা একদিন পৃথিবীতে ছিল? সেসব সৈন্যরা কোথায়, যারা দীনদের যুদ্ধ করত? সেসব মহলওয়ালারা কোথায়, যারা মজবুত আলীশান মহল তৈরী করত? এর একটাই জবাব, আর তা হলো, সকলেই জীবনের মেয়াদ শেষে মৃত্যুর কোলে এমনভাবে ঠাঁই নিয়েছে যে, যেন কোনদিনই তারা দুনিয়াতে আসেনি এবং এখানে বসবাস

করেনি। তারা সকলে এমন স্থানে চলে গেছে, যেখানে অন্তরঙ্গ বন্ধুও কোনো কাজে আসেনা। দুনিয়ার কিছুই আপনার নয়, শুধু এতটুকু, যা স্বয়ং আস্বাদতে পারেন। দুনিয়াতে যারা আছে তারাও অতিশীঘ্রই এখান থেকে প্রস্থান করবে।

লাশের সাথে হযরত ঈসা (আ)-এর কথোপকথন

হযরত আব্দুর বিন সাঈদ বর্ণনা করেন, হযরত ঈসা (আ) তাঁর হাওয়ারীন তথা সহচরদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বসতির পাশ দিয়ে গমনকালে বসতির লোকদেরকে এখানে-ওখানে মরে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি সহচরদের ডেকে বলেন :

প্রিয় সহচরবৃন্দ! এ সকল লোক আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণে ধ্বংসের কবলে পড়েছে। অন্যথায় তারা স্বাভাবিক নিয়মে মারা যেত এবং তাদের দাফনের ব্যবস্থা হত। সহচরগণ অনুরোধ জানান, হে রুহুল্লাহ! আমরা তাদের ঘটনা জানতে ইচ্ছুক। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর দরবারে হাত তোলেন। আল্লাহর তা'য়ালা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে, রাত গভীর হলে আওয়াজ দিবেন, দেখবেন তারা নিজেরাই নিজেদের পরিণতির ঘটনা জানিয়ে দিবে। রাত হলে হযরত ঈসা (আ) একটি উচ্চ টিলার উপর দাঁড়িয়ে লাশদের উদ্দেশে বলেন, হে বসতির লোকগণ! একপ্রান্ত হতে সাথে সাথে জবাব আসে, হে রুহুল্লাহ! আমরা উপস্থিত। বলুন আপনি কি জানতে চান? হযরত ঈসা (আ) বলেন, তোমাদের অবস্থা ও ধ্বংসের ঘটনা জানতে চাই। একটি লাশ বলল, আমরা নিরাপদেই রাত্রি যাপন করি কিন্তু সকালে আমাদের অবস্থান হয় জাহান্নামে। হযরত ঈসা (আ) জিজ্ঞাসা করেন, এমনটি কেন হলো? লাশ বলে, আমরা দুনিয়াকে খুব ভালবাসতাম এবং নাফরমানদের কথামত চলতাম। হযরত ঈসা (আ) জানতে চান, দুনিয়ার প্রতি তোমাদের ভালবাসা কেমন ছিল? লাশ বলে, দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা যেমন তার মাকে ভালবাসে। আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, দুনিয়া অর্জিত হলে খুশিতে আটখানা হতাম আর দুনিয়া হাতছাড়া হলে অত্যন্ত বিমর্ষ, অশান্ত ও উদ্বিগ্ন হতাম। হযরত ঈসা (আ) বলেন, তুমি একা জবাব দিচ্ছ কেন? তোমার অন্য সাথীরা কথা বলছে না কেন? লাশ বলে, তাদের মুখে আগুনের লাগাম লাগানো, যা ভয়ঙ্কর ফেরেশতারা আটকে ধরে আছে। হযরত ঈসা (আ) জানতে চাইল তাহলে তুমি কিভাবে কথা বলছ? লাশ বলে, আমি যদিও

[illegible] সাথেই বসবাস করতাম কিন্তু তাদের মত আমল করতাম না। 'কিন্তু [illegible] সকলের সাথে আমিও আজাবের শিকার হই। এখন যদি [illegible] পড়ে থাকি যদি [illegible] সেখান হতে নাজাত পাব না কি [illegible] আমাকে জাহান্নামে ফেলা হবে!

হযরত ঈসা (আ) তার সহচরদের বললেন, লবন দিয়ে যবের রুটি খাওয়া, জালের পোশাক পরা এবং বিরান ভূমিতে শয়ন করা দুনিয়া-আখেরাতের আরামের জন্য এটাই বেশি। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮২)

দুনিয়ার ষড়যন্ত্র হতে কে বাঁচতে পারে?

আব্দুল্লাহ বলেন, আবু সুলাইমান দারানী বলেন, দুনিয়ার নাপাক ষড়যন্ত্র হতে কেবল বাঁচতে পারে সেই, যার অন্তরে আখেরাতের ফিকির থাকে

আব্দুল্লাহ বলেন, জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি একটি বাস্তবসম্মত কথা বলেছেন, আর তা হলো, দুনিয়াতে যে যুহদ অবলম্বন করবে, সে দুনিয়ার মালিক হয়ে থাকবে, পক্ষান্তরে যে দুনিয়াকে ভালবাসবে, সে দুনিয়া লাভ হতে বঞ্চিত থাকবে এবং সারা জীবন দুনিয়ার নিকৃষ্ট খাদেম (সেবক) হয়েই থাকবে।

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

اَلزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا يُرِيْحُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ وَالرَّغْبَةُ فِيْهَا تُتْعِبُ الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ۔

দুনিয়ার প্রতি বিরাগ তনুমনে শান্তি আনয়ন করে আর দুনিয়ার প্রতি অনুরাগ অশান্তি বৃদ্ধি করে। (কানযুল উম্মাল-৩ ১৮২)

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, যত অকল্যাণ হতে পারে সবগুলোই এক স্থানে জমা আছে আর দুনিয়ার মহব্বত হলো তার চাবি। অনুরূপ সমস্ত কল্যাণও এক স্থানে জমা আছে আর যুহদ হলো সে কল্যাণ ভাণ্ডারের চাবি। (কিতাবুয যুহদ লিল বায়হাকী ১৩৩)

ইবরাহীম বিন আসআছ বলেন, আমি ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) এর কাছে জানতে চাইলাম, হুজুর! 'যুহদ ফিদ দুনিয়া' কাকে বলে?

জবাবে তিনি বলেন, আমার দু'টির নাম যুহদ ... সম্পদের ধনাগার। (কিতাবুয যুহদ লিল বায়হাকী-৮০)

দুনিয়া ও আখেরাত দাঁড়িপাল্লার দুই পাল্লার মত

হযরত আওন বিন আব্দুল্লাহ (র) বলেন, মুমিনের অন্তরে দুনিয়া-আখেরাতের দৃষ্টান্ত হলো দাঁড়িপাল্লার দুই পাল্লার মত। একটি পাল্লা যতটুকু ভারী হবে অপর পাল্লা ততটুকু হাল্কা হবে। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৪:২৫১, সফওয়াতুস সফওয়া-৩:১০১)

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, হাসান বিন আবুল হাসান হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র) বরাবর একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রটি যেমনি উপদেশ ভরা তেমনি বাস্তব অবস্থা প্রকাশক। পত্রের বিবরণ হলো—

সম্মানিত খলীফা! মনে রাখবেন, এই দুনিয়া মূলত থাকার জায়গা নয়। হযরত আদম (আ)কে এখানে শাস্তিস্বরূপ বদলী করা হয়েছিল। যে জানে না যে সওয়াব কি জিনিস তার জন্য এতটুকুই জানা যথেষ্ট যে, দুনিয়াটাই হলো সওয়াব। অনুরূপ যার জানা নেই যে, শাস্তি কি জিনিস তার এতটুকু জানলেই চলে যে, এই দুনিয়াটাই হলো শাস্তি। দুনিয়ার আঘাত সাধারণ আঘাতের মত নয়। দুনিয়ার অভ্যাস হলো, যে তাকে সম্মান করে সে তাকে অপদস্থ করে। আর যে তাকে সমীহ করে সে তাকে ডুবায়। যে দুনিয়াতে সম্পদ জমা করে দুনিয়া তাকে ভিখারী করে দেয়। প্রতিটি মুহূর্তে দুনিয়া কাউকে না কাউকে হত্যা করবেই। দুনিয়া বর্জনই হলো যুহদ। যে দুনিয়াতে নির্ধন সেই মূলত ধনী।

সম্মানিত খলীফা! দুনিয়া বিষের মত, যাকে মূর্খ লোক রোগ মুক্তির উপায় মনে করে পান করে কিন্তু এই পানই হয় তার মৃত্যুর কারণ। আপনি দুনিয়াতে তার মত থাকবেন, যে দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত থাকার ভয়ে কয়েকদিন সতর্ক থাকে এবং রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কায় তিক্ত ঔষধ সেবনের কষ্ট সহ্য করে।

আমীরুল মুমিনীন! যাদের অন্তর চক্ষুষ্মান থাকে, তারা অতিশয় অন্তরের বিনয়, পোশাকে সাদাসিধা, কথায় সততা এবং তার খাদ্য হালাল ও পবিত্র হয়। তাদের দৃষ্টি দুনিয়া হতে ফিরে আখেরাতের প্রতি নিবদ্ধ হয়। তারা জঙ্গলে যেভাবে ভীত থাকে স্থলেও ঠিক তেমন থাকে। তারা অস্বচ্ছল অবস্থায় যেভাবে দোয়া করে স্বচ্ছল অবস্থাতেও সেভাবে দোয়া করে। নির্ধারিত সময়ে

হলে তাদের মৃত্যু লাভ হয়, তাহলে আযাবের ভয়ে এবং সওয়াবের আশায় তাদের এক মুহূর্ত স্বস্তি থাকে না। তাদের নিকটে খালিকের (আল্লাহর) মর্যাদা অনেক। মাখলুকের কোনো মর্যাদা নেই। দুনিয়ায় চলতে যতটুকু না হলে নয়, ততটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকবেন। অর্থবিত্তের দিকে চোখ তুলে চাইবেন না।

আবু বকর মারওয়াযী বলেন, আমি আবু মুআবিয়া আসওয়াদকে একথা বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকবে, কেয়ামতের দিন তার চিন্তার সীমা থাকবে না। (কিতাবুয যুহদ লিল বায়হাকী-২০৭)

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তার পিতা হতে উল্লেখ করেন যে, তার পিতা উয়াইনা বলেন, আমি মুসলিমাহ বিন আব্দুল মালিককে একথা বলতে শুনেছি, আখেরাতের তাদের ফিকির সবচেয়ে কম হবে, দুনিয়াতে যারা কম ফিকিরমান ছিল।

দুনিয়া মুসিবতের ঘর

আব্দুল্লাহ বলেন, সুলাইমান ইবনে আবুশ শাইখ আমাকে নিম্নোক্ত কবিতার দু'টি চরণ শুনিয়েছেন :

দুনিয়ার মুখ থাকে বিষণ্ণ
সকল সময়ের তরে,
দুনিয়াদার রয় মুসিবতে পড়ে
সদা দুনিয়ার পরে।

যত আছে চিন্তা ভাবনা
দুঃখ থাক পেরেশানি,
দুনিয়া হলো এ সবের ঘর
আনন্দ পাইবে তুমি কোনখানি।

কেউ যদি কখনো খুশি প্রফুল্ল হয়, তবে পরক্ষণেই আবার তাকে বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, দুনিয়া ভালোর পরে মন্দ অন্বেষণ করে। মৃত্যুর ঘোষণা এবং সাময়িক খুশি ছাড়া দুনিয়া আর কিছুই নয়

আফসোস' আমরা দুনিয়ার ভালবাসার ব্যাপারে সমঝোতা করেছি, হযরত মালেক ইবনে দীনার (র) আফসোসের সাথে বলেন :

'দুনিয়াকে সবাই ভালবাসব' এই ইস্যুতে আমরা পরস্পরে সন্ধি ও সমঝোতা করে নিয়েছি। যার ফলে এখন আর কেউ কাউকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় না এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে না। আমাদের এ অপরাধ আল্লাহ ছাড়বেন না। যদি আমি জানতাম, আল্লাহর কোন আজাব আমাদের উপর এসে পতিত হবে' (তারীখে দেমাস্ক ১৪:৩৭, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৮)

যুগের ঘূর্ণন কাউকে ছাড়বে না

আব্দুল্লাহ বলেন, জনৈক কুরাইশী ভদ্রলোক একটি অর্থবহ কবিতা বলেন। কবিতাটির সারকথা হলো :

জীবিত ব্যক্তি তার জীবনকে যতই ফলপ্রসূ করুক না কেন, আজ যুগের প্রবাহ তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। আহলে হিজাযের বনু আব্দুশ শামস আজ কোথায়? বনু মারওয়ানের নেতৃবৃন্দই বা কোথায়? সেসব বীর শার্দূলরা কোথায়, যাদের চকিত হামলায় যুদ্ধের মোড় ঘুরে যেত? সেই সিংহ শাবকরা কোথায়, যারা বাহনে চেপেই শিকার করতে সিদ্ধহস্ত ছিল। যুগের ঘূর্ণিপাক ও দুর্বিপাকের কবলে পড়েছে তারা। দুনিয়া থেকে তাদের নাম নিশানা এমনভাবে মুছে গেছে যে, কেমন যেন তারা একদিনের সীমিত দুনিয়াতেও ছিল না। যুগ মানুষের সাথে ক্রীড়ারত। রাগের পরিধি সীমিত কর। যুগ একদিন সকল মাখলুকের জীবনাবসান ঘটাবে।

যুহদ আরাম থেকে দূরে রাখে

উসমান বিন উমারাহ বলেন, জনৈক আলেম বলেন, দুনিয়াতে যুহদ মানুষকে এমন আরামের উপর উদ্বুদ্ধ করে না, যার দ্বারা দেহ ও অন্তর শ্রান্তিময় ও চিত্ত প্রশান্ত হয়ে যায়।

উসমান বিন উমারাহ আরো বলেন, [illegible] মানুষকে যুহদের দিকে নিয়ে যায় আর যুহদ আল্লাহ তা'আলার মহব্বত লাভের কারণ হয়। (কিতাবুয যুহদ লিল বায়হাকী ৩১৩)

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয উমরী (র) তার ইন্তেকালের সময় বলেন, আমি নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ বলছি, আমি বর্তমানে মাত্র সাতটি

আফসোস! আমরা দুনিয়ার ভালবাসার ব্যাপারে সমঝোতা করেছি, হযরত মালেক ইবনে দীনার (র) আফসোসের সাথে বলেন

'দুনিয়াকে সবাই ভালবাসব' এই ইস্যুতে আমরা পরস্পরে চুক্তি ও সমঝোতা করে নিয়েছি। যার ফলে এখন আর কেউ কাউকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় না এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে না। আমাদের এ অপরাধ আল্লাহ ছাড়বেন না। যদি আমি জানতাম, আল্লাহর কোন আযাব আমাদের উপর এসে পতিত হবে' (তারীখে দেমাশক ২৪ ৩২, ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৮)

যুগের ঘূর্ণন কাউকে ছাড়বে না

আব্দুল্লাহ বলেন, জনৈক কুরাইশী ভদ্রলোক একটি অর্থবহ কবিতা বলেন। কবিতাটির সারকথা হলো :

জীবিত ব্যক্তি তার জীবনকে যতই ফলপ্রসূ করুক না কেন, আজ যুগের প্রবাহ তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। তাহলে হিজাযের বনু আব্দুশ শামস আজ কোথায়? বনু মারওয়ানের নেতৃবৃন্দই বা কোথায়? সেসব বীর শার্দূলরা কোথায়, যাদের চকিত হামলায় যুদ্ধের মোড় ঘুরে যেত? সেই সিংহ শাবকরা কোথায়, যারা বাহনে চেপেই শিকার করতে সিদ্ধহস্ত ছিল। যুগের ঘূর্ণিপাক ও দুর্বিপাকের কবলে পড়েছে তারা। দুনিয়া থেকে তাদের নাম নিশানা এমনভাবে মুছে গেছে যে, কেমন যেন তারা একদিনের সীমিত দুনিয়াতে ছিল না। যুগ মানুষের সাথে ক্রীড়ারত। বংশের পরিধি সীমিত করে যুগ একদিন সকল মাখলুকের জীবনাবসান ঘটাবে।

যুহদ আরাম থেকে দূরে রাখে

উসমান বিন উমারাহ বলেন, জনৈক আলেম বলেন, দুনিয়াবি যুহদ মানুষকে এমন আরামের উপর উদ্বুদ্ধ করে না, যার দ্বারা তার অন্তর [illegible] ও চিত্ত প্রশান্ত হয়ে যায়।

উসমান বিন উমারাহ আরো বলেন, [illegible] পরহেযগারী মানুষকে যুহদের দিকে নিয়ে যায় আর যুহদ আল্লাহ তা'আলার মহব্বত লাভের কারণ হয়। (কিতাবুয যুহদ লিল বায়হাকী ৩১৩)

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয উমরী (র) তার ইন্তেকালের সময় বলেন, আমি নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ বলছি, আমি বর্তমানে মাত্র সাতটি

দেরহামের মালিক। নিজের হাতে গাছের শক্ত ছাল উঠিয়ে আমি তা উপার্জন করেছি।

আমি শুরু থেকেই বলছি, যদি সমস্ত দুনিয়া আমার পদতলে এসে হাজির হয় এবং কেবল পা বাঁচাতে তা দূরে সরানোর প্রয়োজন পড়ে, তখনও আমি তা ছুঁইব না। (হিলইয়াতুল আওলিয়া-৮:২৮৩)

সালেহ বিন আব্দুল করীম বলেন, হৃদয়টা পাত্রের মত। পাত্র ভর্তি থাকলে যেমন তাতে আর কিছু রাখলে থাকে না, পড়ে যায়; ঠিক তেমনি হৃদয় যদি দুনিয়া দ্বারা পূর্ণ থাকে তাহলে দ্বীনি কথা তাতে প্রবেশ করে না এবং ওয়াজ নসিহত ঐ অন্তরে ধরে না।

হযরত আবু হাযেম (র) বলেন :

يَسِيْرُ الدُّنْيَا يَشْغَلُ عَنْ كَثِيْرِ الْآخِرَةِ

দুনিয়া সামান্য হলেও মহা আখেরাতকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৮)

দুনিয়ার অনুরাগীরা দুর্ভাগ্যবান আর বিরাগীরা সৌভাগ্যবান

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলতেন, দুনিয়া ধ্বংসের ঘর এবং প্রয়োজনের স্থান। যারা সৌভাগ্যবান তারা দুনিয়ার প্রতি বিরাগী ও বিমুখ থাকে। যারা দুনিয়াকে ভালবাসে এবং দুনিয়ার প্রতি অনুরাগ রাখে তারা সবচেয়ে জঘন্য ও হতভাগা। দুনিয়া তার অনুগতকে বিভ্রান্ত করে। দুনিয়াদারকে ধ্বংস করে, আপন লোকের সাথে খেয়ানত করে। দুনিয়াবী জ্ঞান বাস্তব অর্থে মূর্খতা। দুনিয়ায় যারা ধনী তারাই মূলত গরীব। দুনিয়ার বেশিটাও কম। দুনিয়া এক অবস্থায় থাকে না। কখনো এর কাছে যায়, কখনো ওর কাছে যায়। (হিলইয়াতুল আওলিয়া ৩:২১২)

মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযিদ বলেন, হযরত উবাইদ (র) বলেন, যখন আমাদের উলামায়ে কেরাম আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষদের মঙ্গল কামনা করতেন এবং বলতেন, "আল্লাহর বান্দাগণ! আমরা আপনাদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীস শুনাই কিংবা পূর্বসূরীদের যুগের কোনো ঘটনা বর্ণনা করি, তবে তা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন এবং তদানুযায়ী আমল করবেন। আমাদের উল্টাপাল্টা আমলের দিকে তাকাবেন

না। তাহলে নিঃসন্দেহে এটা মানুষদের পক্ষে ভাল হত। কিন্তু তারা তা না করে মানুষকে দিন দিন ধোঁকায় নিক্ষেপ করছে এবং সে অন্যায়ে তারা [illegible] তাতে অন্যদেরকেও ফাঁসাতে চাচ্ছে। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৮:১৪০)

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, দুনিয়াতে কেউ কোনো নেয়ামত পেলে আখেরাতে ঐ পরিমাণ নেয়ামত থেকে সে বঞ্চিত হয়। তাকে বলা হয়, অতিরিক্ত হিসেবে কিছু পেরেশানীও গ্রহণ কর। আর দুনিয়াবী কোনো জিনিস লাভ হলে বলা হয়, সাথে কিছু ব্যস্ততাও গ্রহণ কর। এখন তোমার ইচ্ছা, চাইলে দুনিয়া কম গ্রহণ করতে পার, চাইলে বেশিও গ্রহণ করতে পার। আল্লাহর কসম! দুনিয়াতে তুমি যা যা অর্জন করছ, নিজের পকেট থেকেই গ্রহণ করছ।

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, হযরত মুসা (আ)কে আল্লাহ তা'য়ালা ডেকে বলেন, হে মুসা! মুমিন বান্দাদের থেকে দুনিয়া সরিয়ে নিলে তারা কি এতে বিষণ্ণ ও পেরেশান হয়? অথচ এটা তো আমার নিকটতম হওয়ার অন্যতম উপায়! আর যখন আমি তাদের সামনে দুনিয়া খুলে দেই এবং যে যার মত দুনিয়া গ্রহণ করে তখন কি তারা অতিশয় খুশি হয়? অথচ এটা হলো আমার আর তার মাঝে ব্যবধানের অন্যতম কারণ! (হিলয়াতুল আওলিয়া-৮:১০১)

ধনীদের শান্তি মেলে না

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, আজ পর্যন্ত একজন লোকও আমার চোখে এমন পড়েনি যারা দুনিয়ার বিচারে ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধনী ও মর্যাদাবান এবং জীবনে তারা শান্তি পেয়েছে অথবা দুনিয়া দ্বারা উপকৃত হতে পেরেছে। এর বিপরীতে এমন অনেককে দেখেছি, যারা দুনিয়াকে হীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করেছে এবং তার থেকে অনেক উপকার লাভ করেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ বলেন, আমি হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র)কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, মুত্তাকীদের দাবী ও সাফল্য হলো, তুমি এমন হয়ে যাবে যে, মানুষের প্রশংসা ও নিন্দা তোমার মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না অর্থাৎ নিজের প্রশংসা শুনলে তুমি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হবে না এবং নিন্দা শুনলে বিষণ্ণ হবে না।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন :

أهينوا الدنيا فو الله ماهي لأحد بأهنأ منها لمن أهانها

দুনিয়াকে হেয় জ্ঞান কর। আল্লাহর কসম। যারা দুনিয়াকে হেয় ও তুচ্ছ জ্ঞান করে তাদের জন্য দুনিয়া পানির মত সহজ। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩:২৮৮, নিহায়াতুল আদব ৫:২৪৮)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন :

আল্লাহপাক যখন কোনো বান্দার সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে দুনিয়া হতে কিছু দান করে পরে তা আটকে রাখেন অতঃপর তা শেষ হয়ে গেলে আবার দেন। এর বিপরীতে আল্লাহর দৃষ্টিতে যখন কোনো বান্দা নিকৃষ্ট হয়ে যায় তখন তার সামনে দুনিয়ার দ্বার উন্মোচন করে দেন। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৮, নিহায়াতুল আদব ৫:২৪৮)

নাঈম আযালী বলেন, আমার এই আশঙ্কা হয় যে, দুনিয়া যে কোনো সময় আমার উপর ভেঙ্গে পড়বে আর আমি তার নীচে চাপা পড়ব।

মুহাম্মাদ বিন উমর কিলাবী বলেন, আমি কতিপয় আলেমকে এই দোয়া করতে শুনেছি: হে ঐ সত্তা! যিনি আসমানকে স্বীয় অনুমতি ছাড়া জমিনে ভেঙ্গে পড়া হতে বিরত রেখেছেন, আপনি আমাদেরকে দুনিয়া হতে দূরে রাখুন।

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, তোমাদের দেহের প্রকৃত মূল্য জান্নাত। অতএব তোমরা জান্নাত ছাড়া অন্য যে কোনো মূল্যে তা বিক্রি করবে না। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৩:১৭৬, সফওয়াতুস সফওয়া-২:৭৭)

আজাবের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট

মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব বলেন, যদি আজাবের কারণ হয় মাত্র নিম্নরূপ দু'টি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা আজাব লাভের উপযুক্ত। যথা – (১) মানুষ পার্থিব ধন সম্পদ বা অন্য কিছু প্রাপ্ত হলে এমন খুশি হয়, যেমন খুশি দ্বীন বিষয়ে বৃদ্ধি পেলে হয় না।

(২) দুনিয়াবী কিছু কমে গেলে তার জন্য এমন পেরেশান হয়, যেমন পেরেশান দ্বীনি বিষয় কমে গেলে হয় না। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৫:৩, সফওয়াতুস সফওয়া-৩:১১৭)

দুনিয়া কার প্রিয় নয়?

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী উমর বিন মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির (র) বলেন

মনে করুন, এক ব্যক্তি সারা জীবন রোযা রাখে, কখনো রোযা ছাড়া থাকে না, সারা রাত ইবাদতে কাটায়, সমস্ত ধন সম্পদ দান করে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, হারাম বস্তু থেকে দূরে থাকে কিন্তু মৃত্যুর পর কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে তাকে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে হাজির করা হলো এবং বলা হলো, যে জিনিস আল্লাহর দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ছিল তা এর দৃষ্টিতে প্রিয় ছিল এবং যে জিনিস আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় ছিল, তা এর দৃষ্টিতে তুচ্ছ ছিল, তাহলে ঐ বান্দার অবস্থা তখন কেমন হবে? তার মনের উপর দিয়ে কেমন টর্নেডো বয়ে যাবে? এখন প্রত্যেকে নিজের বুকে হাত রেখে বলে, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, দুনিয়া যার কাছে প্রিয় নয়? অথচ তা আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে অপ্রিয় ও নিকৃষ্ট। আমাদের কাছে দুনিয়া শুধু প্রিয়ই নয়; বরং এত আপন ও ঘনিষ্ঠ যে, তার কথায় আমরা প্রতিদিন অসংখ্য গুনাহের জন্ম দিয়ে চলেছি আমাদের প্রতিদিনের জন্ম দেয়া গুনাহ এমন পাহাড় পরিমাণ হয়ে গেছে যে, তার পাশে নেকির ক্ষুদ্র অবস্থান চোখেও পড়ে না। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৮)

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, বান্দা ঠিক ততটুকুই আল্লাহকে ভয় করে, যতটুকু সে আল্লাহ সম্পর্কে জানে ও বুঝে অনুরূপ বান্দা দুনিয়াতে ঠিক ততটুকুই যুহদ অবলম্বন করে, যতটুকু আখেরাতের প্রতি তার আকর্ষণ থাকে। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৮:১১০)

দুনিয়া ও অর্থের ভালবাসা চিরদিন যুবক থাকে

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, দুনিয়া ও অর্থের ভালবাসা মানুষের মনে চির জাগরূক, নতুন ও যুবক থাকে। চাই মানুষ যতই বৃদ্ধ হোক না কেন এবং তার শরীরের হাড় বেরিয়ে পড়ুক না কেন। হ্যাঁ, তবে তাদের কথা ভিন্ন, যাদের অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা আখেরাতের জন্য চয়ন করে নিয়েছেন। অবশ্য তাদের সংখ্যা খুবই কম। (হিলয়াতুল আওলিয়া ১:২২৩)

হযরত আবু হাযেম (র) বলেন, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মেহনত যেমনি কষ্টকর তেমনি জটিলও বটে। আখেরাতের মেহনত এ কারণে যে, এ

[illegible] তুমি পাশে ও সহযোগী হিসেবে পাবে না। এ পথে তোমাকে একাকী চলতে হবে। আর দুনিয়ার মেহনত এ জন্য কঠিন যে, তুমি দুনিয়ার যে পথেই হাঁটার ইচ্ছা করবে, দেখবে তোমার আগে ওপথ কোনো ফাসেক অবশ্যই পাড়ি দিয়েছে। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/২৩৮)

হযরত আলী (রা)-এর দোয়া

ইবনে হুমাইদ তবীল বলেন, হযরত আলী (রা) প্রায়ই এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ আপনি দুনিয়াকে ফিৎনা ও পরীক্ষার স্থান বানিয়েছেন আমি করজোড়ে নিবেদন করছি, দুনিয়ায় আমার জন্য নির্ধারিত অংশ ও যশ খ্যাতির লিপ্সাকে আমার থেকে চিরতরে দূরে হটিয়ে দিন এবং আমাকে ঐ আমল করার তাওফিক দিন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন।

দুনিয়ার সবটাই ধোঁকা ও মরীচিকা

আব্দুল্লাহ বলেন, জনৈক জ্ঞানী কবি একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা বলেন। কবিতাটির তাৎপর্যপূর্ণ কথা ছিল এরূপ—

আমি দীর্ঘদিন লক্ষ্য করে আসছি যে, দুনিয়ার বালা মুসিবত আমাদের প্রতি প্রত্যহ সকাল-সাঁঝে বর্শার ফলার মত বর্ষিত হচ্ছে। দুনিয়ার সবটাই ধোঁকা। যেন তা আশা আকাঙ্ক্ষা ও ক্রীড়া কৌতুকের মরীচিকা। দৈনন্দিন ঘটনা-দুর্ঘটনা আমার সামনে মৃত্যুর ডালি পেশ করে বলে, তোমাকে সতর্ক করার জন্যই নিত্যদিনের এ আয়োজন।

এটা বড়ই তাজ্জবের কথা যে, আমি জানি, যে কোনো সময়ে মারা যাব, কিন্তু তারপরেও দুনিয়া কামড়ে পড়ে আছি এবং দুনিয়াকে গড়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টারত। আমি দুনিয়ার ক্রীড়া-কৌতুকী রূপ দেখে তার ফাঁদে ফেঁসে গিয়েছি। আমি দুনিয়াকে ছাড়তে চাই কিন্তু সে আমাকে ছাড়ে না। আমি যখনই দুনিয়াকে একদিক দিয়ে ছাড়ি, তখনই সে অপর দিক দিয়ে আমাকে গভীরভাবে জড়িয়ে ও জাপটে ধরে। আমার অবস্থা ডুবন্ত ব্যক্তির মত। ডুবন্ত ব্যক্তি যেমন তার সামনে খড় কুটো দেখলেও প্রাণরক্ষার আশায় তা আঁকড়ে ধরে, ঠিক তেমনি আমার দেহ কবরে চলে গেলেও আরও ক'টা দিন দুনিয়ায় থাকতে জোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ পাক যদি গুনাহ মোচনকারীর ভূমিকা পালন না করেন, তবে আমার ধ্বংস অনিবার্য। আল্লাহ আমার প্রতি দয়া না করলে আমার কোনো উপায় থাকবে না।

দুনিয়া ও তাতে আমাদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হতে হয়। দুনিয়া হলো বিদ্বেষ ও শত্রুতার আখড়া। আমি দুনিয়ার খেলাধুলায় মত্ত, অথচ আমাকে গ্রেফতার করতে মৃত্যু আমার দিকে পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে।

দুনিয়া কর্তৃক আশা আকাঙ্ক্ষার কুরবানির নাম। তুমি তার হাত থেকে বেঁচে থাক। দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা হলো তার চারণভূমি এবং উট। দুনিয়া তাদের জন্য ছেড়ে দাও, যারা তাতে বিচরণ করতে চায় এবং পশুর মত তাতে বিচরণে খুশি। কালের আবর্তন অব্যাহত রয়েছে, যা সর্বদার জন্য পথ বানিয়ে রাখে। ধৈর্যের পরিণাম হলো খুশি। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছাড়া ধৈর্যধারণ হয় না

এক ভাইকে আরেক ভাইয়ের উপদেশ

আবু উমর ইযদী বলেন, এক আরব তার ভাইকে দুনিয়া লোভী দেখে তাকে উপদেশ হিসেবে বলেন, ভাইজান! আপনি যেমন একটি জিনিস (দুনিয়া) তালাশ করছেন, তেমনি আরেকটি জিনিস (মৃত্যু) আপনাকেও তালাশ করছে। আপনাকে যে তালাশ করছে আপনি তার থেকে বাঁচতে পারবেন না। কিন্তু আপনি যা তালাশ করছেন তা আপনার হস্তগত নাও হতে পারে। আপনার অবস্থা এরূপ দাঁড়িয়েছে যে, যেন আপনি গায়েবী জিনিস দেখে তা আয়ত্ত করতে ছুটছেন অথচ আপনার আয়ত্তাধীন জিনিস হস্তচ্যুত হতে চলেছে। আপনার অবস্থা দেখলে মনে হয়, আপনি কোনো দুনিয়ালোভীকে বঞ্চিত হতে দেখেননি এবং কোনো দুনিয়াত্যাগীকে রিযিক পেতে দেখেননি।

আবু উমর ইযদী বলেন, জনৈক আরব তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, প্রিয় পুত্র! দুনিয়া সাপের মত। সাপের পিছু ছুটলে কিংবা তার সাথে থাকলে সাপ যেমন সুযোগ পেলেই দংশন করে, তেমনি যারা দুনিয়ার পিছনে ছোটে এবং দুনিয়া নিয়েই রাত-দিন মত্ত থাকে, দুনিয়া তাদেরকে কঠিন দংশন করে। সুতরাং সাপ মানুষকে দংশন করার পূর্বেই মানুষ যেমন তার থেকে দূরে সরে যায়, তেমনি দুনিয়া তোমাকে দংশন করে ধ্বংস করার পূর্বে তুমিও তার থেকে দূরে সরে যাও।

দুনিয়া বহুরূপী

আব্দুল্লাহ বলেন, উমর বিন আলী আমাকে একটি কবিতা শুনিয়েছেন, কবিতাটির অর্থ হলো–

দুনিয়ার রূপ বিভিন্ন। কেউ তার দৃষ্টিতে প্রিয় আবার কেউ তুচ্ছ। যারা দুনিয়াতে গরীব হয়, দুনিয়ার দৃষ্টিতে তারা অতীব তুচ্ছ আর যারা ধনী, দুনিয়ার কাছে তারা সম্মানিত।

মনে রেখ, দুনিয়ার স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা সবই একদিন শেষ হবে আর আল্লাহ তায়ালার জাতই শুধু রয়ে যাবে। অনুরূপ নেক আমল ও কাজ অবশিষ্ট থাকবে।

বাদশা হারুনকে নসিহত

একবার ইবনে সাম্মাক (র) বাদশা হারুনুর রশীদের কাছে গেলে বাদশা তাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু নসিহত করতে অনুরোধ করেন। ইবনে সাম্মাক বলেন, সম্মানিত বাদশা! বড়ই তাজ্জবের কথা যে, যেখানে (দুনিয়া) আমরা থাকি, তা আমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। আর যেখানে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে অর্থাৎ আখেরাত, তার ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত উদাসীন ও ভাবলেশহীন। বড় বিস্ময় লাগে যখন দেখি, এক তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস (দুনিয়া) দীর্ঘ এবং চিরস্থায়ী জিনিসের (আখেরাতের) উপর প্রাধান্য পেয়েছে।

দুনিয়াকে কয়েদখানা মনে করে তা ছেড়ে দাও

হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, যদি তোমরা আখেরাতের টানে দুনিয়া ছাড়তে না পার, তবে অন্তত এই আশঙ্কায় ছেড়ে দাও যে, এটা একটি জেলখানা, যাতে আমরা আটকা পড়েছি। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৭:২০)

সালেহ বাজী বলেন, আমি ফারকাদ সানজীকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, দুনিয়া তোমাদেরকে ধোঁকা ও বিলাসিতায় ডুবিয়ে রেখেছে। আল্লাহর কসম! তোমরা এখন স্বাভাবিক ভাবে দুনিয়া না ছাড়লেও একদিন লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে ছাড়বে। আর যা ছাড়তেই হবে, তা সসম্মানে না ছেড়ে লাঞ্ছিত অবস্থায় ছাড়াটা মোটেও ভাল কথা নয়।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (র) বলেন, দুনিয়াত্যাগীরা দুনিয়াকে ঘৃণার এ জন্য অবলম্বন করেন, যাতে তারা অন্য আত্মকর্মের সুদ ত্যাগ করে ... থেকে বেঁচে যায়। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৮ ২১)

উমর বিন আব্দুল আযীযকে হাসান বসরীর নসিহত

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র) হযরত হাসান বসরী (র) এর কাছে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেন যে, সংক্ষিপ্তভাবে কিছু নসিহত করুন। হযরত হাসান বসরী (র) প্রত্যুত্তরে লেখেন :

যে জিনিস দ্বারা ইসলাম হাসেল করা হয় এবং আপনারও ইসলাহ করবেন তা আপনার আয়ত্তে রয়েছে। আর তা হলো 'যুহদ ফিদ দুনিয়া' তথা দুনিয়াত্যাগী ও দুনিয়াবিমুখী। যুহদ ইয়াকিন দ্বারা হাসেল হয়। ইয়াকিন চিন্তা-ভাবনার দ্বারা। চিন্তা-ভাবনা শিক্ষার দ্বারা অর্জিত হয়। আপনি দুনিয়ার ব্যাপারে চিন্তা করলে তাকে এর যোগ্য পাবেন না যে, আপনি তার বদলে নিজেকে বিক্রি করে দিবেন। তবে নিজেকে এর যোগ্য পাবেন যে, আপনি দুনিয়াকে অপদস্থ করে নিজের মর্যাদা ও সম্মান করবেন। মনে রাখবেন, দুনিয়া হলো, বিপদ-মুসিবত এবং উদাসীনতা ভাবলেশহীনতার স্থান।

যখন উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করবে

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِذَا عَظَّمَتْ أُمَّتِي الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةُ الْإِسْلَامِ وَإِذَا
تَرَكَتْ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةَ
الْوَحْيِ وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللّٰهِ

যখন আমার উম্মত দুনিয়াকে বড় মনে করবে তখন ইসলামের মহত্ত্ব তাদের অন্তর হতে উঠে যাবে। যখন তারা সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ পরিত্যাগ করবে তখন ওহীর বরকত হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর যখন তারা পরস্পর গালিগালাজ করবে, তখন আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি হতে মাহরুম হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهٖ وَجَمَعَ لَهٗ شَمْلَهٗ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللّٰهُ فَقْرَهٗ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهٗ وَلَمْ يَأْتِهٖ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهٗ-

যার উদ্দেশ্য হয় আখেরাত লাভ, আল্লাহ তার অন্তরকে ধনী করে দেন, তার বিক্ষিপ্ত অবস্থা জমা করে দেন আর দুনিয়া মাথা হেঁট করে তার কাছে আসে।

পক্ষান্তরে যার উদ্দেশ্য হয় দুনিয়া লাভ, আল্লাহ নিঃস্বতাকে তার ভাগ্যের লিখন বানিয়ে দেন, তার অবস্থা বিক্ষিপ্ত করে দেন আর দুনিয়া তার কাছে নির্ধারিত পরিমাণই আসে, বেশি নয়। (তিরমিযী হাদীস-২৪৬৭)

অর্থ-সম্পদ ও যশ-খ্যাতি বাঘের চেয়েও ক্ষতিকর

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এক পাল ছাগলের মধ্যে যদি দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ প্রবেশ করে আর দু'বাঘ দু'পাশ থেকে আক্রমণ শুরু করে, তাহলে এটা যত না ক্ষতিকর এর থেকে অনেক গুণ বেশি ক্ষতিকর হলো, মানুষের জন্য তার অর্থ সম্পদ ও যশ খ্যাতি। অর্থাৎ বেশি ক্ষতি করে দুনিয়ার অর্থ সম্পদ ও যশ খ্যাতি মানুষকে (মুসনাদে আবু ইয়ালা-১১:৩৩১)

অর্থ-সম্পদের হক আদায় করার সুফল ও আদায় না করার কুফল

হযরত সুলাইমান (রা) [illegible] অর্থ সম্পদ এর পরিমাণ সম্পর্কে [illegible] না, [illegible] আদায় করতে পারবেন না, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন ঐ দুনিয়াদারকে সামনে আনা হবে, যে মালের হক আদায় করেছে, তার মাল

তার সামনে থাকবে। যখন সে পুলসিরাত পার হতে যাবে, তখন তার মাল বলবে, নিরাপদে পেরিয়ে যাও। কেননা তুমি দুনিয়াতে আমার হক আদায় করেছ। এরপর ঐ দুনিয়াদারকে আনা হবে, যে মালের হক আদায় করেনি, তার মালও সামনে থাকবে। যখন সে পুলসিরাত অতিক্রম করতে তার উপর উঠবে, তখন তার মাল বলবে, তোর ধ্বংস হোক! তুই আমার ঐ হক আদায় করিসনি, যা আল্লাহ তোর প্রতি আমার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর সে বাস্তবেই ধ্বংস ও বরবাদের শিকার হবে। (হিলইয়াতুল আওলিয়া-১:২১৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, দুনিয়া আসমান ও জমিনের মাঝে একটি মশকের মত লটকে আছে। দুনিয়া জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহকে ডেকে বলতে থাকবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে কেন এত নিকৃষ্ট বানালেন? আল্লাহ তার জবাবে বলবেন, এই নিকৃষ্ট! চুপ থাক। (এহইয়াউল উলূম-৩:২১৮)

হযরত ঈসা (আ) তাঁর সাথীদের প্রায়ই বলতেন, তোমাদেরকে একটি বাস্তব কথা বলছি। আর তা হলো, তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট আমলওয়ালা ঐ আলেম যে দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং কামনা করে যে, সমস্ত লোক যেন আমলে তার মত হয়ে যায়। দুনিয়ার প্রতি দুনিয়াদারদের মুহাব্বত বর্ণনাতীত। কতই না ভাল হত যদি তারা এর থেকে তওবা করত! এবং জানত যে, তওবা থেকে অনেক দূরে তারা পড়ে আছে! (মুসনাদে আহমাদ)

নবীজী এবং দুনিয়া

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন :

আমি নবীজীর খেদমতে গেলাম। তিনি কামরায় শায়িত ছিলেন। কামরাটি কবুতরের বাসার মত ছোট ও সংকীর্ণ ছিল। তিনি খেজুরের পাটিতে শয়ন করেছেন, যার ফলে খেজুর পাতার দাগ তাঁর দেহ মুবারকে ফুটে উঠেছে। আমি দাগে হাত বুলাতে ছিলাম। এবং কাঁদতে ছিলাম। নবীজী জানতে চান, আব্দুল্লাহ! কাঁদছো কেন? আমি বলি, হে আল্লাহর রসূল! আপনাকে দেখে আমার কায়সার কিসরার কথা মনে পড়ে যায়। তারা রেশম এবং মখমলের দামী বিছানায় শয়ন করে। অথচ আপনি খেজুর পাতার পাটিতে শায়িত আর তার দাগ আপনার দেহে প্রকাশমান। নবীজী বলেন, হে আব্দুল্লাহ! কেঁদো

না। [illegible] তাদের জন্য দুনিয়া থেকে [illegible] আখেরাত [illegible] আর দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐ পথিকের মত যে পথ চলতে চলতে একটু বিশ্রাম নিতে কোনো গাছের ছায়ায় বসে, অতঃপর সূর্যের উত্তাপ হ্রাস পেলে ঐ স্থান ছেড়ে চলে যায়। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৪২৮, তবরানী ১০/১৬৩)

তিনটি কথার ওসিয়ত

হযরত আওন বিন আব্দুল্লাহ বলেন, উলামায়ে কেরাম একে অপরকে তিনটি কথার ওসিয়ত করতেন এবং এই তিনটি কথাই একে অপরের কাছে লিখে পাঠাতেন।

১. যে আল্লাহর জন্য আমল করবে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন

২. যে আখেরাতের জন্য আমল করবে, আল্লাহ তার দুনিয়ার প্রয়োজন পূরণ করবেন।

৩. যে তার অভ্যন্তরীণ (বাতেন) অবস্থাকে ভাল করবে, আল্লাহ তার বাহ্যিক অবস্থাকেও ভাল করে দিবেন। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৪:২৪৭, সফওয়াতুস সফওয়া-৩:১০৩)

যুহদ তিনটি আমলের নাম

আহমাদ বলেন, আমি আবু হিশাম আব্দুল মালিক মাগাযী (র)-এর কাছে জানতে চাইলাম, হুজুর! যুহদ কাকে বলে? জবাবে তিনি বললেন, যুহদ তিনটি আমলের নাম। আর তা হলো –

১. সাধ আহ্লাদ, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দেয়া

২. পছন্দনীয় জিনিস পরিহার ও বর্জন করা।

৩. আমার আগের কাকে বলে – ভুলে যাওয়া। (আয যুহদুল কাবীর লিল বায়হাকী ৭৫)

রাজা-বাদশাদের সংস্পর্শে থাকাও ক্ষতিকর

হারেস বিন মিসকীন [illegible] বাইরে আসেন এবং এক মজলিসে অবস্থান করে বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি আমাকে

বাদশাদের সংস্পর্শ থেকে রেহাই দিয়েছেন। এখন আমি স্বাধীন, যা ইচ্ছা করতে পারি, যে দিকে ইচ্ছা যেতে পারি।

সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর কে ঘর বানাতে চায়?

হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আযীয বলেন, এমন (পাগল) কে আছে যে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর ঘর বানাতে চায়? দুনিয়ার অবস্থাও ঠিক তাই। অতএব একে বাড়ী বানিও না। [মুসাফিরখানা বানাও]। (মুসনাদে আহমদ)

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, দুনিয়া মৃত্যুর পেয়ালা। যেই এই পেয়ালা হতে পান করে দুনিয়া তাকে জীবন্ত হত্যা করবে। যার ফলে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, চোখের দেখতে পারে না। বধির হয়ে যায়; কানে শুনতে পারে না। বোবা হয়ে যায়, কথা বলতে পারে না। দুনিয়া সর্বক্ষণ আমাদের হত্যা করে চলেছে অথচ আমরা তার উপর ভরসা রাখি। তাজ্জব হই যখন দেখি, তোমাকে যে (আখেরাত) ভালবাসে, তাকে তুমি এড়িয়ে চলছ অথচ যে (দুনিয়া) তোমার প্রাণের শত্রু তাকে তুমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসছ।

আব্দুল্লাহ বলেন, আবু জাফর কুরাশী আমাকে এই কবিতা শুনিয়েছেন

হে ঐ ব্যক্তি যে দুনিয়াকে নিরাপদ মনে করছ এবং যার চোখ ঘুমিয়ে রয়েছে! তুমি এই ঘুমন্ত চোখকে জাগ্রত কর। কারণ, সে আশা আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নে বিভোর। পার্থিব জীবনের শান্তির ধোঁকায় পড়োনা। মনে রেখ, অবশ্যই সে একদিন তোমাকে ধ্বংস করে ছাড়বে

দুনিয়া সূর্যাস্ত সময় পরিমাণ বাকী আছে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আসরের নামায সময় প্রথম সময়ে পড়েন। তারপর দাঁড়িয়ে খুতবা দেন। কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করলেন। যারা পেরেছে তা মনে রেখেছে। অনেকে ভুলে গেছে। [illegible] সময় সূর্যের দিকে তাকায় যে, সূর্য কি ডুবে গেছে নাকি। [illegible] নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়া শেষ হয়ে গেছে। শুধু এ টুকু অংশ বাকী রয়েছে, তোমাদের [illegible] শেষ হতে যতটুকু বাকী রয়েছে। (ইতহাফ ১০/২২৮)

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مَثَلُ هٰذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَبَقِيَ
مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِي آخِرِهِ فَيُوشِكُ ذٰلِكَ الْخَيْطُ أَنْ يَنْقَطِعَ -

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐ কাপড়ের মত যার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছে, শেষে মাত্র কয়েকটি সূতায় ঝুলে রয়েছে। কাপড়টি এ ক'টি সূতা ছিঁড়ে যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩.২৩৭, হিলয়াতুল আওলিয়া-৮:১৩১, বায়হাকী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ
بَرَكَاتِ الْأَرْضِ فَقِيْلَ مَا بَرَكَاتُ الْأَرْضِ ؟ قَالَ : زَهْرَةُ
الدُّنْيَا -

তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে আশঙ্কা হয় এ ব্যাপারে যে, যেন এমন না হয় যে, আল্লাহ তোমাদের উপর জমিনের বরকত প্রকাশ করে দেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, জমিনের বরকত বলতে কি উদ্দেশ্য? জবাবে তিনি বলেন, দুনিয়ার সুখ-শান্তি। (বুখারী, মুসলিম, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩.২৬২)

খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, এই কবরওয়ালা চল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন, বিশ বছর আমীর আর বিশ বছর খলীফা থেকে পরে কবরে চলে গেছেন। [illegible] এটা। ইহা ধন সম্পদকে হয়ত হাতছাড়া করে নতুবা আপনজনকে বিচ্ছিন্ন করে।

হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায (র) ইবনে মুবারককে বলেন, দুনিয়াতে আসা সহজ কিন্তু এর থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই দুষ্কর ও কঠিন।

চিরকুটে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

পূর্বে মানুষ সফরকালে পথের পাথেয় হিসেবে থলেতে কিছু দীনার-দেরহাম নিয়ে যেত। পথে সন্ত্রাসী ও ডাকাতরা তাদের হত্যা করত এই আশায় যে, তার লুকায়িত থলেতে কিছু দীনার-দেরহাম অবশ্যই থাকবে। এ নিয়মে এক পথিককে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। তারপর তার থলে খোলা হলে তা হতে একটি চিরকুট বেরিয়ে আসে। তাতে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কথা লেখা ছিল। যথা –

১. যখন ভাগ্যলিপি সত্য তখন অতিরিক্ত লোভ অর্থহীন

২. প্রতারণা করাই যখন মানুষের সাধারণ অভ্যাস, তখন কারো উপর ভরসা করা একটি অন্যতম মানবীয় দুর্বলতা।

৩. মৃত্যু যখন প্রত্যেকের অপেক্ষার্থী, তখন দুনিয়াতে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকা নির্বুদ্ধিতা।

দুনিয়া সম্পর্কে হযরত নূহ (আ)

হযরত আনাস (রা) হতে এক বর্ণনায় আছে।

হযরত জিবরাঈল (আ) হযরত নূহ (আ)কে বলেন, দীর্ঘ জীবন লাভকারী হে নবী! দুনিয়া আপনার কাছে কেমন লাগল? জবাবে তিনি বলেন, ঐ ঘরের মত যার দু'টি দরজা আছে। মনে হল, আমি একটি দিয়ে প্রবেশ করে অপরটি দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩ ২৮১)

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র)-এর ভাষণ

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র) একদিন ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন,

সম্মানিত সুধী! আপনাদেরকে একটি বিরাট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। কথাটি যদি মেনে নেন, তাহলে বেওকুফ সাজবেন আর যদি না মেনে উড়িয়ে দিলে ধ্বংস হয়ে যাবেন। আর তা হলো আপনাদেরকে 'চিরস্থায়ী' ও অনন্তকালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। মৃত্যু মানে জীবনের অবসান নয়, বরং দুনিয়া হতে আখেরাতে স্থানান্তর মাত্র।

সম্মানিত সুধী! আপনারা এমন ঘরে আছেন, যার খাদ্যদ্রব্য গিলতে গেলে গলায় বিঁধে যায়, পানি পান করতে গেলে দম বন্ধ হয়ে যায়। এক নেয়ামত পেয়ে যখন আপনারা খুশি হন তখন অন্য নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়, যা

আপনাদের কবর সৃষ্টি করবে। আপনারা সেখানের জন্য আমল করুন, যেখানে আপনাদের যেতে হবে এবং যেখানে চিরদিন থাকতে হবে এরপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে মিম্বর হতে নেমে আসেন। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩:২৭৩, হুলয়াতুল আওলিয়া ৫ ২৬৫)

হযরত উমর (রা)-এর ক্রন্দন

হযরত উমর (রা) তার এক খুতবায় জনতার উদ্দেশে বলেন, দুনিয়া এবং তার চিল যেন তোমাদেরকে ধোকায় না ফেলে। শীঘ্র তোমরা দুনিয়া ছেড়ে অপর কোথাও (আখেরাতে) চলে যাবে। আল্লাহর বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় কর। মৃত্যু আসার পূর্বেই আমল কর। লম্বা-লম্বা আশা করো না। তাহলে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে যাবে। তোমরা ঐ জাতির মত হয়ে যাবে। যাদেরকে তাদের অংশ নেয়ার জন্য ডাকা হয়েছে কিন্তু তারা অবহেলা করেছে. পরিণামে তারা লজ্জিত হয়েছে। এ কথা বলে তিনি মিম্বরে বসেই জোরে জোরে কাঁদতে থাকেন।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফের উক্তি

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, যে প্রবহমাণ দুনিয়া বিগত হয়ে গেছে, তার থেকে এ পুরাতন চাদরটি আমার কাছে বেশি প্রিয় দুনিয়ার যতটুকু আর বাকী আছে, তাও চলে যাওয়া অংশেরই মত যেমন এক পানি অন্য পানির মত হয়।

আফসোস! এক বিকাল এমনও ছিল

নু'অমান বিন মুনজিরের কন্যা হুরকা হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের কাছে আসেন। হযরত মুআবিয়া তাকে অতীত অবস্থা বলতে বললে তিনি বলেন, বিস্তারিত বলব না সংক্ষেপে? হযরত মুআবিয়া বলেন, সংক্ষেপেই বলুন। তিনি বলেন, আমাদের এক বিকাল এমনও ছিল যে, আরবের প্রত্যেকটি লোক আমাদের পানে চেয়ে থাকত এবং আমাদের ব্যাপারে ভয় পেত। আর বর্তমানে এক সকাল এমনও হয়েছে যে, আমাদের দৃষ্টি প্রত্যেকটি আরবের দিকে নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা তাদের থেকে আশঙ্কা বোধ করি। এরপর তিনি বলেন, আগে আমরা প্রতিটি শহরে মানুষের দেখা শুনা করতাম এবং তাদের খোঁজ খবর নিতাম আর এখন তাদের প্রজা

হয়ে ইনসাফ চাই। দুনিয়ার চরিত্র দোষে অলংকৃত হয়, পার্থিব ধন সম্পদ এক স্থানে স্থির থাকে না। এদিকে ওদিকে আবর্তন করে ফেরে।

দুইশ' বছর বয়সী লোকের দুনিয়া সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া

একবার নাজরানের এক প্রবীণ লোক হযরত মুআবিয়া (রা) এর কাছে আসেন। তখন লোকটির বয়স ছিল দুইশ'। হযরত মুআবিয়া (রা) দুনিয়া সম্পর্কে তার অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে প্রবীণ লোকটি বললেন, কিছুকাল সংকীর্ণ অবস্থায় কেটেছে আর কিছু কাল স্বচ্ছল অবস্থায়। এ জীবন থেকে এক একদিন ও রাত করে বহু দিন ও রাত কেটে গেছে। অনেকে জন্মগ্রহণ করেছে, অনেকে মারা গেছে। যদি নতুন করে কেউ ভূমিষ্ঠ না হত তাহলে সমস্ত মাখলুক মরতে মরতে একদিন শেষ হয়ে যেত। আর যদি কেউ না মরত, তাহলে জমিনে সংকুলান হত না।

হযরত মুআবিয়া (রা) তার প্রতি সদয় হয়ে বলেন, আমার কাছে কিছু চাইলে বলুন; দিতে চেষ্টা করব। প্রবীন লোকটি বললন, অতীত জীবন ফিরিয়ে দিন অথবা অত্যাসন্ন মৃত্যুকে দূরে হটিয়ে দিন। হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, এটা তো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। প্রবীণ লোক বলেন, তাহলে আমার অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি একটি কবিতা বলেন, যার অর্থ হলো :

আল্লাহর দরবারে কল্যাণ প্রার্থনা করুন এবং তাতেই খুশি থাকুন সমস্যা অনেক কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, যা সমস্যা বিদায় নিতেই প্রকাশ পায়। এক সময় মানুষ জীবিতদের মাঝে ঈর্ষার পাত্র থাকে। কিন্তু এই মানুষ পরক্ষণে আবার কবরে গিয়ে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়াতে তার নাম নিশানা পর্যন্ত বাকী থাকে না।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র) ইবনে হাত্তানের এই কবিতা পড়তেন :

দুর্ভাগা লোকেরা এই দুনিয়ার প্রতি রাগান্বিত ও বীতশ্রদ্ধ হয় না, যদিও তারা উলঙ্গ ও ক্ষুধার্ত থাক না কেন। তারা দুনিয়াকে এত ভালবাসা সত্ত্বেও দুনিয়া তাদের জন্য গ্রীষ্মের বাতাসের মত, যা ক্ষণিকের জন্য প্রবাহিত হয়ে একটু পরেই উধাও হয়ে যায়। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৬ ২৭৩)

আহ্! কতই না আফসোস ও তাজ্জবের কথা!

মুহাম্মদ বিন ইসহাক জুকাফী বলেন, এক জ্ঞানী লোক বলেন

১. ঐ লোকের উপর আমার তাজ্জব লাগে, যে অর্থ-সম্পদ হ্রাস পেলে দুঃখিত হয় কিন্তু নিজের জীবন নষ্ট হওয়ার কারণে আফসোস করে না।

২. ঐ ব্যক্তির উপরও আমার আফসোস হয়, দুনিয়া যার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং তার দিকে আখেরাত এগিয়ে আসছে কিন্তু তারপরেও সে উহাতে (দুনিয়াতে) ব্যস্ত, যা তার থেকে প্রতিনিয়ত দূরে সরে যাচ্ছে, আর যা প্রতিনিয়ত তার দিকে এগিয়ে আসছে অর্থাৎ কিয়ামত, তার থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন ও গাফেল। (কিতাবুয যুহদ লিল বায়হাকী-২০২)

চারটি তাজ্জব কথা

একবার জনৈক বাদশা এমন এক বিচক্ষণ ও জ্ঞানী লোককে হত্যা করে, যিনি মানুষের মাঝে ন্যায়ানুগ ফায়সালা করতেন। বাদশা বলেন, সে নিশ্চয় কোনো কিতাব দেখেই ফায়সালা করত। এ কথা ভেবে বাদশা তার স্ত্রী বা বোনের কাছে এই মর্মে নির্দেশ পাঠায় যে, খুঁজে দেখ তার কোনো কিতাব ছিল কিনা? তারা জানায়, আমরা বড় কোনো কিতাবের কথা জানি না, তবে দেখেছি সবসময় তার কাছে একটি ছোট কাগজ থাকত। তারা নিহতস্থলে খোঁজ নিলে সেখান থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার হয়, তাতে চারটি মূল্যবান কথা লেখা ছিল। আর তা হলো –

عَجَبًا لِمَنْ يَذْكُرُ اَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ كَيْفَ يَفْرَحُ ؟

وَعَجَبًا لِمَنْ يَذْكُرُ اَنَّ النَّارَ حَقٌّ كَيْفَ يَضْحَكُ ؟

وَعَجَبًا لِمَنْ يَذْكُرُ اَنَّ الْقَدْرَ حَقٌّ كَيْفَ يَحْزَنُ ؟

وَعَجَبًا لِمَنْ يَرَى الدُّنْيَا وَتَصَرُّفَهَا بِاَهْلِهَا كَيْفَ يَطْمَئِنُّ اِلَيْهَا؟-

১. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে জানে তার মৃত্যু হবে, তারপরেও সে কিভাবে আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে।

২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে জানে জাহান্নাম সত্য, তাহলে সে কিভাবে হাসে?

৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তাকদীরে বিশ্বাস করে কিন্তু তারপরেও কিভাবে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়?

৪. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে দুনিয়ার [illegible] পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। (কানযুল উম্মাল-২ ৪৫৫-৫৫৬)

তোমার দিন শেষ হওয়ার পথে

হযরত দাউদ তাঈ (র) বলেন :

হে মানুষ! তোমার আশা পূরণ হলে তুমি খুব খুশি হও অথচ তোমার দিন শেষ হওয়ার পথে। এরপরও তুমি আমলে অমনোযোগী। মনে হয় তোমার ধারণা, তোমার আমলের লাভ বুঝি অন্য কেউ পাবে। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৮)

উমর বিন আব্দুল আযীয (র)-এর প্রতি এক আলেমের পত্র

আওন বিন মা'মার বলেন, এক আলেম হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র)-এর কাছে এ মর্মে পত্র লেখেন যে :

দুনিয়া চিরদিন থাকার জায়গা নয়। দুনিয়াতে হযরত আদম (আ)-কে শাস্তিস্বরূপ বদলী করা হয়েছিল। সওয়াব সম্পর্কে যে জানেনা, সে দুনিয়াকেই সওয়াব বলে মনে করে। আর যে শাস্তি চিনেনা, সে দুনিয়াকেই শাস্তি বলে মনে করে। অথচ বাস্তবে ব্যাপারটি এমন নয়, বরং দুনিয়া এমন স্থান যে, তার অধিবাসীদেরকে সম্মান বা অসম্মানের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। দুনিয়া সাপের মত। এর গায়ে হাত বুলালে খুব নরম লাগে কিন্তু তা মৃত্যুর উপকরণ। দুনিয়াতে আপনি ঐ অসুস্থ ব্যক্তির মত থাকবেন, যে সুস্থতার আশায় কঠিন, তিক্ত ঔষধ সেবন করে এবং ভাল, মজাদার, সুস্বাদু খাদ্য এড়িয়ে চলে।

দুনিয়া স্বপ্নের মত

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, দুনিয়া [illegible] ঘুমের মধ্যে ভাল ভাল স্বপ্ন দেখে জাগ্রত হয়ে কিছুই পায় না

আফসোস! তুমি আশা আকাঙ্ক্ষায় আত্মভোলা হয়ে আছ।

আব্দুল্লাহ বলেন, ইবরাহীম বিন আব্দুল মালেক আমাকে সুলাইমান বিন ইয়াযীদ আদাবীর এই কবিতা শুনিয়েছেন :

আমার ভীষণ তাজ্জব লাগে যে, তোমার জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তুমি ভাবলেশহীন রয়েছ, অথচ জীবনের মেয়াদকাল খুবই স্বল্প এবং তা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

তোমার ধ্বংস হোক, তুমি আশা-আকাঙ্ক্ষায় আত্মভোলা হয়ে উন্মুক্ত অথচ প্রতিদিন মৃত্যু তোমাকে তার ঘাঁটির দিকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এত দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পরও ঐ দুনিয়া যেন তোমাকে ধোঁকা দিতে না পারে, বিপদে ফাঁসিয়ে নির্মমভাবে হত্যা না করে।

দুনিয়া দিবাস্বপ্ন বা ঢলে পড়ে ছায়ার মত। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকেরা এমন বস্তুর ধোঁকায় পড়ে না। যেদিন বিপদে কেউ তোমার পাশে দাঁড়াবে না, কোনো বন্ধু সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিবে না সেই আখেরাতের দিনের জন্য বিরতিহীন প্রস্তুতি নিতে থাক। তোমার ধ্বংস হোক তুমি কেমন বোকা ও অবিবেচক যে, এত কষ্ট করে অর্থ-সম্পদ করে তা পরকালের কল্যাণের জন্য ব্যবহার না করে অন্যদের আরাম-আয়েশের জন্য জমা করে রেখে যাচ্ছ। (আল বয়ান ওয়াত তিবয়ান-১ ৪৫)

নবীজীর দোয়া

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় এভাবে দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! এমন দুনিয়া হতে পানাহ চাই, যা আখেরাতের কল্যাণের পথে অন্তরায় হয়।'

কবরস্থানে এক বৃদ্ধার নসিহত

আমের বিন আব্দুল্লাহ যুবাইর কবরস্থানে ধূলিমলিন এলোমেলো চুলওয়ালা এক বৃদ্ধ মহিলাকে দেখেন, সে বলছে,

"দুনিয়ার সাজ সজ্জা, সৌন্দর্য, ভূষণ সবই একদিন হারিয়ে যাবে, [illegible] দুনিয়ার মানুষেরাও একদিন কেউ থাকবে না।"

বিজ্ঞজনেরা বলেন, এই বৃদ্ধা ছিল আসলে [illegible] দুনিয়া-কল্পনা, অর্থাৎ তিনি কল্পনার চোখে দুনিয়াকে [illegible] বৃদ্ধা মহিলার রূপে আবিষ্কার করেন। (বাহয়াতুল মাজালিস-৩ ১৮৫)

বাদশা হারুনুর রশীদের মর্মস্পর্শী ভাষণ

হযরত ফুযাইল বিন ইয়াজ (র) বলেন, একবার বাদশা হারুণুর রশীদ কা'বা শরীফের গায়ে ভর দিয়ে দাড়িয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেন :

"সম্মানিত উপস্থিতি! দুনিয়া বড়ই প্রতারক ও ধোঁকাবাজ। সে আপনাদের পূর্ববর্তী জাতিকে ধ্বংস করেছে। যারা দুনিয়ায় বর্তমান আছে এবং ভবিষ্যতে আসবে, তাদেরকেও সে হত্যা করবে। সাবধান! আপনারা তার প্রতারণার শিকার হবেন না।"

হযরত ফুযাইল (র) বলেন, বাদশার এই সংক্ষিপ্ত কথা এতই মর্মস্পর্শী হয় যে, তা আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে এবং চোখকে করে অশ্রুসিক্ত।

আবুল হাসান বাহেলীর পংক্তি

আব্দুল্লাহ বলেন, আবুল হাসান বাহেলী আমাকে এই পংক্তি শুনিয়েছেন :

"মৃত্যুকে ভয় কর। মৃত্যু মানুষকে ধ্বংস করে। দুনিয়াকে ছুঁড়ে ফেল। তার সাথে কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার কর। দুনিয়াকে শত্রু মনে কর। তাকে বন্ধু বানিও না। যারা দুনিয়াকে বন্ধু বানাবে, তারা দুনিয়াকে পাবে না এবং পরকালও হারাবে।"

সমস্ত মানুষ দুনিয়ার শিকারী

আব্দুল্লাহ বলেন, আবু সাঈদ মাদানী আমাকে আব্দুল্লাহ ইবন উরওয়ার নিম্নোক্ত কবিতাটি শুনিয়েছেন :

দুনিয়াবাসীরা দ্বীনের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনে গলদঘর্ম আর সৌন্দর্য-ভূষণের পিছে উদভ্রান্ত হয়ে ছুটে মরছে। সকলে দুনিয়াকে শিকার করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তারা এতে এতই বিভোর যে, আখেরাত সম্পর্কে

তোমার সুন্নতই পায় না। সকলের লক্ষ্য দুনিয়া অর্জন, নিজেদেরও সঠিক রাস্তায় নেই এবং অনুসারীদেরও সঠিক রাস্তায় চালায় না। ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, নেতা কর্মী সবাই পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্তির কবলে নিপতিত।

আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি

হযরত সাঈদ বিন যুবাইর বলেন, আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি হলো, আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থেকে তাঁর ক্ষমা পাওয়ার আশা রাখা। পার্থিব জীবনের ধোঁকা হলো, মানুষ দুনিয়া নিয়েই রাত-দিন পড়ে থাকবে এবং আখেরাত সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। যা কিছু করবে, সবই দুনিয়ার জন্য করবে। যখন এমন মানুষ আখেরাতে যাবে, তখন বলবে, হায়! এ জীবনের জন্যও যদি কিছু কাজ করে আসতাম! 'ধোঁকার সামগ্রী' হলো তা, যা আখেরাত সম্পর্কে বেখবর করে দেয়। আর যা এমন করে না, তা ধোঁকার সামগ্রী নয়, বরং তা এমন সামগ্রী যা তাকে কল্যাণের পথে উন্নীত করে। (কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক-৩৫)

সকলের নিকট ঘৃণিত ব্যক্তি

আবু তৈয়্যেবা জুরজানী বলেন, আমি কুরয বিন ওবরাকে বললাম, সৎ লোক-অসৎ লোক নির্বিশেষে সবাই কাকে ঘৃণা করে? জবাবে তিনি বললেন, ঐ ব্যক্তিকে, যে আখেরাতের জন্য আমল করে পুনরায় দুনিয়ামুখী হয়। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৫ ৮০)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لَا تَشْغَلُوْا قُلُوْبَكُمْ بِذِكْرِ الدُّنْيَا-

"তোমরা অন্তরকে দুনিয়া থেকে খালি কর এবং অন্তরে দুনিয়াকে ঠাঁই দিও না।" (বায়হাকী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩.২৮২)

দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত থাকুন

হুযায়ফা মার'আশী বলেন, ইউসুফ বিন আসবাত আমার কাছে একটি পত্র লেখেন, যাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত ছিল। যথা –

১. আমি আপনাকে আল্লাহকে ভয় করার এবং আল্লাহ যা আপনাকে শেখার তৌফিক দিয়েছেন তার উপর আমল করার ওসিয়ত করছি।

২. নিজের মুহাসাবা গ্রহণ করার এবং আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার জন্য ওসিয়ত করছি।

৩. প্রিয় ভাই! নিজের দেহ হতে গাফলতির চাদর সরিয়ে ফেলুন, মৃত্যুর ব্যাপারে উদাসীন না হয়ে সচেতন হোন। কাল কিয়ামতে সৌভাগ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

৪. মনে রাখবেন, দুনিয়া তাদের ময়দান, যারা আখেরাতের উন্নতি করতে চায়। দুনিয়াদারদের দেখে ধোকায় পড়বেন না, যারা জীবনের এক পিঠ (দুনিয়া) নিয়ে মত্ত আর অপর পিঠ (আখেরাত) সম্পর্কে বেখবর।

৫. সম্মানিত ভাই সকল! একদিন আমাকে এবং আপনাকে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়াতে হবে। তখন তিনি ছোট-বড় সব ধরনের কথা-কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। এমনকি আমার আশঙ্কা হয়, অন্তরের গহীনে কি ছিল, চোরা চোখে কি দেখেছি, কান খাড়া করে কি শুনেছি সব কিছু সম্পর্কেই জিজ্ঞাসা করবেন। আমার মত মানুষের পক্ষে এতসব খুঁটিনাটি বিষয়ের সদুত্তর দেয়া কি সম্ভব?

৬. ভাইজান! ভাল করে শুনুন, আল্লাহর কাছে আমল ছাড়া শুধু কথা কাজে আসবে না। অর্থ ব্যয় করার অঙ্গীকার বাস্তবে ব্যয় করার সমান হবে না। গুনাহ থেকে বেঁচে না থেকে গুনাহ করে নিজেকে তিরস্কার কাজে আসবে না। আল্লাহ আমাকে এবং আপনাকে তাঁর মর্জি মোতাবেক আমল করার পূর্ণ তাওফিক দান করুন। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৮:২৪১)

ইবনে শাওজাব বলেন, কাছীর বিন যিয়াদকে অনুরোধ করা হলো, হুজুর! কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন, দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করে দাও। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তাহলে উভয় জগতে লাভবান হবে। এর বিপরীতে আখেরাতকে কখনো দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রি করবে না। যদি বিক্রি কর, তাহলে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

খলীফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক প্রতি জুমু'আয় সমবেত মুসল্লীদের উদ্দেশে আলোচনা করতেন। তিনি বলতেন:

সাবধান! দুনিয়াদাররা এমন আতঙ্কিত, যা কল্পনারও ঊর্ধ্বে। তারা কোথাও এবং কোনো কিছুর মাঝে শান্তি পায় না। এভাবেই একদিন তারা মৃত্যুবরণ করে। দুনিয়ার কোনো নেয়ামত স্থায়ী নয়। বিপদ-মুসিবতের

কোনো নিয়ম নীতি নেই। দুনিয়াতে এমন মন্দ লোকেরা বসে গেছে, ভাল লোকেরা বিদায় নিয়ে চলে গেছেন। এরপর তিনি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন :

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ –

তুমি ভেবে দেখ, যদি আমি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দিই এবং পরে তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল তা তাদের নিকট এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদের কোনো কাজে আসবে কি? (সূরা শু'আরা - ২০৫-২০৭)

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (র) তাঁর এক গভর্নর আদী বিন আরতাতের কাছে লেখেন, দুনিয়া আল্লাহর বন্ধু-শত্রু উভয়কে তার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে। আল্লাহর বন্ধুদের ব্যস্ততা হলো, দুনিয়া তাদের পেরেশান রাখে। আর শত্রুদের ব্যস্ততা এভাবে যে, দুনিয়া তাদেরকে আনন্দ ফূর্তিতে ডুবিয়ে রেখেছে (তারীখে ইবনে আসাকীর-১৬:২৯২)

রূহ বের হওয়ার সময় তিন জিনিসের জন্য আফসোস করবে

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, মানুষের যখন রূহ বের হয়, তখন তিনটি জিনিসের জন্য তার আফসোস হয়। যথা –

১. জীবনে যা সঞ্চয় করেছে তার দ্বারা উপকৃত হয়নি

২. তার আশা আকাঙ্ক্ষা অনেক বাকী রয়েছে, পূরণ হয়নি

৩. যেখানে যাচ্ছে তার জন্য উত্তম পাথেয় প্রস্তুত করেনি (হিলয়াতুল আওলিয়া-৬:২৭২)

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় দুই ফেরেশতার আহবাণ

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

সূর্য উদিত হলে, তার দুই পাশে দুই ফেরেশতা দাঁড়িয়ে আহবান করে, যা মানুষ ও জিন ব্যতিরেকে সবাই শুনতে পায়, তারা বলেন :

যে মানব সম্পদ প্রচুর পরিমাণে ধাবিত হও। যা পরিমাণে অল্প হলেও যথেষ্ট হয় তা অধিক হয়ে ঐ বেশি হতে উত্তম, যা উদাসীনতায় নিমজ্জিত করে।

অনুরূপ যখন সূর্যাস্ত হয় তখন দুই ফেরেশতা সূর্যের দুই পাশে দাঁড়িয়ে আহবান করে, যা মানুষ ও জিন ব্যতীত সকলেই শুনতে পায়। তারা বলে— হে আল্লাহ! যারা অর্থ-সম্পদ সৎ কাজে ব্যয় করেছে, তাদেরকে দ্রুত প্রতিদান দিন। আর যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ না করে জমা রেখেছে তাদের মাল বিনষ্ট করে দিন। (মুসনাদে আহমাদ-৫:১৯৭)

প্রতিদিন সকালের জরুরী ঘোষণা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতিদিন সকাল হতেই বিশ্ববাসীর উদ্দেশে এক ঘোষক উচ্চস্বরে এই মর্মে ঘোষণা দেয়:

"হে বিশ্ববাসী! মহান পবিত্র সত্তা আল্লাহ তা'আলার মহাত্ম্য ও পবিত্রতা বর্ণনা কর।" (মুসনাদে আবু ইয়ালা-২:৪৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা)-এর দামী কথা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) প্রায় তাঁর সাথীদের বলতেন, দিন রাতের আবর্তনে তোমরা এক সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য দুনিয়ায় এসেছ এবং আছ। তোমাদের প্রতি মুহূর্তের আমল (কথা, কাজ) মনিটরিং (পর্যবেক্ষণ) সংরক্ষণ করা হচ্ছে। হঠাৎ মৃত্যু এসে যাবে। এ দুনিয়া পরকালীন সাফল্যের ক্ষেতস্বরূপ। যারা এ ক্ষেতে ভাল বীজ বুনবে, তারা পরকালে ভাল ফসল পাবে, যারা মন্দ বীজ বুনবে, তারা পরকালে পস্তাবে। যে যেমন বীজ বুনবে সে তেমনই ফসল পাবে। যে আমলে ধীর-স্থির, তার পুণ্য বর্ধিত হয় না। যারা কল্যাণ লাভ করে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহই তাদেরকে অনিষ্ট হতে রক্ষা করেন। মুত্তাকী ও পরহেযগারগণ জাতির সর্দার। উলামায়ে কেরাম জাতির কর্ণধার ও পরিচালক। তাঁদের সাহচর্য মর্যাদা লাভের উপায়। (হিলইয়াতুল আওলিয়া ১:১৩৩)

বিগত দিন 'নিন্দিত' আজকের দিন 'মেহমান'

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলেন, [illegible] দিন তিনটি। (১) বিগত দিন, যা অতীত হয়ে গেছে এবং তোমার নিকট থেকে অনেক কিছু ও নসিহত নিয়ে গেছে। (২) আজকের দিন, যা তোমার মেহমান। গতদিন তার কোনো খোঁজ ছিল না। আজ হাজির হয়েছে, তবে একটু পরেই চলে যাবে। (৩) আগামী দিন, যা দেখা সব সময় সকলের জন্য নসীব হয় না।

আব্দুল্লাহ বিন ছা'লাবা হানাফী বলেন, বিগত দিন নিন্দিত। আজকের দিন প্রশংসার যোগ্য নয়। আর আগামী দিন আসার কোনো গ্যারান্টি নেই।

উবাইদুল্লাহ বলেন, তার পিতা বলতেন, দুনিয়া শুধু তিন দিনের। একদিন গতদিন তার সকল আমল গুছিয়ে নিয়ে চলে গেছে। আগামী দিন আসার সম্ভাবনা আছে মাত্র। তুমি তা নাও পেতে পার। আজকের দিনটি কেবল তোমার। যদি তুমি জীবনে আগামীকাল পাও তবে, কালকের দিনকে কাল পাবে। আগামীদিন আসার পূর্বে মাত্র একটি দিন আর একটি রাত। এ সময়ের মধ্যে দুনিয়ার হাজারো মানুষ মারা যায়। হতে পারে তুমিও তাদের একজন হবে। সুতরাং প্রতিদিনের চিন্তাই যথেষ্ট. এর বাইরে দ্বিতীয় দিনের চিন্তা করাও অযথা। প্রত্যেক দিনের মাঝে আগামী দিনের ঝলক থাকে।

আব্দুল্লাহ বিন মারওয়ান বিন হাকাম বলেন, প্রত্যেক দিনের মাঝে আগামী দিনের ঝলক থাকে। যদি আজকের দিনটি ভাল হয় তাহলে কালও ভাল হবে। আর আজকের দিন খারাপ হলে আগামী দিনও খারাপ হয়।

আজকের আমল আগামী দিনের জন্য রেখোনা

আব্দুল্লাহ বলেন, মুহাম্মাদ বিন হাসান আমাকে তার এই কবিতা শুনিয়েছেন :

গতকাল তো ইনসাফকারী সাক্ষীরূপে গত হয়েছে। এরপরে নতুন দিন এসেছে। যদি তুমি গতকাল মন্দ করে থাক, তবে আজ ভাল কর। তাহলে তুমি প্রশংসার যোগ্য হবে। যদি তুমি আজকের দিন ভাল কাজ করতে পার, তাহলে এর লাভ তুমিই পাবে। কিন্তু গতকাল আর ফিরবেনা। আজ যে সৎকাজ তুমি করতে পার, তা আগামী কাল করব বলে রেখে দিও না। কেননা এমন হতে পারে যে, আগামী কাল তো আসবে কিন্তু তুমি (বেঁচে) থাকবে না।

আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বলেন, বনূ রবীয়ার এক শায়েখ বলেছেন যে, জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, গতদিন তোমার বিরুদ্ধে এক সাক্ষী, যা তোমাকে চিন্তিত করে রেখেছে এবং নিজের শিক্ষা তোমার সামনে রেখে গেছে। আজকের দিন দীর্ঘদিন পরে তোমার কাছে এসেছে কিন্তু সে দ্রুত চলে যাবে। আগামী দিন সম্পর্কে বলা যায় না যে, কে তা পাবে। সুতরাং তুমি নিজের বিরুদ্ধে দুই সাক্ষী জমা হওয়া থেকে বাঁচ।

হযরত ঈসা (আ) বলতেন, রাত-দিন দু'টি আলমারীর মত। তোমাদের ভাবা দরকার যে, তাতে কি রেখেছ? তিনি আরও বলতেন, যে কাজের জন্য রাত বানানো হয়েছে, তাতে সেই কাজই কর। আর দিন যে কাজের জন্য বানানো হয়েছে, তাতে সে কাজই কর। (আয যুহদুল কাবীর লিল বায়হাকী-২৯৫)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, দুনিয়ার প্রত্যেক আগত দিন এই কথা বলে সতর্ক করে যে, হে মানব! আমি দুনিয়া। যে ব্যক্তি আমার মাঝে যেরূপ আমল করবে, আমি তার সাক্ষী। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর আমার সময় শেষ, কিয়ামত পর্যন্ত আমি আর তোমার কাছে আসব না।

হযরত আবু দারদা বলেন, হে মানুষ! তুমি যে মাটিতে বর্তমান চলছ, এই মাটিই একদিন তোমার কবর হবে। তুমি দুনিয়াতে ক'দিনের অতিথি মাত্র। যখন কোনো দিন চলে যায়, তখন তোমার জীবনের কিছু অংশও চলে যায়। তুমি পৃথিবীতে আসার পর থেকে ক্রমে নিজের জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে চলেছ। (কিতাবুয যুহদ লি ইবনিল মুবারক-২৯২)

হযরত আবু দারদা বলেন, মানুষের যখন ধন-সম্পদ বেশি হতে থাকে তখন সে খুব খুশি হয়। অথচ প্রতিদিন তার জীবন থেকে যে একটি করে দিন ক্রমে ক্রমে সে কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার জন্য মোটেও চিন্তিত হয় না। আয়ু ফুরিয়ে গেলে অজস্র টাকা কোন্ কাজে আসবে?

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হে মানব! প্রতিটি দিন তোমার ঘরে আসা মেহমানের মত। এই মেহমান দিন শেষে বিদায় নিয়ে গিয়ে হয়ত তোমার প্রশংসা করবে, নতুবা নিন্দা-মন্দ বলবে। রাতের অবস্থাও দিনের মত।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, দিন-রাত দু'টি বাহনের মত, যার মাঝে তুমি আছ। দিন তোমাকে রাতের দিকে ধাক্কা দেয় আর রাত ধাক্কা দেয়

আখেরাতের মেলাও তোমার দেখা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে দিন গুলোর আবর্তন অস্তিত্বনাশে অত্যন্ত দ্রুতগামী। পূর্বে যারা দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের যে পরিণতি হয়েছে, বর্তমানে যারা দুনিয়ায় আছে তাদেরও একদিন সেই পরিণতি হবে।

অনন্তের ডাক আসছে পাথেয় প্রস্তুত কর

দাউদ তাঈয়ের জনৈক আত্মীয় একদিন তাকে বলে, আমাকে কিছু নসিহত করুন। এ কথা শুনে দাউদ তাঈয়ের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। পরে তিনি বলেন, প্রিয় ভাই! আখেরাত হলো মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য। রাত দিন হলো জীবনের বিভিন্ন মঞ্জিল যা তোমাকে পরিশেষে আখেরাতের ঘাঁটিতে পৌঁছে দেবে। এটা অনন্ত সফর, এ সফরের ডাক এসে গেছে অতএব তুমি সময় থাকতেই সফরের পাথেয় প্রস্তুত কর। যে কোনো সময় তোমাকে সফর শুরু করতে হতে পারে। তাই আর দেরি নয়; এখনই পাথেয় সংগ্রহে নেমে পড়। (রবীউল আবরার-১:৬৭)

ইমাম আওযায়ী (র) তাঁর এক ভাইয়ের উদ্দেশে লিখেন, তুমি দুনিয়াতে স্বাধীন নও, বরং অন্তরীণ। রাত-দিন তোমাকে প্রত্যহ কবরের দিকে ঠেলছে আর তুমি কবর পানে চলছো। মৃত্যুর পরে তোমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে।প্রতিটি কথা ও কাজের হিসেব দিতে হবে। তাই আল্লাহকে ভয় কর এবং সর্বক্ষণ তাঁর ধ্যানে থাক। (হিলয়াতুল আওলিয়া-২.১৪, সফওয়াতুস সফওয়া-৪.২৫৫)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হে মানুষ! আমলের সুযোগ হিসেবে কেবল আজকের দিনটাই তুমি পাচ্ছ। আগামীকাল নয়। তাই কিছু করতে চাইলে আজই কর। ভাগ্যক্রমে কালকের দিনটা পেলে তাতেও আমল কর। আজ পেয়েও যদি সময়টাকে কাজে না লাগিয়ে হেলায় হারিয়ে ফেল, তবে কালও তোমার জন্য কিছু করা সম্ভব হবে না। এভাবে একদিন তোমার জীবনে কিয়ামত চলে আসবে। তখন শত আফসোস করবে, কিন্তু কাজে আসবে না।

দুনিয়া নয়, আখেরাতকে লক্ষ্য বানাও

আব্দুল্লাহ বলেন, আবু জাফর কুরাইশী আমাকে এই কবিতা শুনিয়েছেন, যার অর্থ হলো –

সাবধান! যে দুনিয়ায় তুমি আছ, তা যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। দুনিয়ার জন্য এক মুহূর্তেও চিন্তা করে সময় নষ্ট করো না। দুনিয়া নয়, আখেরাতকে লক্ষ্য ও টার্গেট বানাও। কারণ দুনিয়া আজ আছে কাল নেই, এমনিভাবে তুমিও এ দুনিয়াতে আজ আছো, কাল থাকবে না। কিন্তু আখেরাতের কোনো শেষ নেই, আর তোমাকেও সেখানে চিরকাল থাকতে হবে। ভাল আমল করলে চিরকাল জান্নাতে থাকবে আর খারাপ কাজ করলে জাহান্নামে যেতে হবে।

মনে রেখ, তুমি সর্বক্ষণ সফরে আছ

আব্দুল্লাহ বলেন, মাহমুদ বিন হাসান আমাকে একটি কবিতা শুনিয়েছেন, যার ভাবার্থ এরূপ–

হে বৃদ্ধ! বার্ধক্য তোমার সারা শরীরে ছাপ ফেলা সত্ত্বেও তুমি এখনও নিজেকে ভুলে রয়েছ। ভাল করে মনে রেখ, শয্যায় শায়িত অবস্থাতেও তুমি সফরে আছ। দিন-রাত ক্লান্তিহীনভাবে তোমাকে একের পর এক মঞ্জিল পার করিয়ে কবরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ তুমি এখনও বেখবর!

দিন-রাতের ঘোষণা

বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযানী বলেন, দিন দুনিয়াতে এসেই এই ঘোষণা দেয় যে, হে মানুষ! আমাকে অপূর্ব সুযোগ মনে কর। কারণ হতে পারে, আমার পরে আর কোনো 'দিন' তুমি পাবে না। অনুরূপ রাত এসে মানুষকে ডেকে বলে, হে মানুষ! আমাকে মূল্যায়ন কর। হয়ত তোমার ভাগ্যে আর কোনো রাত জুটবে না।

মৃত্যু! তুমি নিষ্ঠুর! বেদনাবিধুর!

আব্দুল্লাহ বলেন, ঈসা আহমার তার এক কবিতায় বলেন :

মৃত্যু তুমি বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংসের প্রতীক। তুমি মায়া মমতা ও ভালবাসা ছিন্নকারী। আমরা কতদিন এভাবে দিন গুনতে থাকব। আমরা দু'দিনের মাঝে অবস্থানকারী। এক তো হলো সেদিন, যেদিন গত হয়ে গেছে। আরেক

দিন হলো, যার আসা না আসা অনিশ্চিত। তারপরেও অনিবার্য নিশ্চিত ঐ দিনটিই আগমন করবে। যুগ বহু বন্ধুদের মাঝে বিদায় রেখা টেনে দিয়েছে এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, যেন তারা কোনোদিন বন্ধু ছিল না। দুনিয়া দুনিয়ার হাতকে মানুষের মাঝে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে দেখেছি।

উমর বিন যর বলেন, আবু উমরের উদ্দেশে লিখা সঈদ বিন যুবাইরের এক পত্রে আমি লিখা দেখেছি : "মুমিনের জীবনের প্রতিটি দিনই গনীমত।"

হাসান বসরীর পত্র

হযরত মাকহুল ছিলেন হযরত হাসান বসরী (র)-এর সমসাময়িক দু'জনের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হযরত হাসান বসরী (র) হযরত মাকহুল (র)কে খুব ভালবাসতেন এবং তার খোঁজ-খবর রাখতেন। একবার তিনি হযরত মাকহুলের কাছে একটি পত্র লিখেন, যার প্রতিটি লাইন ছিল উপদেশ দিয়ে সাজানো। পত্রটির কথা ছিল এরূপ –

প্রিয় ভাই! আল্লাহ আমার ও আপনার প্রতি রহম করুন। স্মরণ রাখবেন, আপনার পা মৃত্যুর ঘরে। সেদিন দূরে নয় যেদিন আপনার মৃত্যুর ঘোষণা দেয়া হবে। দিন-রাত অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জীবন হ্রাস এবং জীবনকে মৃত্যুর কাছাকাছি করতে তৎপর থাকে। অনেক লোক দুনিয়া থেকে চলে গেছে, তাদের অস্তিত্ব মিটে গেছে। নূহ, আদ, সামূদ ছাড়াও আরও অনেক জাতির সাথে দিন-রাত এই একই আচরণ করেছে। অতীতের সবাই আল্লাহর কাছে চলে গেছে।

কিন্তু দিন রাত এখনও বহাল তবিয়তে আছে। যুগের উত্থান-পতন সত্ত্বেও দিন-রাতের ক্ষয় নেই, লয় নেই। পূর্ববর্তীদের সাথে যে আচরণ সে করেছে ঠিক ঐ আচরণই সে পরবর্তীদের সাথে করতে প্রস্তুত আপনিও একদিন সাবেক ভাই-বন্ধুদের মত হয়ে যাবেন। আপনার উদাহরণ ঐ দেহের মত, যাতে শক্তি-সামর্থ্য বিন্দুমাত্র নেই, শুধু কঙ্কালটা পড়ে আছে, যা ডাকের অপেক্ষায়। যে কোনো সময় তার ডাক এসে যেতে পারে। (তারীখে ইবনে আসাকির ২৫:২৩১)

প্রতিটি সময়কে মূল্যবান মনে কর এবং যত পার আমল করে নাও

উমর বিন যর একবার তার সাথীদের উদ্দেশে বলেন, প্রিয় সাথীরা! আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। রাত এবং তার আঁধারে যত পার আমল

করে নাও। দিন-রাতে যে ভাল আমল করে সে বড়ই ঈর্ষার পাত্র, সৌভাগ্যশীল। আর সে বড়ই হতভাগা, যে রাত দিনে ভাল আমল না করে বঞ্চিত থাকে। রাত দিন হলো ঈমানদারদের জন্য তাদের প্রভুর আনুগত্যের একটি রাস্তা। আর যারা গাফেল তাদের জন্য ইহা ক্ষতিকর।

বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করে নিজেদের 'জিন্দা' করবে। জিকিরের দ্বারা অন্তর জীবিত হয়। অনেক আল্লাহর বান্দা এমন আছেন, যারা রাতের আধারে আল্লাহর সামনে দাঁড়ান। তাদের এই দাঁড়ানোটা কবরবাসী'দের জন্য বড়ই ঈর্ষার বস্তু। এর বিপরীতে অনেক মানুষ রাতে ঘুমে বিভোর থাকে অথচ এ সময় আল্লাহ ইবাদত গুজার বান্দাদের প্রতি বিশেষ রহমত নাযিল করেন। যারা সারা রাত ঘুমে কাটায় তাদের এই 'লম্বা ঘুম' কিয়ামতের দিন তাদের নিজেদের জন্য আক্ষেপ ও অনুতাপের কারণ হবে। দিন-রাতসহ প্রতিটি সময়কে মূল্যবান মনে কর। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৫:১০৯)

এক ভাই তার অপর ভাইয়ের কাছে নিজের অবস্থা তুলে ধরে একটি ইসলাহী পত্র লিখেন। পত্রের কথা ছিল এমন :

ভাইজান! আমি আপনার কাছে এমন কিছু বিষয় লিখছি, যা করতে আমার মন চায় না এবং আমার অন্তরের ঐ অবস্থা তুলে ধরছি, যার কারণে আমার মন্দ পরিণতির আশঙ্কা হয়। আর তা হলো –

আমার নফস সবসময় আরাম চায়। মন আনন্দ-ফূর্তি করতে খুব ভালবাসে। ইবাদত-বন্দেগী করতে আমার হিম্মত বোঝা মনে করে। আমি নফসকে বিপদ-মুসিবতের খুব ভয় দেখিয়েছি, অন্তরকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়েছি। হিম্মতকে ক্রটির ভয় দেখিয়েছি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি। এ সমস্ত দুর্বল পয়েন্টের ইসলাহ হিসেবে আমাকে কিছু দিক-নির্দেশনা দান করবেন, যাতে আমার অবস্থা সংশোধন হয়ে যায়। আমার আশঙ্কা হয় যে, মৃত্যুর প্রস্তুতি নেয়ার পূর্বেই আমি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব। ওয়াসসালাম।

পত্র পেয়ে অপর ভাই জবাবে লিখেন, যে অন্তর দুনিয়াকে ভালবাসে এবং দুনিয়াতে থাকতে চায়, তার প্রতি আমার বড়ই তাজ্জব লাগে। কেননা প্রতিটি ক্ষণ আমাদের আখেরাতের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে এবং 'দিন-রাত'

আমাদের জীবন সংকুচিত করে চলেছে। এমন অস্থায়ী ও নড়বড়ে জীবন কিভাবে আমাদের প্রিয় হতে পারে। ওয়াসসালাম

সারা বছরের চিন্তা একদিনে করোনা

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হে মানুষ! সারা বছরের চিন্তা একদিনে করতে যেয়ো না। যদি তুমি পুরো বছর বেঁচে থাক, তাহলে আল্লাহ তোমাকে রিযিকের ব্যবস্থা অবশ্যই করে দিবেন। আর যদি ততদিন না বাঁচ, তাহলে তো তুমি এমন কিছু খুঁজছো, যা তোমার নয়। আর এটা হতে পারে না যে, যা তোমার ভাগ্যে নেই, শত চেষ্টা করলে তুমি তা পেয়ে যাবে

চিন্তিত ও হতাশ এক আরবের কথা

আবু মুসলিম বিন সাঈদ বলেন, আমরা কিছু লোক বনূ হানীফার এক মজলিসে বসা ছিলাম। দুর্দশাগ্রস্ত ও হতাশ এক আরব আমাদের সালাম দেয় এবং আমাদের উদ্দেশ করে বলল :

"সুধীগণ! দিন-রাতের আবর্তন ও তার বদলা দেখে আমি তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কি এমন আছে, যা আমার দুর্দশা দূর কিংবা লাঘব করতে পারে।"

এটুকু বলেই লোকটি চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। কিন্তু কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে কি মনে করে আবার ফিরে আসে এবং বলে :

"গুনাহমুক্ত অন্তরকে ধন্যবাদ। আল্লাহর ইবাদতে দ্রুতগামী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ধন্যবাদ। এমন লোকেরা দুনিয়ায় হতাশ ও নিরুৎসাহিত হয় না। কারণ ইবাদত ও আনুগত্যের কারণে প্রভুর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে তারা মৃত্যুকেও অপছন্দ করে না। কেননা, তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে কল্যাণকর ও বরকতময় বলে মনে করে। দুনিয়ায় থাকা এবং আখেরাতে চলে যাওয়া উভয় তাদের কাছে ভাল। কেননা, তারা জানে, আখেরাতে গেলে পূর্বে পাঠানো নেক আমলের সওয়াব তারা লাভ করবে আর যদি দুনিয়ার জীবন দীর্ঘ হয়, তবে আখেরাতের সফরের জন্য বেশির থেকে বেশি পাথেয় সঞ্চয় করবে।"

আবু মুসলিম বলেন, হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টিকারী এমন নসিহত ও কথা জীবনে আমি আর শুনিনি। যখনই ঐ আরব মুসাফিরের এই কথাগুলো আমার মনে পড়ে, তখনই দুনিয়া ও তার ভূষণ আমার দৃষ্টিতে হীন ও তুচ্ছ হয়ে যায়।

রাত-দিনের কারবার

আব্দুল্লাহ বলেন, সুলাইমান ইবনে দাউদ আনসারী আমাকে কেউ বাহুর্বংশের কবিতা শুনিয়েছেন, যাতে দিন-রাতের কারবারের বর্ণনা রয়েছে। কবিতাটির কথাগুলো নিম্নরূপ –

১. দিন রাত দুনিয়ায় আগত প্রত্যেক নতুন অতিথিকে (মানুষকে) লয়-ক্ষয়ের দিকে আহবান করে।

২. বহু অতিথিকে ধ্বংস ও টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

৩. আধুনিকতাবাদী ও বিলাসপ্রিয়দের নিঃশেষ করে দিয়েছে

৪. দীর্ঘজীবীদের প্রাণপ্রিয় জীবনকেও কেড়ে নিয়েছে।

৫. ধনী ও স্বচ্ছল শ্রেণীদের বিপণ্ণ বানিয়ে দিয়েছে।

৬. বন্ধুদেরকে দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত করে চিরদিনের জন্য পৃথক করে দিয়েছে।

৭. খুশির পরে বেদনাবিধুর অবস্থা সৃষ্টি করেছে যার প্রতিক্রিয়া এখনও বর্তমান ও মূর্তমান।

৮. নতুনদেরকে পুরাতন ও যুবকদেরকে বুড়ো বানিয়ে দিয়েছে

৯. প্রতাপশালী, শক্তিধর রাজা-বাদশাদের নাস্তনাবুদ করে দিয়েছে

১০. আবাদী অঞ্চলকে জনমানবহীন করে দিয়েছে।

১১. শাহী মহল, রাজ-প্রাসাদ, অট্টালিকাকে বিরান করে দিয়েছে।

১২. বিরাট গোত্র ও বংশকে টুকরো ও ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে।

১৩. অনেক আজব বিস্ময় গায়েব ও হাজির করে দিয়েছে।

১৪. সৌখিন, আরামপ্রিয়, প্রভাবশালী লোকদের বাবেটা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে মৃত্যুরূপে টেনে নিয়ে তাতে ডুবিয়ে দিয়েছে।

১৫. মানুষের রাজত্ব ও নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে।

১৬. নিরাপদ লোকদেরকে হঠাৎ ভীষণভাবে ভীতগ্রস্ত করেছে এবং চোখের পলকে তাদের উপর নীচ করে দিয়েছে।

দুনিয়াতে মানুষের পক্ষ হতে বারবার ওয়াজ নসিহত শোনা [illegible] ছাড়া কেউ তার থেকে উপকার গ্রহণ করে না। মৃত্যুর পর সে তার কৃতকর্মের বদলা পাবে। আখেরাতের বাজারে প্রত্যেক [illegible] তাই জমা আছে, যা সে জমা রেখেছে এবং মৃত্যুর পরও আখেরাতে তাই পাবে।

প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহপাক সদকা করেন

হযরত আবু যর (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

مَامِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِلَّا وَلِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهِ صَدَقَةٌ يَمُنُّ بِهَا عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَمَامَنَّ اللّٰهُ عَلٰى عَبْدٍ بِاَفْضَلَ مِنْ اَنْ يُلْهِمَهٗ ذِكْرَهٗ -

কোনো রাত, কোনো দিন এমন নেই যে সময়ে আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার প্রতি সদকা হয় না। আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এই সদকা দিয়ে অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় সদকা হলো, তিনি কারো অন্তরে তার 'জিকির' উদয় করবেন। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব-৩:৫৩৭, মাযমাউয যাওয়ায়েদ-২:২৩৭)

রাত-দিনের বিদায়কালীন মন্তব্য

শাহর বিন হাওশাব বলেন, দুনিয়ার প্রত্যেকটি দিন বিদায়কালে মানুষদের উদ্দেশে বলে, "হে মানব মণ্ডলি! আমি তোমাদের কাছে 'নতুন দিন' রূপে এসেছিলাম। আমার বিদায়ের সময় হয়ে গেছে। এখন কেউ নেক কাজও বাড়াতে পারবে না আবার কেউ মন্দ কাজের ওজরও পেশ করতে পারবে না। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে রক্ষা করলেন।"

এটুকু বলেই দিন বিদায় নেয় এবং রাতও প্রতিদিন বিদায়কালে এভাবে মন্তব্য করে।

মুজাহিদ (রহ) বলেন, প্রত্যেক 'দিন' ও 'রাত' এসে বলে, "হে মানব! আমি আজ এই মাত্র তোমার কাছে এসেছি। সামনে আর কখনো আসব না। আমি এসেছি, যাতে তুমি আমার মাঝে আমল কর।"

দিন রাত শেষ হয়ে গেলে তাকে কাগজের মত গুটিয়ে তার উপর মোহর মেরে দেয়া হয়, যা খোলার অধিকার কারো থাকে না কিয়ামতের দিন শুধু আল্লাহ তা'আলাই ঐ মোহর ভাঙবেন। (হিলইয়াতুল আওলিয়া-৩ ২৯২)

উলামায়ে কেরামকে হযরত ঈসা (আ)-এর নসিহত

হযরত ঈসা (আ) বলেন, হে স্বার্থান্ধ আলেমের দল! তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য তোমরা তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য এবং দাবী পূরণের জন্য যেভাবে দুনিয়ার পেছনে ছুটে চলেছো, তাতে এটাই প্রমাণ করে যে, তোমরা পরকালের ভয়াবহতা ও জাহান্নামের মর্মন্তুদ অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছ। যার ফলে তোমরা জান্নাত থেকে ফিরে জাহান্নামের দিকে দৌড়ে চলেছো!

তোমরা তুচ্ছ দুনিয়ার জন্য দিন-রাত মেহনত করে চলেছো। আর যে বিশাল আখেরাতের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই তার জন্য কিছুই করছ না অথচ প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু অবধারিত। কেউ এর নগ্ন থাবা থেকে রেহাই পাবে না।

জীবিত অন্তরকে দুনিয়া ধোঁকা দিতে পারে না

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহর কসম! দুনিয়ায় এমন কোনো জিনিস নেই, যা জীবিত অন্তরওয়ালাকে ধোঁকা দিতে পারে। তোমাদের প্রত্যেকের অন্তর আছে। কিন্তু তারপরেও তোমরা দুনিয়ার ধোঁকায় যেহেতু হাবুডুবু খাচ্ছ, তাই বুঝতে হবে তোমাদের অন্তর থাকলেও তা জীবিত নয়, বরং মৃত।

তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত!

আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বলেন, তারা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্ভাগা, যারা আখেরাতকে বিকল করে দুনিয়াকে সচল করে। যারা দ্বীনের ক্ষতি করে অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে। যারা আখেরাতকে বিদায় করে দুনিয়াকে স্বাগতম জানায়। অতঃপর তিনি প্রমাণস্বরূপ কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করেন, যাতে আল্লাহ পাক বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ - أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ -

নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট এবং এতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে গাফেল, তাদের ঠিকানা আগুন (জাহান্নাম) তাদের কৃতকর্মের জন্য। (সূরা ইউনুস : আয়াত-৭-৮)

খালিদ বিন য়াযীদ বিন মুয়াবিয়া বলেন, হে মানুষ! পরিবার-পরিজন যেন তোমাকে গাফেল না করে। কারণ তুমি দুনিয়াতে দু'দিনের মেহমান মাত্র। এরপরে তোমাকে এমন পরিবারে যেতে হবে, যেখানে চিরকাল থাকবে, দুনিয়ার বাড়ী-ঘরও যেন তোমাকে বেখবর না করে। মৃত্যু পর্যন্ত তুমি সেখানে আছ মাত্র। এরপর তোমাকে এমন ঘরে যেতে হবে, যেখানে চিরকাল থাকবে।

হে মানুষ! তুমি পরকালে সেই প্রাসাদেই থাকবে, যা দুনিয়াতে আমলের মাধ্যমে তৈরী করে যাবে। পরকালের ব্যাংকে জমা রাখতে যে আমল বেঁচে থাকতে পাঠাবে, মৃত্যুর পর সেখানে গিয়ে তাই লাভ করবে।

হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি আল্লাহর ওহী

একবার আল্লাহ তা'য়ালা হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠান যে, আমার বন্ধুদের জন্য অন্তরে দুনিয়ার ফিকির আনাই উচিত নয়। কেননা, দুনিয়ার ফিকির আমার সাথে কথা বলার মজা নষ্ট করে দেয়।

হে দাউদ! আমার এবং তোমার মাঝে ঐ আলেমকে টেনে এনো না, দুনিয়ার মুহব্বত যার অন্তরে ভরা। কেননা, তার কারণে আমার প্রতি তোমার ভালবাসা ও হ্রাস পাবে। এমন আলেম আমার পথের বান্দাদের জন্য ডাকাত স্বরূপ।

আল্লাহওয়ালাদের দৃষ্টিতে 'দুনিয়া'

হযরত যাবের (র) বলেন, মুহাম্মাদ বিন মাসা (র) আমাকে ডেকে বললেন, যাবের' আমি খুবই চিন্তিত। আমার অন্তর অশান্ত। আমি জানতে চাইলাম, আপনার কিসের এত চিন্তা? আপনার অন্তর কেন অশান্ত? তিনি বললেন, শোনো যাবের' স্বচ্ছ নির্মল অন্তরে যদি আল্লাহর খালেস দ্বীন প্রবেশ করে, তাহলে তা অন্য সবকিছুকে ভুলিয়ে দেয়। মনে রেখ, দুনিয়ার এক পাই ও দাম নেই। শীঘ্রই সে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে।

যাবের' দুনিয়া কেবল ঐ বাহনের নাম, যার পিঠে তুমি চড়ে আছ। অথবা ঐ কাপড়ের নাম, যা তুমি পরে আছ। অথবা ঐ মহিলার মত, যার সাথে তুমি সহবাস করেছ।

যাবের' ঈমানদাররা দুনিয়াতে থেকে তার ব্যাপারে নিশ্চিত ও নির্ভীক হয় না। সব সময় তারা আখেরাতের চিন্তায় তটস্থ ও বিভোর থাকে। আল্লাহর স্মরণ হতে কোনো ফিৎনা তাদেরকে বধির করতে পারে না। দুনিয়ার কোনো সৌন্দর্য-ভূষণ তাদের চোখকে আল্লাহর নূর-জ্যোতি হতে অন্ধ করতে পারে না। দুনিয়া তাদের দৃষ্টিতে একটি সরাইখানা। যেখানে মুসাফির (পথিক বা ভ্রমণকারী) কিছু সময় অবস্থান করে আবার চলে যায়। অথবা তার দৃষ্টান্ত মজার মত, যা স্বপ্নে তোমার লাভ হয়। অথচ নিদ্রাভঙ্গ হতেই তা হারিয়ে যায়। আল্লাহ যেভাবে তোমাকে হেফাজত করেন, তেমনি তুমিও তাঁর দ্বীন ও বিধান সংরক্ষণ ও মান্য করবে।

দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য মেহনতের পরিমাণ

হুসাইন বিন যিয়াদা মারুযী থেকে বর্ণিত আছে, মা'দান বলেন, তুমি দুনিয়ার জন্য ততটুকু মেহনত করবে, যতটুকু তোমার এখানে থাকতে লাগবে। আর আখেরাতের জন্য ততটুকু মেহনত করবে, যতটুকু সেখানে থাকতে লাগবে। অর্থাৎ দুনিয়া যেহেতু দু'দিনের স্থান, তাই এর জন্য সামান্য মেহনতই যথেষ্ট। কিন্তু আখেরাত চিরকালের স্থান, তাই তার জন্যই সর্বোচ্চ মেহনত করা চাই।

সালেহ বিন আব্দুল করীম বলেন, এক বিজ্ঞজন বলেন, দুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে কেবল ঐ ব্যক্তিই, যে প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া গ্রহণ করে এবং এভাবেই সারা জীবন কাটায়। এমন লোকের হিসেব হবে দ্রুত

এবং সহজ। পক্ষান্তরে যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুনিয়া গ্রহণ করতে চায়, তারা অল্পতে তুষ্ট হয় না, বরং তারা যতই লাভ করতে থাকে, ততই তাদের চাহিদা বেড়ে যায়। এটা এমন এক পিপাসা, যা মৃত্যুপানের পূর্বে নিবারণ হবে না।

নফসের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আব্দুল্লাহ্ বলেন, আহমাদ বিন উবা বসরী আমাকে একটি দীর্ঘ কবিতা শুনিয়েছেন, যাতে, নফসের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে নালিশ করা হয়েছে। কবিতাটির বাংলা তরজমা নিম্নরূপ –

আমি আল্লাহর দরবারে ঐ নফসের বিরুদ্ধে নালিশ করছি যা আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে, সে আমার ধ্বংস কামনা করে আর আমি তার পূরণের ফিকিরে ব্যস্ত থাকি। সে কখনো আমার উপর প্রবল হয়ে যায় আমিও কখনো তার উপর প্রবল হই। আমি নফসকে কঠোরভাবে আল্লাহর শাস্তির ভয় দেখাই কিন্তু তার পরেও সে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-ফূর্তি-বিনোদন থেকে ফেরে না।

আমার নফস এতই অবাধ্য যে, সে চিরস্থায়ী ঘরের কাছে কখনোই যেতে চায় না। চিরদিনের জন্য এই দুনিয়াতেই থাকতে চায়। আমি তাকে সম্বোধন করে বলি, এই পাগল নফস! শোন, তুই কি এমন কাউকে দেখেছিস, যে দুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে? অথবা তুই কি এমন কোনো ব্যক্তির কথা শুনেছিস, যে চিরদিন দুনিয়ায় রয়েছে! তুই কি তোর বিগত গুনাহকে ভয় করবি না? তুই তা ভুলে গেলেও আল্লাহর সব কিছু মনে আছে। জীবনে তুই অনেক অপরাধ করেছিস। আল্লাহ তোর অনেক অপরাধ গোপন রেখেছেন, জনসম্মুখে প্রকাশ হতে দেননি।

নফস! তুই কি মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছিস? অথচ মৃত্যু যে কোনো সময় তোকে ধরাশায়ী করে তোর দেহ থেকে প্রাণ ছিনিয়ে নিবে। তখন তোর সকল আশা ভরসা ধুলায় মিশে যাবে। তোর মৃত্যুর ঘোষণা চতুর্দিকে শুরু হবে। তোকে এক সময় মাটিতে দাফন করা হবে। যার ফলে তোর দেহ হাড় সবই মাটিতে পরিণত হবে। এক সময় তোকে আল্লাহ আবার জিন্দা করবেন তখন তোর থেকে হিসেব নেয়া হবে সঠিক হিসেব না দিতে পারলে তোকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে। অতএব বাস্তব এ পরিণতির কথা ভেবে এখনও

সাবধান হ। আল্লাহর পথে ফিরে আয়। জীবন থাকতেই আখেরাতের প্রস্তুতি নে। পূর্বে যা হয়ে গেছে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাক।

হযরত হুসাইন (রা)-এর দোয়া

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রা) এর কলিজার টুকরা হযরত হুসাইন (রা) আল্লাহর দরবারে প্রায় এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমাকে আখেরাতের ভালবাসা ও আকর্ষণ দান করুন। যাতে আমার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখেরাতের প্রতি অনুরাগ প্রবলভাবে অনুভূত হয়।

হে আল্লাহ! আমাকে আখেরাতের জ্ঞান দান করুন, যাতে আমি অধিক আগ্রহের সাথে নেকির কাজ করতে পারি এবং গুনাহকে ভয় করে তার থেকে দূরে থাকতে পারি।

ইবনে সাম্মাক (র) বলেন, বড়দের মুখ থেকে শুনেছি, দুনিয়ার যা কিছু তোমার হাসেল হবে না, সেটাই গনীমত। অর্থাৎ দুনিয়াবী জিনিস যত কম হাসেল হবে ততই ভাল।

দুনিয়া নিয়ে আলোচনা করাটাও 'গাফলাত'

সাঈদ বিন আবুল হাসান একবার দুনিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করলে হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, হে সাঈদ! আলোচনার টেবিলে দুনিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপনই তোমার ঠিক হয়নি। কেননা দুনিয়া নিয়ে আলোচনা করাটাও 'গাফলাত' তথা আখেরাত সম্পর্কে উদাসীনতা।

বড় বড় আশা আমলের জন্য অন্তরায়

বড়রা তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, মানুষ যখনই দুনিয়াতে বড় বড় ও লম্বা আশা করে, তখন তার আমলের গতি ধীর হয়ে যায়। দিন রাত আশা বাস্তবায়নের পিছে ছোটে, যার ফলে তার আমলের হার কমে যায়। আমলের সময় বেদখল হয়ে যায়।

সে আলেম হতে পারে না

হযরত ঈসা (আ) মানুষকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা দুনিয়ার জন্য প্রাণান্ত মেহনত করছ, অথচ তোমরা যে রিযিক পাও তা তোমাদের জন্য পূর্ব

হতেই বরবাদ। যেমনও না করলে তা লাভ করবে না। এর বিপরীতে আখেরাতের জন্য যেমনও কর না অথচ আখেরাতে কাজে তৃপ্তি পূর্ণ লাভও নেই, বরং প্রত্যেকে সেখানে ঐ পরিমাণ পাবে, যতটুকু দুনিয়াতে আখেরাতের জন্য আমল করবে।

অতঃপর তিনি দুনিয়াদার আলেমদের সম্বোধন করে বলেন, হে ধান্দাবাজ আলেমগণ! তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমরা দুনিয়াতে আল্লাহর দেয়া রুজি তো দিন-রাত ভোগ করছ কিন্তু আখেরাতের জন্য আমল করছ না। এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দিও না যে, আল্লাহ পাক তোমাদের কাছে ইলম অনুযায়ী আমল দাবী করবেন। আর সেদিনও বেশি দেরী নয়, যেদিন তোমরা আলো বাতাসের এই দুনিয়া ছেড়ে অন্ধকার কবরে চলে যাবে। আল্লাহ পাক যেভাবে তোমাদেরকে নামায পড়া, রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনি গুনাহ থেকেও নিষেধ করেছেন।

আল্লাহর দেয়া রুজি (চাই যতটুকুই হোক) ও ঘরকে (চাই ভাঙ্গা ঘরই হোক না কেন) যে আলেম তুচ্ছ জ্ঞান করে, সে প্রকৃত বিচারে আলেম হতে পারে না। বিশেষত যখন তার একথা জানা আছে যে, দুনিয়াতে যা কিছু হচ্ছে সবই আল্লাহর ইলম ও কুদরতে হচ্ছে!

বান্দার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালাকে যে আলেম হৃষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারে না, বরং একে 'অবিচার' বলে আপত্তি তুলে সে কখনো আলেম হতে পারে না। বিশেষত যখন সে কোনো বিপদ বা কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন এটাকে আল্লাহর ফায়সালা বলে মেনে না নিয়ে চরম রুষ্ট, হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়।

যে আলেম দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং দুনিয়া নিয়ে দিন রাত ব্যস্ত থাকে, সে প্রকৃত অর্থে আলেম হতে পারে না।

চূড়ান্ত গন্তব্য আখেরাত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আখেরাতমুখী না হয়ে দুনিয়ামুখী হয় সে কখনো আলেম হতে পারে না।

উপকারী জিনিস (আখেরাত) হতে ক্ষতিকর জিনিস (দুনিয়া) যার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় হয় সে কখনো আলেম হতে পারে না।

দ্বীনি কথা ও ভাল কথার উপর নিজে আমলের নিয়ত না করে যে তা (যশ খ্যাতি বা বাহবা কুড়াতে) অন্যদের শোনানোর চেষ্টা করে, সে প্রকৃত আলেম হতে পারে না।

দুনিয়া আমল ও পরীক্ষার জায়গা

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, তোমরা এমন ঘরে আছ, যা বসবাসকারীদের জন্য অত্যন্ত নিম্নমানের। যে ঘরকে তোমাদের পরীক্ষার জন্য বানানো হয়েছে। এর মেয়াদ সুনির্দিষ্ট। মেয়াদ শেষ হলে তাকে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক স্থান মাত্র। আল্লাহপাক একে আবাদ করে এর উপকার গ্রহণ করতে এতে বিভিন্ন প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ঐ জগতেরও খবর দিয়েছেন, যেখানে মানুষদের যেতে হবে। মানুষের ভোগের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাতে আদেশ-নিষেধের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছেন। যারা এ আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে তাদের জন্য কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দুনিয়ার সব কিছুই আল্লাহর কুদরতি কব্জায়। কেউ তাঁর উপর প্রবল হতে পারে না। মানুষের কোনো কাজ তাঁর অজানা থাকে না। মানুষ দুনিয়াতে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত। এক শ্রেণী আল্লাহর আনুগত্য করে আরেক শ্রেণী করে অবাধ্যতা। আল্লাহ তা'য়ালা পরকালে প্রত্যেককে তার স্বীয় আমল অনুযায়ী বদলা দিবেন। কুরআনে এমন একটি কথাও নেই, যাতে কাউকে দুনিয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপ এমন আয়াতও মেলে না, যাতে বুঝা যায় যে, যারা দুনিয়া নিয়ে বিভোর থাকে তাদের তিনি পছন্দ করেন। বরং কুরআনে এমন অসংখ্য আয়াত পাওয়া যায়, যাতে আল্লাহপাক বিভিন্ন পন্থায় দুনিয়ার পঙ্কিলতা, দোষ, বর্ণনা করেছেন, দুনিয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন এবং আখেরাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার নেক বান্দাগণ স্পষ্টরূপে অনুধাবন করেছেন যে, আল্লাহ দুনিয়াকে একটি মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। আর তা হলো, আখেরাতের জন্য আমল ও প্রস্তুতি গ্রহণ। সওয়াব ও শাস্তির কানুনের মধ্যে কোনোই মিল নেই। আখেরাত একটি চিরস্থায়ী ঠিকানা। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদেরকে নেক আমলের ভিত্তিতে বদলা দিবেন এবং তাদের ঠিকানা নির্ধারণ করবেন। দোযখের শাস্তি স্থায়ী এবং জান্নাতের শান্তিও স্থায়ী। যারা চিরকাল দোযখে থাকবে তাদের শাস্তি কোনো দিন শেষ হবে না। আর যারা জান্নাতে যাবে তারা চিরকাল শান্তিতে থাকবে। কোন দুঃখ-ক্লেশ তাদের স্পর্শ করবে না।

দুনিয়া আজ থাকলেও কাল থাকবে না। সেহেতু দুনিয়া ভবিষ্যৎ হতে পারে না। অথচ অনেক মানুষ এ বিভ্রান্তিতে রয়েছে যে, তারা দুনিয়াকে ভবিষ্যৎ মনে করে এই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও গড়তে জান-মাল সবকিছু ব্যয় করে। এর পরিণতি এই হয় যে, দু'দিনের দুনিয়ায় স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন কাটালেও যখন মৃত্যুবরণ করে তখন খালি হাতে চলে যেতে হয়। আখেরাতের পাথেয় তার কিছুই থাকে না।

মনে রেখো, যে দুনিয়ায় তুমি আছ তা একদিন তোমাকে ছাড়তেই হবে এবং যে আখেরাতকে ভুলে আছ, সেখানে তোমাকে যেতেই হবে। আর আখেরাতে দু'টি স্থান রয়েছে। একটি শান্তির অপরটি শাস্তির। যারা দুনিয়াকে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে এই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে চেষ্টা করবে তারা শাস্তির স্থানে যাবে। এর বিপরীতে যারা আখেরাতকে ভবিষ্যৎ মনে করে তার জন্য মেহনত করবে, জান-মাল ব্যয় করবে, তারা শান্তির স্থান তথা জান্নাতে যাবে।

দুনিয়া হলো শয়তানের অফিস

হযরত সাঈদ বিন আব্দুল আযীয (র) বলেন, হযরত ঈসা (আ) একদিন ইবলীস শয়তানকে দেখে বলেন, ইনি দুনিয়ার কর্মকর্তা। দুনিয়া তার অফিস। তিনি এখন অফিসে যাচ্ছেন। তিনি এ অফিসের চাকরি চেয়ে নিয়েছেন। আমি তার কোনো কাজে শরীক হব না। এমনকি মাথার নীচে পাথরও রাখব না। মৃত্যু পর্যন্ত বেশি হাসব না।

হযরত ঈসা (আ) একদিন একটি পাথরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন ঘটনাক্রমে ঐ পথ দিয়ে ইবলীস কোথাও যাচ্ছিল। হযরত ঈসা (আ)কে পাথরে হেলান দিয়ে বসা দেখে তাঁর কাছে এগিয়ে এসে বলে বাহ! আপনি দেখি দুনিয়া হিসেবে একটি পাথরকে গ্রহণ করেছেন। হযরত ঈসা (আ) সোজা হয়ে বসেন এবং পাথরটি উঠিয়ে ইবলীসের দিকে ছুড়ে দিয়ে বলেন, আমার এরও দরকার নেই। যা তুই এটাও নিয়ে যা

হযরত আলী (রা)-এর ওসিয়ত

হযরত আলী (রা) একবার ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় ও ঐ দুনিয়া ছাড়ার ওসিয়ত করছি, যা তোমাদেরকে বাদ দিয়ে রেখেছে; যদিও তোমরা তার বর্জনকে মেনে নিতে চাও না। দুনিয়া একদিন

তোমাদের দেহ মাটি করে দেবে, যদিও তোমরা তার নবাগমন কামনা কর। দুনিয়া ও তোমাদের দৃষ্টান্ত ঐ মুসাফির দলের মত, যারা সফর প্রায় শেষ করে ফেলেছে এবং নিজ আবাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। প্রত্যেক মানুষের পেছনে মৃত্যু লেগে থাকে, যা এক সময় তাকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

দুনিয়ার বিপদ ও কষ্টে হা-হুতাশ করো না। কেননা এটা এক সময় শেষ হয়ে যাবে। দুনিয়ার নেয়ামত পেয়েও আত্মহারা হয়ে যেও না। কারণ ইহাও এক সময় হাতছাড়া হয়ে যাবে। কাউকে দুনিয়ার পিছে ছুটতে দেখে আমার তাজ্জব লাগে। কেননা মৃত্যু তাকে দিন-রাত খুঁজে ফিরছে। অনুরূপ তার ব্যাপারেও তাজ্জব লাগে মৃত্যু যার প্রতি গাফেল না অথচ সে মৃত্যু সম্পর্কে গাফেল (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৯৩)

যুহদের মূলকথা তিনটি

ইউসুফ বিন আসবাত বলেন, বিপদের সম্মুখীন হবে যে ধৈর্যধারণ করবে, যৌন চাহিদা বিসর্জন দিবে এবং হালাল রুজি খাবে, যুহদের বুনিয়াদ তার হাতে চলে আসবে। (আয যুহদুল কাবীর লিল বায়হাকী-১৭৫)

সবকিছু আল্লাহর জন্য করাই 'যুহদ'

'যুহদ' সম্পর্কে এক বিজ্ঞজনকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি জবাবে বলেন, নিম্নোক্ত কাজগুলো করার নাম যুহদ। তথা –

১. ঘরে বসলে আল্লাহর জন্যই বসা।

২. বাইরে গেলে আল্লাহর জন্যই যাওয়া।

৩. আবার ফিরলে আল্লাহর জন্যই ফেরা।

৪. সফরে খরচ করলে আল্লাহর জন্যই খরচ করা

৫. না খরচ করলে তাও আল্লাহর জন্য।

৬. কথা বললে আল্লাহর জন্য বলা।

৭. চুপ থাকলে আল্লাহর জন্য চুপ থাকা।

তাঁকে বলা হলো, এটা তো খুব কঠিন কাজ। জবাবে তিনি বলেন, আল্লাহর কাছে পৌঁছার উপায় এটাই।

মুসলমান হওয়ার পর সাহাবাদের অবস্থা

তাবেয়ী হযরত লাইছ (র) সুলাইমান বিন তুবগান নামক এক লোকের কাছে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন, জনৈক সাহাবী আমাকে জানিয়েছেন যে, আমরা মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে আখেরাতের ফিকিরে লেগে যেতাম আর দুনিয়া মুশরিকদের জন্য ছেড়ে দিতাম। অথচ বর্তমানে মানুষ আখেরাতকে ভুলে গিয়ে দিন রাত দুনিয়ার পিছে ছুটছে।

মানুষ তিন প্রকার

ইবনে সাম্মাক (র) বলেন, মানুষ তিন প্রকার। যাহেদ, ছাবের ও রাগেব। যাহেদের অন্তরে দুনিয়ার আনন্দ-বেদনা থাকে না। সে দুনিয়ার কিছু পেলে খুশি হয় না এবং কিছু হাতছাড়া হলে দুঃখিত হয় না। সে এটা কখনো ভাবে না যে, সকাল স্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে নাকি অস্বচ্ছলতার মধ্য দিয়ে' এমন ব্যক্তি যুহদ-ময়দানের বীরপুরুষ।

ছাবের ঐ ব্যক্তি যে অন্তরে অন্তরে দুনিয়ার কামনা করে কিন্তু কিছু দুনিয়ার লাভ হলে, সে তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। কারণ তার এই ভয় হয় যে, দুনিয়া তাকে ক্ষতি করতে পারে।

রাগেব সে, যে দুনিয়ামুখী। সে এর পরোয়া করে না যে, দুনিয়া কিভাবে অর্জিত হচ্ছে এবং দুনিয়ার জন্য তার মান-মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে কিনা অথবা দুনিয়ার পেছনে ছুটতে গিয়ে তার দ্বীনের ক্ষতি হচ্ছে কিনা এমন লোক বিপদে ডুবে থাকে। এদের নাম স্মরণেরও অযোগ্য। এই তিন প্রকার লোকের মধ্যে যাহেদ সবচেয়ে ভাল। এরপরে ছাবের আর রাগের হলো মন্দ।

যুহদ কিসের নাম?

এক বুযুর্গ লোককে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যুহদ কিসের নাম? জবাবে তিনি বলেন, [illegible] ধূলি ধূসরিত থাকা এবং মোটা কাপড় পরার নাম যুহদ নয়। বরং যুহদ হলো, মনের চাহিদা এবং প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও তার লাগাম টেনে ধরার নাম।

আরবের ধনীর দুলাল হযরত মুছআব বিন উমাইর (রা)-এর অবস্থা

হযরত উরওয়া বিন যুবাইর (র) ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত মুছআব বিন উমাইর (রা) একটি মোটা পশমী জোব্বা পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসেন। জোব্বাটি এত ছোট ও সংকীর্ণ ছিল যে, তাতে তাঁর সতর ভালভাবে ঢাকছিল না। নবীজীর দরবারে অনেক সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। হযরত মুছআব (রা) এর এই দুর্দশা দেখে তাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। তাদেরও কারোর এই সঙ্গতি ছিল না যে, হযরত মুছআব (রা)-কে কাপড় দিয়ে সাহায্য করবেন। হযরত মুছআব (রা) নবীজীর কাছাকাছি চলে আসেন এবং সালাম দিয়ে বসে যান। নবীজী তাঁর প্রশংসা করেন এবং বলেন, আমি তাঁকে তাঁর পিতার সাথেও (ধনীর দুলালের মত) দেখেছি আবার বর্তমানের (করুণ) অবস্থাও দেখছি। পিতার সাথে থাকার অবস্থায় তার পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল উন্নত। অন্য কোনো কুরাইশী যুবক তার সমকক্ষ ছিল না। পিতা তাকে খুব আদর ও স্নেহ করত। তাকে আরাম-আয়েশে লালন-পালন করত। সে ছিল ধনীর দুলাল। অথচ আজ সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আল্লাহর রসূলের সাহায্যের জন্য সকল শান-শওকত, অর্থ-বিত্ত, ভোগ-বিলাস ছেড়ে ফকীরের মত জীবন-যাপন করছে।

সাবধান! দুনিয়ার ব্যাপারে আমি যা জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে তোমরা দুনিয়াতে মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি পেতে না। হাসি-আনন্দ তোমাদের থেকে উবে যেত। দুঃখের ছাপ তোমাদের চেহারায় সব সময় লেপ্টে থাকত।

মনে রেখ' তোমরা চিরকাল অভাবী থাকবে না। তোমাদের এ কষ্টের রাতের একদিন সোনালী ভোর হবেই, তোমরা রোম পারস্য বিজয় করবে সেদিন তোমাদের অবস্থা বদলে যাবে। তখন তোমাদের সকালের পোশাক হবে একটি আর বিকেলের পোশাক হবে আরেকটি। সকালে এক ধরনের খানা খাবে তো বিকেলে খাবে আরেক রকম। (আল আওলিয়া-৭৮)

দুনিয়া সাপের লেজ

সালেহ মিরী বলেন, দুনিয়া হলো সাপের লেজ। সাপের লেজে পাড়া দিলে যেমন তার দংশন অনিবার্য, তেমনি যারা দুনিয়ার পিছে ছুটে তাদের ধ্বংসও অনিবার্য। দুনিয়া সাপের চেয়েও বিপদজনক। কেননা সাপের আঘাত

খেয়েও অনেকে বেঁচে যায়। কিন্তু দুনিয়ার আঘাত এতই মারাত্মক যে, কেউ তার হাত থেকে বাঁচে না।

কেয়ামতের চিত্র যদি তোমার সামনে থাকত

আবু আব্দুল্লাহ ইস্পাহানী বলেন, মুহাম্মাদ বিন নুমানকে আমি এই কবিতা পড়তে শুনেছি। –

হে মানুষ! যদি কেয়ামতের মহাদিনটি তোমার সামনে থাকত, তাহলে মনে হত তুমি কয়েদখানায় আছ এবং তুমি পার্থিব জীবনের প্রতি আগ্রহশীল হতে না।

হে দুর্বলচিত্ত মানুষ! তুমি কি ভুলে গেছ যে, তোমাকে কবর থেকে উঠানো হবে এবং কৃত আমলের বদলা দেয়া হবে? একটু ভাবো তো, যদি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হয়, কৃত আমলের হিসেব দিতে হয় এবং কৃত আমলের বদলা গ্রহণ ব্যতিরেকে না ছাড়া হয়, তাহলে সে মুহূর্তটি কতই না জটিল ও মারাত্মক হবে!

দুনিয়া মুষ্টিবদ্ধ পানির মত

হুসাইন বিন আব্দুল্লাহ একটি তাৎপর্যময় কবিতা শুনিয়েছেন –

যেখানে আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাকে উপকার দেয়নি, সেখানে অন্য আর কিছুই আমার উপকার দিতে পারে না। দুনিয়ায় আমার আশা-ভরসা অনেক। আমি দুনিয়ার আসবাব হাসিল করে চলেছি। অথচ এ সবই আমার মৃত্যুর কারণ। দুনিয়ার পেছনে যে ছুটে সে ঐ ব্যক্তির মত, যে পানিকে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতে চায়। অথচ পানিকে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা যায় না; সে আঙ্গুলের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে যায়। তেমনি দুনিয়া আয়ত্তাধীন হওয়ার জিনিস নয়। আজ পর্যন্ত কেউ তাকে করায়ত্ত করতে পারেনি আর পারবেও না। দুনিয়ার আরেকটি উদাহরণ হলো, দিবাস্বপ্ন। স্বপ্নে মানুষ অনেক কিছু দেখে কিন্তু তার সীমা জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত। জাগ্রত হওয়ার পর বাস্তবতা বলতে কিছুই থাকে না। ঠিক তেমনি দুনিয়া মৃত্যু পর্যন্তই শেষ। মৃত্যুর পরে দুনিয়াদার আর কিছুই পাবে না।

দারিদ্র্য জয় করার উপায়

হুসাইন বিন আব্দুর রহমান বলেন, এক আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হলো, দারিদ্র জয় হতে পারে কিসে? জবাবে তিনি বলেন, যুহদে। তাকে বলা হলো, যুহদ কি জিনিস? তিনি বলেন, ঐ জ্ঞান যা অর্জিত হলে দুনিয়া-আখেরাতের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত অর্জনে প্রয়াসী হয়। জানতে চাওয়া হলো, এ ব্যাপারে কোন্ বিষয়টি সবচেয়ে সহায়ক হতে পারে? জবাবে তিনি বলেন, দুনিয়ার চিন্তা মনে জায়গা না দেয়া।

তুমি শয়নে-জাগরণে মৃত্যুপানে সফর করছ

আব্দুল্লাহ বিন ইসমাঈল বলেন, তার পিতা তাকে বলেছেন, তোমার নানা স্বয়ং আওযায়ীর নিজের হাতে লিখা কিতাবে আমি এ কথা লেখা পেয়েছি –

হে মানুষ! নিজের মুক্তির জন্য আমল কর। তুমি অবরুদ্ধ। কয়েদীর মত শিকলে বন্দী। বাকী জীবনকে দুনিয়া অন্বেষণের পেছনে ব্যয় করো না। দুনিয়ার যতটুকু তুমি দেখেছ তাই তোমার শিক্ষার জন্য যথেষ্ট। তুমি তার থেকে শিক্ষা হাসেল করলে তার কয়েদ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং আনন্দ-বেদনা সকল অবস্থায় সম্মান পাবে। দুনিয়ার চোখ বড়ই খারাপ। তার কুদৃষ্টি হতে পানাহ চাবে। কারণ তুমি শয়নে-জাগরণে মৃত্যু পানে সফর করেছ। জাহান্নামের ব্যাপারে এই ভয় রাখবে যে, যেন আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার জন্য জাহান্নামের ফায়সালা না হয়। এই খেয়াল করবে যে, মৃত্যু তোমার কাছাকাছি এসে গেছে। জীবনের স্পন্দন সামান্য বাকী আছে। খুবই ধৈর্য ও সতর্কতার সাথে বাকী সময় কাটাবে। বাকী জীবন দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করবে না। দুনিয়ায় এমন কাজ করবে, যা তোমাকে উত্তমভাবে আখেরাতের পথে পৌঁছে দিবে। ঐ সমস্ত কাজ করবে না যা তোমাকে আখেরাত থেকে বিরত রাখবে।

নিম্নোক্ত আয়াতটির কথা সব সময় মনে রাখবে। আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে ইরশাদ করেন :

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ -

"তারা কি এই ধারণা করে যে, আমি তাদের চুপি চুপি (গোপন) কথা ও পরামর্শের কথা শুনিনা? অবশ্যই শুনি। আমার ফেরেশতা তাদের কাছে থাকে, তারাও লিখে।" (সূরা যুখরুফ-৮০)

শয়তান ছায়া থেকেও পালাবে

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বেহ (র) বলেন :

"যার অন্তর দুনিয়ার কোনো কিছুতে খুশি হবে, সে জ্ঞান-প্রজ্ঞা লাভে ব্যর্থ হবে। যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে পদতলে রাখবে, শয়তান তার ছায়া থেকেও পালাবে। আর যার প্রবৃত্তি বিজয়ী হবে, শয়তানও তার উপর বিজয়ী হবে।" (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৮)

দুনিয়াপ্রেমীর অন্তর কল্যাণশূন্য

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (র) বলেন, যার অন্তর দুনিয়ার মুহাব্বতে টইটুম্বর। গুনাহ তাকে অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। এমন অন্তরে শান্তি ও কল্যাণ কোথা হতে আসবে?

আল্লাহওয়ালা ও মুত্তাকীর সান্নিধ্য অবলম্বন কর

ইসহাক বিন আব্দুল মুমিন বলেন, আহমাদ বিন আছেম ইনতাকী আমার কাছে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেন। পত্রটির বিবরণ হলো –

জনাব' আমি দুশ্চিন্তার সাগরে পড়েছি। যার বড় বড় ঢেউ প্রবৃত্তিকে চুবিয়ে আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। আমাদের মাঝে অনেকে আলেম আছেন আবার অনেকে আছেন জাহেল (মূর্খ)। আলেমগণ ইলমের দাবী করা সত্ত্বেও ফিৎনা কবলিত। আর জাহেলরা তো দুনিয়া পেয়ে রীতিমত গর্বিত। যারা কম দুনিয়া পেয়েছে তারা তুষ্ট নয়। যারা বেশি পেয়েছে তারাও তৃপ্ত নয়। কারণ, শয়তান প্রত্যেক অন্তরকে অভাবের ভয়ে ভীত করে রেখেছে। আল্লাহ আমাকে এবং আপনাকে ইবলিসের সহচর না বানান, বরং তাঁর নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ভাই! আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্য অবলম্বন করুন। তাঁরা আপনাকে কথা ও কাজে নসিহত করবেন। তা না পারলে কোনো মুমিন মুত্তাকির সংগে উঠা-বসা করুন এ ছাড়া আর কারো সাথে থাকলে তা আপনার দ্বীনি ক্ষতির কারণ হবে এবং আপনাকে অসৎ পথে নিয়ে যাবে।

লোভ এবং কামনা-বাসনা হতে দূরে থাকবেন। কেননা, ইহা 'রিজা' বিল কাযা' (ভাগ্যবরণ) ও 'কানা'আত' (অল্পে তুষ্টি)কে হরণ করে নেয়।

প্রবৃত্তির দাসত্ব করবেন না এটা আপনার সত্য কথার পথে অন্তরায় হবে।

এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি হয় না যে, বাহ্যিকভাবে এটা প্রকাশ পায় যে, আল্লাহকে ভয় করেন অথচ আপনার অন্তর আল্লাহর অবাধ্যতায় পরিপূর্ণ

এমন বিষয় অন্তরে লুকিয়ে রাখবেন না, যা প্রকাশ করলে তা আপনাকে লাঞ্ছিত করবে, এমনটি করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

দু'টি নেশা পয়দা না হওয়া পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যতদিন তোমাদের মাঝে দু'টি নেশা পয়দা না হবে, ততদিন তোমরা কল্যাণের উপর থাকবে। আর তা হলো- (১) জাহালাতের নেশা ও (২) দুনিয়াবী আয়েশী জীবনের নেশা। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৮:৪৯)

উচ্চ হিম্মতওয়ালা কে?

আবু বকর বলেন, এক জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, দুনিয়াতে উচ্চ হিম্মতওয়ালা কে? জবাবে তিনি বলেন, দুনিয়ায় অবস্থান করা সত্ত্বেও যার অন্তর সর্বক্ষণ আখেরাতের ফিকিরে ডুবে থাকে।

যে যাকে ভালবাসে তার আলোচনা বেশি করে

হযরত আব্বাস বিন ফজল বাজালী (র) বলেন, হযরত রাবেয়া বসরী (র)-এর মজলিসে মানুষ একদিন দুনিয়ার নিন্দা মন্দ ও সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। তিনি তাদের সাবধান করে দিয়ে বলেন, নিন্দা মন্দ করতে গিয়ে দুনিয়া সম্পর্কে এত আলোচনা করো না। কেননা, যে যাকে ভালবাসে, তার আলোচনা বেশি করে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা-৮:২১৫)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, যখন কোনো ব্যক্তি দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে মোকাবেলা করবে, তখন তুমি তার সাথে আখেরাতের ব্যাপারে মোকাবেলা করবে। অর্থাৎ দুনিয়াকে বাদ দিয়ে আখেরাতের কাজে লেগে যাবে। (হিলয়াতুল আওলিয়া ২ ১৫৭)

আখেরাতের ফিকির অন্তরে নূর পয়দা করে

হযরত জাফর বিন সুলাইমান (র) বলেন, দুনিয়ার ফিকির অন্তরে জুলমাত তথা অন্ধকার সৃষ্টি করে আর আখেরাতের ফিকির অন্তরে নূর পয়দা করে।

আহমাদ বিন আবু নছর থেকে বর্ণিত, এক জ্ঞানীলোক বলেন, দুনিয়ার উদাহরণ প্রচুর। যামানা যা মানুষদের সামনে তুলে ধরে। যামানার ইলম দোভাষীর মুখাপেক্ষী নয়। দুনিয়াকে কেবল সেই মুহাব্বত করে যার অন্তর ওয়াজ-নসিহত শ্রবণ হতে বধির হয়ে গেছে। মানুষের যদি এ কথা জানা থাকত, তাহলে কেউ দুনিয়ামুখী হত না।

আহমাদ বিন আবু নছর এই কবিতা শুনিয়েছেন –

দুনিয়াদাররা দুনিয়া হতে সম্মান লাভে উন্মুখ ও মরিয়া অথচ আল্লাহ তা'য়ালা সকলের সামনে দুনিয়ার তুচ্ছতার কথা ফাঁস করে দিয়েছেন যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন উজ্জ্বল করার আশায় দুনিয়ার পেছনে ছুটে, সে বড়ই বোকা ও নির্বোধ। কারণ, দুনিয়া কাউকে কিছু দেয় না। কিন্তু নিয়ে নেয় সব। এমনকি শেষ পর্যন্ত সর্বহারা করে খালিহাতে কবরে ছুঁড়ে দেয়।

তুমি শত চাইলেও দুনিয়াকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না। কারণ দুনিয়ার মালিক তাকে ভালবাসে না; তার ধ্বংস চায়।

বনূ তামীম গোত্রের এক ব্যক্তি জানিয়েছেন, জনৈক মনীষী দুনিয়া ও আমাদের অবস্থার বাস্তবভিত্তিক মূল্যায়ন করে এই মন্তব্য করেন যে,

الدُّنْيَا تُبْغِضُ إِلَيْنَا نَفْسَهَا وَنَحْنُ نُحِبُّهَا فَكَيْفَ لَوْ تَحَبَّبَتْ إِلَيْنَا؟

দুনিয়া আমাদের ভালবাসে না তারপরেও আমরা তাকে গভীরভাবে ভালবেসে থাকি। যদি সেও আমাদের ভালবাসত, তবে তার প্রতি আমাদের ভালবাসার পরিমাণ কেমন হতো? (উয়ুনুল উলূমিদ্দীন ৩/১৮৮)

দুনিয়া পুরোটাই মুসিবত!

আবু বকর বলেন, এক জ্ঞানী লোককে জিজ্ঞাসা করা হলো, দুনিয়া সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, কোন দুনিয়া – আম্বিয়া'য়ে কেরাম ও মনীষীগণ যার সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন? লোকজন বলে, হা, ঐ দুনিয়া সম্পর্কেই আমরা জানতে চাচ্ছি। তিনি বলেন, সেটা তো পুরোটাই মুসিবত' প্রশ্ন করা হলো, কোন্ যুহদ সর্বোত্তম? তিনি বলেন, যার সাথে দুনিয়ার সম্পর্ক কম। জানতে চাওয়া হলো, যুহদের তাওয়াক্কুল কখন হাসেল হয়? তিনি বলেন, যখন কোনো মাখলুকের সাথে তার সম্পর্ক না থাকে।

মানুষ কখন খুশি হতে পারে?

আবু বকর বলেন, এক বিজ্ঞলোক বলেন, হে মানুষ! তুমি দুনিয়াতে কেবল তখনই খুশি হতে পার, যখন তুমি তার কথা ভুলে যাবে। অনুরূপ দুনিয়ার সৌন্দর্যের প্রতি তখনই অনুরাগী হতে পার, যখন জান্নাতে নিজের স্থান ত্যাগ করবে। আর তোমার শরীর তখন হৃষ্টপুষ্ট হতে পারে, যখন তুমি কাফন পরার কথা ভুলে যাবে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

আবু বকর বলেন, একবার একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় তাতে জনৈক মনীষীকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন করা হলে, তিনি সংক্ষেপে অতি চমৎকারভাবে তার জবাব প্রদান করেন . নিম্নে সে প্রশ্নোত্তর পর্বের চুম্বক অংশ তুলে ধরা হলো –

প্রশ্ন : দুনিয়ার দোষ সম্পর্কে সবচেয়ে সচেতন কে?

উত্তর : মৃত্যুর কথা যে বেশি বেশি স্মরণ করে।

প্রশ্ন : আমাদের কাছে মৃত্যু এত অপ্রিয় কেন?

উত্তর : দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়ার কারণে।

প্রশ্ন : মানুষ কখন উদাসীন বলে বিবেচিত হয়?

উত্তর : যখন দুনিয়ার পাগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : আমাদের থেকে ইলম ও হিকমত কখন উঠে যাবে?

উত্তর : যখন তার মাধ্যমে দুনিয়া হাসেল করা হবে।

প্রশ্ন : আখেরাত অর্জনের পথে অন্তরায় কী?

উত্তর : দুনিয়ার মুহাব্বত ও ভালবাসা।

প্রশ্ন : তরকে দুনিয়া বা দুনিয়া বর্জনের আলামত কী?

উত্তর : আখেরাত অর্জনে লেগে যাওয়া।

প্রশ্ন : দুনিয়া কার অর্থাৎ কে তার প্রাপক?

উত্তর : যে তাকে বর্জন করে।

প্রশ্ন : আখেরাত কার অর্থাৎ কে তার প্রাপক?

উত্তর : যে তাকে তালাশ করে অর্থাৎ তার জন্য মেহনত করে।

দুনিয়া পূজারীর অন্তর সবচেয়ে বিরান ঘর

আবু বকর বলেন, এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন :

দুনিয়া বিরান ঘর। এর চেয়েও বেশি বিরান ঐ ব্যক্তির অন্তর, যে তা আবাদ করতে চায়। পক্ষান্তরে জান্নাত আবাদের স্থান। এর চেয়েও বেশি আবাদ ঐ ব্যক্তির অন্তর যে তার তালাশে লিপ্ত (রবীউল আবরার ১৫৩, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৮)

জনৈক আনসারী এক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, অমুক আমার দৃষ্টিতে নীচু ও ছোট। কেননা দুনিয়া তার দৃষ্টিতে উঁচু ও বড়। দুনিয়া দিতে কৃপণতা করে কিন্তু ছিনিয়ে নিতে লালায়িত থাকে।

দুনিয়াকে যে চেনে সে সুদিনে আত্মহারা ও দুর্দিনে ভারাক্রান্ত হয় না

আবু হাযেম বলেন, দুনিয়ার হাকীকত যে জানে, সে কখনও তার সুদিনে আনন্দে আত্মহারা এবং দুর্দিনে ভারাক্রান্ত হয় না। কারণ সে জানে এটাই দুনিয়ার চরিত্র। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৩.২৩৯)

মানুষ আজব প্রাণী।

ইসহাক বিন উবাদ বলেন, এক আলেম আমাকে বলেন, মানুষ বড়ই আজব প্রাণী। তারা দুনিয়াকে আসল মনে করে আর আখেরাতকে মনে করে নকল অবাস্তব। তুমি তাদের থেকে দূরে থাকবে, তাদেরকে নসিহত করতে যাবে না। কেননা, তুমি তাদেরকে দ্বীনি বিষয়ে নসিহত করতে গেলে তারা তোমাকে দুশমন মনে করবে।

আত্মশুদ্ধির দু'টি উপায়

আবু সুলাইমান দারানী (র) বলেন, কেউ বাস্তব অর্থে নিজের সংশোধন ও উন্নতি চাইলে তাকে আন্তরিকতার সাথে দু'টি কাজ করতে হবে। (১) ধ্বংসশীল ও বিপদ সঙ্কুল 'দুনিয়াকে' অন্তরের অন্তস্থল হতে বের করে দিতে হবে।

(২) মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার ভয়াবহতা, আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া, পুলসিরাত পার হওয়া এবং জাহান্নামের মর্মান্তিক শাস্তি ও লেলিহান অগ্নির কথা বেশি বেশি স্মরণ করা। আশা করি, এ দু'টি কাজ মানুষকে দুনিয়া হতে আখেরাতমুখী হতে সাহায্য করবে। (হিলয়াতুল আওলিয়া ৯:২৬৬)

দুনিয়ার অদ্ভুত আচরণ

আবু সুলাইমান বলেন, মানুষ দু'ধরনের। এক ধরনের লোক দিন-রাত হন্যে হয়ে দুনিয়াকে খোঁজে। আরেক দল সর্বদা দুনিয়া হতে পালাতে চেষ্টা করে। যারা দুনিয়াকে চায়, দুনিয়া তাদের থেকে পলায়ন করে, তাদের কাছে আসতে চায় না। পক্ষান্তরে যারা দুনিয়া হতে পালাতে চেষ্টা করে, দুনিয়া তাদের খুঁজে বেড়ায়, তাদের কাছে আসতে চায়। যারা দুনিয়া খুঁজে তাকে পেয়ে যায়, সে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে। আর যারা দুনিয়া হতে পালিয়ে বেড়ায়, দুনিয়া তাদের ধরতে পেলে আহত করে দেয়। অতএব বুদ্ধিমান এবং সফলকাম সেই, যে দুনিয়া খোঁজেও না এবং দুনিয়া তাকে ধরতেও পারে না। বরং দুনিয়াকে সব সময় এড়িয়ে চলে। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৯:২৫৮)

'দুনিয়া' মাছির চেয়েও হীন ও নিকৃষ্ট

আবু মুয়াবিয়া আসওয়াদ বলেন, মানুষ সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ প্রাণী। অথচ কার্যক্ষেত্রে তারা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাকে কলংকিত করছে। আর তা এভাবে যে, উন্নত বিবেকের দাবি অনুযায়ী যেখানে তাদের ভাল জিনিসের জন্য মেহনত করা দরকার ছিল, সেখানে তারা অতি দুঃখজনকভাবে মাছির চেয়েও নিকৃষ্ট জিনিসের জন্য দৌড়-ঝাঁপ করে চলছে কেউ জানতে চাইলো, মাছির চেয়েও নিকৃষ্ট জিনিস কি? তিনি জবাবে বলেন, 'দুনিয়া'। (হিলয়াতুল আওলিয়া-৮:২৭৩)

নবজাতকের কান্নার কারণ

আবু বকর বলেন, আলী বিন আব্দুল্লাহ আমাকে একটি কবিতা শুনিয়েছেন, যার মর্মার্থ হলো –

দুনিয়ার ক্ষতি ও অনিষ্ট প্রকাশ্য। এখানে লুকোচুরির কিছু নেই। সে সর্বক্ষণ মানুষকে তার অনিষ্ট সম্পর্কে অবগত করে তাকে সতর্ক করে। ভয় দেখায়। বস্তুত এ কারণেই নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয়েই কাঁদতে থাকে। এছাড়া তার কাঁদার কারণ আর কি হতে পারে? অথচ তার পূর্ব অবস্থানস্থল 'মাতৃগর্ভ' হতে এই নতুন আগমন স্থান 'দুনিয়া' কত বিশাল কত বড়।

تَمَنًّا قَلِيلًا-এর গূঢ় রহস্য

হারুন বিন যায়েদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী (র)-এর কাছে আল্লাহ তা'য়ালা এর ইরশাদ

"تَمَنًّا قَلِيلًا" - এর ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হলে, তিনি এক অদ্ভুতপূর্ব ও আজব ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন, উহা হলো – "সমগ্র দুনিয়া"

কাঁদতে বেশি হাসতে কম

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا- وَلَهَانَتْ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا وَلَاٰثَرْتُمُ الْاٰخِرَةَ -

"দুনিয়া সম্পর্কে যা আমি জানি, তা যদি তোমরাও জানতে তাহলে কাঁদতে বেশি হাসতে কম, দুনিয়া তোমাদের কাছে হেয় হয়ে যেত। তোমরা আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে।" (তবরানী)

অতঃপর হযরত আবু দারদা (রা) এর সাথে সংযোজন করে বলেন, আমার যা কিছু জানা আছে তা যদি তোমাদের জানা থাকত, তাহলে তোমরা কেঁদে-কেটে অস্থির হয়ে যেতে, বাড়ী ছেড়ে জঙ্গলে চলে যেতে। ধন-সম্পদ পিছে ফেলে রাখতে, একান্ত যা প্রয়োজন তা ছাড়া কিছুর প্রতি চোখ তুলে তাকাতে না। কিন্তু পরম পরিতাপের বিষয় হলো, তোমাদের অন্তর থেকে আখেরাতের কথা হারিয়ে গেছে এবং দুনিয়ার আশা-ভরসা তোমাদের কাছে দামী হয়ে গেছে। যার ফলে দুনিয়া তোমাদের আমলের মালিক হচ্ছে আর তোমরা এমন হয়ে গেছ, যেন তোমাদের কিছুই জানা নেই। তোমাদের অনেকের অবস্থা ঐ জন্তুর চেয়েও খারাপ, যারা মারাত্মক পরিণতি সত্ত্বেও চাহিদা ত্যাগ করে না। তোমাদের কি হলো যে, তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন নেই এবং একে অপরকে নসিহত করাও ছেড়ে দিয়েছ! অথচ তোমরা সহোদরার মত। দুনিয়াবী লালসাই তোমাদের শতধাবিভক্ত করে ফেলেছে। দ্বীনি ব্যাপারে তোমাদের মাঝে ঐক্য থাকলে মুহাব্বতও পূর্ণ মাত্রায় থাকবে। তোমাদের এ কি হলো যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা ও নসিহত কর কিন্তু আখেরাতের কথা ভুলেও কাউকে বলো না! তোমরা যাদের মুহাব্বাত কর, তাদেরও আখেরাতের কথা বলছ না। এর একমাত্র কারণ এই যে, তোমাদের অন্তরে ঈমানী শক্তি কমে গেছে। দুনিয়ার ক্ষতিতে যতটুকু অস্থির হও তা যদি আখেরাতের বেলাতেও হতে, তাহলে তোমরা অবশ্যই আখেরাতকে প্রাধান্য দিতে।

যদি এ কথা বল যে, দুনিয়ার প্রয়োজন তো এখনিই দেখা দেয় অথচ আখেরাতের প্রয়োজন হবে পরে, তাহলে নিজেরাই চিন্তা করে দেখ যে, তোমরা দুনিয়াতেও আগামী দিনের জন্য কতই না কষ্ট করে চলেছ। অথচ যার জন্য মেহনত করছ তা নাও পেতে পার। তোমাদের কি হলো যে, তোমরা সামান্য দুনিয়া পেয়েও চরম খুশি হও এবং একটু বিপদ এলেই এমনভাবে ভেঙ্গে পড় যে, বেদনার প্রতিক্রিয়া চোখে মুখে দেখা যায় এবং মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। অথচ দ্বীনি ব্যাপারে মারাত্মক ত্রুটি ও ক্ষতি হলেও তার জন্য চেহারাও একটু মলিন হয় না। তোমাদের এ অবস্থা দেখে আমি এর কারণ এই বুঝেছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের প্রতি রুষ্ট। তোমরা পরস্পরে হাস্য বদনে সাক্ষাৎ কর ঠিকই কিন্তু মনে মনে এ কামনা কর যে, কারো সামনে যেন এমন কথা মুখ থেকে বের না হোক, যা তার খারাপ লাগে। যাতে সেও তোমাকে এমন কথা না বলে। তোমরা একসাথে সহাবস্থান করলেও তোমাদের ভিতর ও বাহির সমান নয়। তোমরা মৃত্যুকে বিদায় দিতে সকলে একমত হয়েছো। মাঝে-মধ্যে মনে জাগে, আল্লাহ যদি আমাকে মৃত্যু দিয়ে তোমাদের থেকে আমাকে সরিয়ে নিতেন এবং আমাকে তাদের (নবী ও সাহাবীগণের) সাথে মিলিয়ে দিতেন, যাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আমি বড়ই অগ্রহী। পুণ্যবান সাহাবায়ে কেরাম যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে তারা তোমাদের সাথে মোটেও থাকতে চাইতেন না। যদি এখনও তোমাদের মাঝে কল্যাণের প্রতি বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ থেকে থাকে, তাহলে তোমরা দুনিয়াকে অন্তর হতে ছুঁড়ে ফেলে আখেরাতকে আলিঙ্গনাবদ্ধ কর। আখেরাতকে জয় করা বড়ই সহজ। এর জন্য চাই তোমাদের ঈমানের জাগরণ। আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের ও আমার হেদায়াত কামনা করছি। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন-৩:২৮৩)

আল্লাহ আমাদের সকলকে দুনিয়ার ফেতনা থেকে হেফাজত করুন!এবং আখেরাতের অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন॥ আমীন!

অনুবাদকের কথা

গ্রন্থটির মূলভাষা আরবী। নাম *কিতাবুয যুহদে*। হিজরি তৃতীয় শতাব্দীর এক যুগশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের হাতে রচিত। তাঁর নাম ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ কুরাইশী বাগদাদী (রহ)। সর্বমহলে তিনি ইবনে আবিদ্দুনিয়া নামে প্রসিদ্ধ। ২০৮ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইন্তেকাল করেন ২৮১ হিজরিতে। বাগদাদ তাঁর জন্মস্থান। তিনি জগৎখ্যাত একজন উঁচুমানের আলেম এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় লেখকদের অন্যতম। তিনি অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। উলামায়ে কেরাম তাঁর প্রাজ্ঞ রচনায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং উচ্চ প্রশংসা করেছেন।

একটি অবিস্মরণীয় এবং হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ *কিতাবুয যুহদে*। দুনিয়ার হাকীকত, স্বরূপ, চিত্র, অবস্থা, তাৎপর্য অতি চমৎকার ও নিপুণভাবে এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন এই খ্যাতিমান আলেম। দুনিয়া সম্পর্কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনসহ সোনালী যুগের উলামায়ে কেরাম ও বিজ্ঞজনদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও বাস্তব মূল্যায়ন এ গ্রন্থে বিশদভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তাই এ গ্রন্থের বাংলা নামকরণ করা হয়েছে *দুনিয়া কী এবং কেন?*

'দুনিয়া নয় আখেরাতেই মুমিনের মূল্য লক্ষ্য'- এ শ্লোগানই উচ্চারিত ও উচ্চকিত হয়েছে এ গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়, প্রতি শিরোনামে। মানুষের আসল ঠিকানা আখেরাত। তাকে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করার জন্য মাত্র। কিন্তু মানুষ শয়তানের চক্রান্তে এবং দুনিয়ার মোহে মূল লক্ষ্য ভুলে গিয়েছে। দুনিয়ার রূপ-সৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ, আনন্দ-বিলাস ইত্যাদিতে মজে গিয়েছে মানুষ। আখেরাত ভুলে সে আজ দুনিয়ার পিছে ছুটে বেড়ায়। ফলে মৃত্যুর পর তার জন্য নেমে আসবে সর্বনাশ। দুনিয়ার মোহের কারণে সে নিজেকে নিজে পরকালে দেখতে পাবে আগুনের অতল গহবরে (জাহান্নামে) নিমজ্জিত। মানুষ যাতে এ আত্মঘাতী পথে পা না বাড়ায়, আখেরাতকে মূল লক্ষ্য বানিয়ে তার জন্য মেহনত করে এবং দুনিয়ার মরীচিকার ধোঁকায় পড়ে আখেরাত নষ্ট না করে তার জন্যই এ গ্রন্থের অবতারণা। এই একই কারণে গ্রন্থটি অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক এ গ্রন্থটিকে কবুল করে নিন এবং একে আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের নাজাতের উসিলা করুন। আমিন ॥

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন # ০১৮১৯৪২৩৩২১, ০১৯১৫৫২৭২২৫